২৬ বছরে

বাংলা পত্রিকা

The Weekly Bangla Patrika

বর্ষ ২৭ || সংখ্যা ৩৩ || সোমবার || জৈষ্ট ২ || ১৪৩০ || শাওয়াল ২৫ || ১৪৪৪ || Vol. 27 || Issue 33 || May 15 || 2023 || USA. FREE in NY, Other State $1

আল আকসা রেষ্টুরেন্ট
প্রবাসে বাংলাদেশী খাবারের স্বাদ
আল আকসা পার্টিহল
পার্কচেষ্টারে বাঙ্গালী মালিকানায় সবচেয়ে বড় পার্টিহল ১০০-১৫০ জনের ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন
২১০৭ ষ্টার্লিং এভিনিউ, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২
ফোন: ৭১৮-৯০৪-৭০৬১

আলাদীন
Aladdin
২৯-০৫ ৩৬ এভিনিউ, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
Tel: 718-784-2554

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

শেষ ওভারে হাসান ম্যাজিকে সিরিজ জিতলো টাইগাররা

স্পোর্টস ডেস্ক: শেষ ওভারে হাসান মাহমুদের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে আয়ারল্যান্ডকে ৪ রানে হারিয়ে **(বাকি অংশ ৩১ পাতায়)**

যুক্তরাষ্ট্র সীমান্তে শরানার্থীদের ঢল

অ্যাসাইলাম কঠোর করতে দুই দলের একই সুর

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: ডানে বায়ে শুধু 'অ্যাসাইলাম ঠেকাও' এটাই শোনা যাচ্ছে এ সপ্তায়। হোয়াইট হাউজে ডেমোক্র্যাটরা কিংবা জিওপি'র দখলে থাকা প্রতিনিধি সভা সর্বত্রই এই পলায়নপর মানুষগুলোর জন্য পথ আর সুযোগ সীমিত করে আনার সকল চেষ্টা অব্যহত। রিপাবলিকানরাতো রাজনৈতিক আশ্রয়ের এই সুযোগ ভীষণভাবে সীমিত করতে পরিকল্পনার বিশাল নথি খুলে বসেছে। যুক্তির পর যুক্তি খাড়া করছে এই বলে যে, টাইটেল ৪২ তুলে নেওয়ার সাথে সাথে অ্যাসাইলামের সুযোগ সীমিতকরণের উদ্যোগ নেওয়াও জরুরি। ওদিকে বাইডেন প্রশাসন তার নয়া পরিকল্পনার যতটুকু প্রকাশ্য করেছে- তাতে হয়তো তারা কিছুটা কম কট্টর মনোভাব দেখাচ্ছে তবে শেষ ফল একই- অ্যাসালাইমের সুযোগ সীমিতকরণ। 'হ্যাঁ আমরা অভিবাসন নির্ভর রাষ্ট্র বটে, তবে আমরা তো আইনের রাষ্ট্রও।' প্রতিনিধি সভার অন্তত দুটি উপস্থাপনায় এই কথাটি জোর দিয়ে বলা হলো ঠিক সেদিনই যেদিন টাইটেল ৪২ তুলে নেওয়া হলো। হোমল্যান্ড সিকউরিটি মন্ত্রী আলজান্দ্রো মায়োরকাসও হোয়াইট হাউজের প্রেসব্রিফিংয়ে একই বাক্য ব্যবহার করেছেন। আর ক্যালিফোর্নিয়ার রিপাবলিকান টম ম্যাকক্লিনটক প্রতিনিধি সভায় যখন জিওপি বিল পাশ করিয়ে নিচ্ছিলো তখনও একই বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি করেছেন। এটা সত্য বাইডেন প্রশাসনের ধারা ও প্রতিনিধি সভায় যেমনটা হচ্ছে তার মধ্যে সুনির্দিষ্ট **(বাকি অংশ ১৮ পাতায়)**

মোখা আঘাত হেনেছে মিয়ানমারে

ঢাকা ডেস্ক: ঘূর্ণিঝড় মোখা মূল আঘাত হেনেছে মিয়ানমারে। এর কেন্দ্রের একটি অংশ বাংলাদেশের সেন্ট মার্টিন দ্বীপের ওপর দিয়ে গেছে। তবে সাগর থেকে মাটিতে এসে মোখা অনেকটা দুর্বল হয়ে যায়। এ **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**

মোটা মানুষদের বৈষম্য নয় নিউইয়র্কে বিল পাস

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: শারীরিকভাবে মোটা হয়ে যাওয়া (মেদবহুল) মানুষের প্রতি বৈষম্যের বন্ধে 'ওজনবৈষম্য রোধ আইন' নামের একটি বিল পাস করেছে নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিল। কর্মক্ষেত্র, বাসস্থান বা জনপরিষেবায় এমন বৈষম্য নিষিদ্ধ করে গত বৃহস্পতিবার বিলটি **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**

অ্যাসাইলাম প্রার্থীদের কাজের অনুমতি দিতে নিউইয়র্কের ডেমোক্র্যাট নেতাদের দাবী

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্ক কংগ্রেসনাল ডেলিগেশনের ডেমোক্র্যাট সদস্যরা শুক্রবার (১২ মে) বাইডেন প্রশাসনকে এই আহ্বান জানিয়েছে যে, যারা রাজনৈতিক আশ্রয়ের জন্য আবেদন **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**

বাফেলো বন্দুকহামলার ১ বছর

পতাকা অর্ধনমিত নিউইয়র্কে

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউয়র্কের গভর্নরক্যাথি হকুল-এর ঘোষণা মোতাবেক রোববার স্টেটে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত ছিলো। বাফেলো শুটিংয়ের এক বছর পূর্তিতে এই সিদ্ধান্ত নেয় নিউইয়র্ক কর্তৃপক্ষ। এছাড়াও স্টেটের প্রধান প্রধান স্থাপনাগুলো কমলা রঙে আলোকিত করা হয়। হোয়াইট সুপ্রিমেসি ভাবনা থেকে হওয়া ঘৃণ্য ওই হামলার নিন্দা **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**

জর্ডানের মৃত্যু কাম্য নয়, মানসিকভাবে অসুস্থদের সুরক্ষা দিতে চান মেয়র এরিক

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্কের মেয়র এরিক অ্যাডামস নগরীতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মানসিক রোগাক্রান্তদের নিয়ে এক আবেগঘন বক্তৃতা করেছেন বুধবার। গত ১ মে নিউইয়র্কের এফ ট্রেনে জর্ডান নিলি নামে মানসিকভাবে অসুস্থ এক ব্যক্তির হত্যাকান্ডের ঘটনা স্মরণ করে তিনি বলেছেন, এমন আরও জর্ডান আমাদের মাঝে রয়েছে। যাদের রক্ষা করতে হবে। সিটি হলে দেওয়া ওই বক্তৃতায় মেয়র এরিক বলেন, একটি **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**

APOLLO INSURANCE BROKERAGE INC
WE DO TLC INSURANCE
EXIT LUXURY INC.
Shamsher Ali
President & CEO
29-10 36th Ave., Astoria, NY 11106
Tel: 718-472-9800, Fax: 718-472-9801
e-mail: apollobrokerageinc@gmail.com
exitluxuryinc@gmail.com

CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
• TAX Liens Charge-Offs • Inquiries • Collections
• Garnishment • Bankruptcy • Late Payments
Call us 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com
Mohammad A Kashem
Credit Consultant

WIN ZONE REALTY INC
Licensed Real Estate Broker
বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন
M: 917-749-4143
B: 718-899-7000
F: 718-899-2000
khanf04@yahoo.com
Ferdous Khan
Licensed Real Estate Sales Associate
Zillow
81-15 Queens Blvd. 2Fl
Elmhurst, NY 11373

AMIN PHARMACY
29-03, 36th Ave, Astoria, NY 11106
Tel: (718) 786-6611, Fax: (718) 786-6613
Contact: Pharmacist Dr. Monsur Chowdhury

AHAD&CO
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
আই আর এস এবং স্টেট অডিট সমাধান
পে-রোল এবং বুককিপিং
আহাদ আলী, সিপিএ
Tel: (929)371-9915 info@ahadandco.com
2153 Westchester Ave Suite 200, Bronx, NY 10462
47-01 Van Dam Street Long Island City, NY 11101

CHISHTI CPA PC
Mohammed Chishti
CPA, MBA
চিশতী একাউন্টিং এন্ড ট্যাক্স সার্ভিসেস
Income Tax · Sales Tax · Payroll · Notary Public
Bookkeeping · Business Formation
Financial Statement · Immigration Forms
73-19 BROADWAY, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
917-832-7785, 347-515-3858
chishti@chishtiaccounting.com
www.chishtiaccounting.com

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
পাবলিক অকশনের বাড়ি
ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
শর্ট-সেল ও REO-প্রপার্টি
কল করুনঃ ৫১৬-৪৫১-৩৭৪৮
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Great Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com
Nurul Azim

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVELS
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
আমরা বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের স্টক হোল্ডার
7305 37th ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
917-396-4140, 917-592-7828
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

সব ধরনের Insurance!
Over 20 Years of Experience
Auto, Home, Business, Worker's Compensation & Disability
(718) 626-0733
(718) 626-2321
KABIR CHOWDHURY
Crescent Insurance Brokerage Inc.
37-11 74 th Street # 2 Floor, Jackson Heights, NY 11372

www.banglapatrikausa.com

২৩ জানুয়ারি ২০২৩ থেকে ট্যাক্স ফাইলিং শুরু হচ্ছে

কোনো প্রফেশনালকে দিয়ে ট্যাক্স ফাইল করান তাহলে সর্বাধিক রিফান্ড পাবেন এবং ভবিষ্যৎ জটিলতা থেকেও রক্ষা পাবেন।

We are Top 500 intuit Company

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

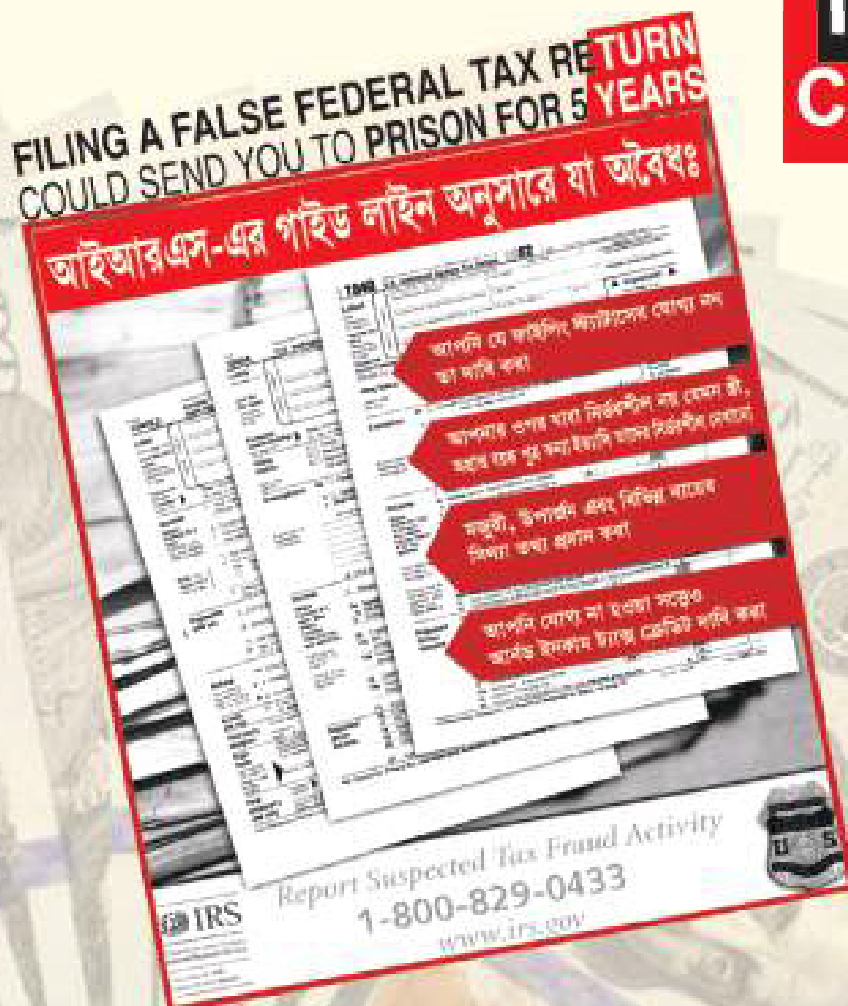

Steven M. Levy, CPA

আপনাদের ট্যাক্স ফাইলিং সুষ্ঠু ও নিখুঁতভাবে সম্পন্নের জন্য আমাদের সাথে রয়েছেন সার্টিফাইড পাবলিক একাউন্টেন্ট।

Southeast USA Income Tax Services

জ্যাকসন হাইটস
74-09 37th Avenue, Suite # 206
Jackson Heights, NY 11372
Phone: 718-639-6207
Cell: 917-566-1612

জ্যামাইকা
168-16, Hillside Avenue
Jamaica, NY 11432
Phone: 646-464-5944
718-487-4507

ব্রংক্স
1445 Unionport Roa, Bronx, NY
পার্কচেষ্টার ফ্যামিলি ফার্মেসির ভিতরে
Phone: 347-621-0378
718-427-5919

email: usa.bd54@gmail.com

বাংলা পত্রিকা
৩-এর পৃষ্ঠা
The Weekly Bangla Patrika
The Weekly Bangla Patrika // Monday // May 15 // 2023

রাজা ও ভবিষ্যৎ দুই রাজা

ঢাকা ডেস্ক, ১৪ মে : ব্রিটেনের সিংহাসনে বসেছেন রাজা চার্লস। তাঁর এক পাশে ছেলে প্রিন্স উইলিয়াম ও আরেক পাশে নাতি প্রিন্স জর্জ। লন্ডনের বাকিংহাম প্যালেসে বর্তমান রাজা ও ভবিষ্যৎ দুই রাজার ছবিটি তোলা। ৪০ বছর বয়সী প্রিন্স উইলিয়াম রাজা চার্লসের পর সিংহাসনের উত্তরাধিকারী। তারপর রাজা হবেন প্রিন্স জর্জ। তার বয়স এখন ৯ বছর।

সেনাপ্রধানের বক্তব্যের কড়া জবাব দিলেন ইমরান খান

ঢাকা ডেস্ক, ১৪ মে : সেনাপ্রধানের বক্তব্যের কড়া জবাব দিয়েছেন পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান।

তিনি সেনাপ্রধানকে উদ্দেশ্য করে বলেন, আপনি রাজনীতিতে নেমে গেছেন। এখন দল বাছাই করুন।

শনিবার জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে এ আহ্বান জানান তিনি। খবর ডনের।

এর আগে দেশটির সেনাপ্রধান আসীম মুনির সহিংসতাকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দেন। বলেন, সহিংসতায় সঙ্গে জড়িত সকল পরিকল্পনাকারী, নির্দেশদাতা ও জড়িতদের দ্রুত শাস্তির আওতায় আনা হবে।

জাতির উদ্দেশে ইমরান খান বলেন, আজ আমাদের গণতন্ত্র সুতোয় ঝুলছে। শুধু বিচার বিভাগই এটিকে বাঁচাতে পারে। এই মাফিয়ারা বিচার বিভাগের ওপর হামলা চালাচ্ছে, তাই আমি জাতিকে আমাদের বিচার বিভাগ ও সংবিধানের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানাই।

১ ঘণ্টার ওই ভাষণের শেষে রোববার সবাইকে রাস্তায় নেমে আসার আহ্বান জানান ইমরান খান।

তিনি বলেন, বিকাল সাড়ে ৫টায় আমি সবাইকে, বিশেষভাবে নারীদের উদ্দেশে বলছি- কারণ আমি আমাদের ঘরে ঘরে বিপ্লব দেখতে পাচ্ছি, রাস্তায় নেমে আসার আহ্বান জানাই। আপনারা হাতে লেখা প্ল্যাকার্ড নিয়ে বের হয়ে আসুন। প্ল্যাকার্ডে লিখুন 'হ-াকিকি আজাদি' (সত্যিকারের স্বাধীনতা) এবং 'স-ংবিধান বাঁচাও, পাকিস্তান বাঁচাও'।

এদিকে সেনাপ্রধান আসীম মুনির জানিয়েছেন, সহিংসতায় সঙ্গে জড়িত সব পরিকল্পনাকারী, নির্দেশদাতা ও জড়িতদের দ্রুত শাস্তির আওতায় আনা হবে।

আসীম মুনির বলেন, ৯মে এর কালো দিনে যারা সহিংসতা ছড়িয়েছে সবাইকে পাকড়াও করে শাস্তির আওতায় আনা হবে। পেশোয়ারে এক ভাষণে এমন বক্তব্য দেন পাক সেনাপ্রধান।

থাইল্যান্ডে জাতীয় নির্বাচন

সেনা ভয়, পরিবারতন্ত্র ফেলে নতুন মুখের পেছনে তরুণরা

ঢাকা ডেস্ক, ১৪ মে : জাতীয় নির্বাচনের প্রচারণা উৎসবের হৈ-হুল্লোড় শেষে আজ ভোটের মাঠে গোটা থাইল্যান্ড।

স্থানীয় সময় সকাল ৮টা থেকেই দেশটির ৭৭টি প্রদেশের ৯৫ হাজার বুথে শুরু হয়ে গেছে ভোটগ্রহণ। ভোটারের সংখ্যা পাঁচ কোটি ২০ লাখ। বিশ্লেষকরা বলছেন, এবার হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হবে থাইল্যান্ডে।

প্রতিদ্বন্দ্বিতার পাল্লায় এক দিকে রয়েছেন পরিবারতন্ত্রের পেতংটান সিনাওয়াত্রা (৩৬)। ফিউ থাই পার্টি।

অন্যদিকে সামরিক জান্তা প্রধান প্রয়ুত-চান-ও-চা (৬৯)। ইউনাইটেড থাই নেশন পার্টি। এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বিই মুখে মুখে আলোচনার খোরাক হলেও ছায়ার মতো নির্বাচনি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আবির্ভাব হয়েছে তৃতীয় আরেক শক্তির।

পিটা লিমজারোয়েনরাত। মুভ ফরওয়ার্ড নেতা। যুবসমাজ পরিচালিত গণতন্ত্রপন্থি একটি দল। ৪২ বছর বয়সি পিটা একটি রাজনৈতিক পরিবারে বেড়ে উঠেছেন। কিশোর বয়সে নিউজিল্যান্ডে পড়াশোনার সময়ই রাজনীতির প্রতি তার ভালোবাসা জন্মে।

আলোচিত দলগুলোর বাইরে পরিবর্তনের জন্য একটি দৃঢ় কণ্ঠস্বরে নিজের অবস্থান গড়েছে পিটার দল। আসন্ন নির্বাচনে তরুণ সমর্থকদের নিজেদের শক্তি হিসাবে মনে করছেন।

সামরিক বাহিনী এবং পরিবারতন্ত্রের চাকায় পিষ্ট থ্যাইল্যান্ডের রাজনৈতিক স্থিতাবস্থায় এবার বিরক্ত হয়ে উঠেছেন নবীনরা। জমাটবদ্ধ সেই ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ থেকেই তরুণ থাইদের বড় সমর্থন পাচ্ছে পিটার মুভ ফরওয়ার্ড পার্টি।

যুবকদের সঙ্গে মিশে গেছেন ৪২ বছরের পিটারও। নির্বাচনের সব প্রচারণাতেই তরুণদের ভিড়ে মিশে গেছেন পিটার। সমাবেশে গিয়ে সেলফি তোলেন উৎসুক সমর্থকদের সঙ্গে। উচ্ছ্বসিত হাস্যোজ্জ্বল পিটারকে নিয়ে সমর্থকদের টিকটক তার অবস্থানকে জোরালো করে।

পিটারের নির্বাচনি ইশতিহারে পলাতক সামরিক জেনারেলদের ফিরিয়ে আনার প্রতিশ্রুতি রয়েছে। পিটারের এ অঙ্গীকার ২০০৬-২০১৪ সালে দুটি সামরিক অভ্যুত্থানের মধ্যে বেঁচে থাকা তরুণদের অনুরণিত করে। থাই অর্থনীতিতে একচেটিয়া আধিপত্য বিস্তারকারীদের ভাঙন ও সংস্কারেরও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ পিটা।

এ ছাড়াও থাইল্যান্ডের সবচেয়ে কঠোর আইন লেসে ম্যাজেস্ট সংস্কার করারও আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। জোর গলায় পিটারের দাবি মুভ ফরওয়ার্ডই একমাত্র দল যারা আইনের সংস্কারে কাজ করবে যা রক্ষণশীল দলগুলো তীব্র বিরোধিতা করে।

দক্ষিণ এশিয়ার পর্যটনখ্যাত এ দেশ থাইল্যান্ডের জটিল রাজনৈতিক ইতিহাস রয়েছে। ১৯৩২ সালে সাংবিধানিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা থ্যাইল্যান্ডে ১২টির বেশি অভ্যুত্থান ঘটেছে।

সময়ের বেড়াজালে দেশটিকে ২০টি ভিন্ন সাংবিধানিক চক্রের মধ্যে যেতে হয়েছে। সংসদে ৫০০টি আসন আগামী চার বছরে বরাদ্দ থাকবে।

৬৩ প্রধানমন্ত্রী প্রার্থী সংখ্যা যাদের মধ্যে ৪৩টি দল মনোনীত। সর্বশেষে ৪টি দল নির্বাচনের লড়াইয়ে যোগ দেন। প্রচার মাঠে সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় ছিলেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী থাকসিন সিনাওয়াত্রার মেয়ে ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইংলাক সিনাওয়াত্রার ভাতিজি পেতংটান সিনাওয়াত্রা। জয় এবার তার ঝুলিতেই।

بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাষ্ট্রস্থ প্রবাসী কুলাউড়াবাসীর
সুধি সমাবেশ ও মতবিনিময় সভা

সম্মানিত প্রবাসী কুলাউড়াবাসী,

আসসালামু আলাইকুম,

কুলাউড়া পৌরসভার সাবেক মেয়র ও বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ **জনাব কামাল উদ্দিন আহমদ (জুনেদ)** যুক্তরাষ্ট্র আগমন উপলক্ষে যুক্তরাষ্ট্রস্থ প্রবাসী কুলাউড়াবাসীর আয়োজনে এক **সুধি সমাবেশ ও মতবিনিময়** সভার আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত সভায় সর্বস্তরের প্রবাসী কুলাউড়াবাসীকে উপস্থিত থাকার জন্য বিশেষ ভাবে অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

স্থান

HELLO BANGLADESH RESTAURANT
3005 36th Avenue
Astoria, NY 11106

তারিখঃ

রবিবার, ২১ মে ২০২৩
সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট

আমন্ত্রনেঃ

আবুল কালাম
আহ্বায়ক
৩৪৭-৬২৪-৩১৩৫

শাহ্ আলাউদ্দীন
সদস্য সচিব
৯২৯-৫৯২-৬৪৩০

যুগ্ম সদস্য সচিব : জাবেদ আহমদ

সদস্য বৃন্দঃ লুৎফুর রহমান চৌধুরী হেলাল, মোঃ আব্দুস ছালাম, মোঃ নজরুল ইসলাম, আব্দুল জলিল, সিরাজ উদ্দীন আহমদ সোহাগ, আব্দুল মোক্তাদির, মোশাহেদ জে রাশেদ, এ এম চৌধুরী শফি, তজম্মুল আলী, সৈয়দ জুবায়ের আলী, সাহেদ দেলওয়ার চৌধুরী, রাশেদুল মান্নান চৌধুরী হেশাম, আশরাফ আহমদ ইকবাল, আবু সাঈদ আহমদ, মোহাম্মাদ আব্দুল বাকী, এফ মালিক মুরাদ, জামাল উদ্দীন লিটন, মাসুক আহমদ সুজন, আলতাফ হোসেন, বদরুল ইসলাম মিন্টু, এনামুল ইসলাম খাঁন, হারুনুর রশিদ তালুকদার, ওবায়দুর রহমান কামাল, লুৎফুর রহমান, ইমরুল হোসেন জেবুল, শেখ শামীম আহমদ, নুরুন নাহার হাসান লুসি, মুজিবুর রহমান, মাহমুদা ইসলাম রুমা, আনোয়ারুল হক চৌধুরী পারেক, মঈনুর রহমান শোয়েব, মোঃ বেলায়েত হোসেন দুলাল, গোলাম এম চৌধুরী মিজান, পারভেজ আহমদ, সৈয়দ দুদু মিয়া ও মকবুল হোসেন।

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

Editor : **Abu Taher**

Tel: 718-482-9923, 718-482-1169
Fax: 718-482-9935

সম্পাদকীয়

ভারত মহাসাগরীয় সম্মেলন

আঞ্চলিক সহযোগিতার পাশাপাশি প্রয়োজন আস্থা

ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যে পারস্পরিক আস্থা ও শ্রদ্ধা জোরদার এবং অংশীদারত্ব গড়ে তোলার প্রত্যয় নিয়ে শনিবার (১৩ মে) ঢাকায় শেষ হলো দুই দিনব্যাপী ইন্ডিয়ান ওশান কনফারেন্স (আইওসি)। বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় ইন্ডিয়া ফাউন্ডেশন এ সম্মেলনের আয়োজন করে। মরিশাসের প্রেসিডেন্ট ও ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রীসহ ২৫টি দেশের মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রী পর্যায়ের প্রতিনিধি ছাড়াও ডি-৮, সার্ক ও বিমসটেকের প্রতিনিধিসহ প্রায় ১৫০ জন বিদেশি অতিথি এ সম্মেলনে অংশ নেন। তবে মিয়ানমারকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি।

সম্মেলন উদ্বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ অঞ্চলের স্থিতিশীল ভবিষ্যতের জন্য সামুদ্রিক কূটনীতি জোরদার করার আহ্বানের পাশাপাশি টেকসই পদ্ধতিতে রোহিঙ্গাদের নিজ বাসভূমে প্রত্যাবাসনে সক্রিয় বৈশ্বিক সহায়তা কামনা করেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, উন্নয়নের জন্য ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলোকে সামুদ্রিক কূটনীতি গড়ে তুলতে হবে। এর মাধ্যমে একটি সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করা সম্ভব। এছাড়া এ অঞ্চলের অনেক দেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রভাব কমাতে সহযোগিতা বাড়ানো প্রয়োজন।

এ কথা সত্য যে, ২০১৬ সালে যাত্রা শুরু করা আইওসি আঞ্চলিক বিষয়ে এ অঞ্চলের জন্য 'ফ্ল্যাগশিপ কনসালটেটিভ ফোরাম' হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে। এ অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্র এবং প্রধান সামুদ্রিক অংশীদারদের একটি অভিন্ন প্ল্যাটফর্মে একত্রিত করার চেষ্টা করা হয় এ সম্মেলনে, যাতে সবার জন্য সুরক্ষা ও প্রবৃদ্ধির জন্য আঞ্চলিক সহযোগিতার সম্ভাবনাগুলো নিয়ে আলোচনা করা যায়।

বাংলাদেশে ষষ্ঠ ভারত মহাসাগর সম্মেলন এমন এক সময়ে অনুষ্ঠিত হলো, যখন সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে একটি 'ইন্দো-প্যাসিফিক আউটলুক' নির্ধারণ করেছে। আর সেই ইন্দো-প্যাসিফিক আউটলুকের লক্ষ্য হলো এ অঞ্চলে সম্পৃক্ততার জন্য যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা বিশ্ব ও ভারতের সঙ্গে দেশের সম্পর্ক বৃদ্ধি করা। একইসঙ্গে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা এবং অন্যান্য দেশের অভিন্ন সমস্যাগুলোর সমাধান করা। বাংলাদেশ মূলত ইন্দো-প্যাসিফিক অভিমুখিতার রূপরেখা তৈরি করে অন্যান্য উপকূলীয় দেশের জন্য একটি উদাহরণ স্থাপন করেছে।

গত কয়েক বছরে বিশ্ব নাটকীয়ভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। যখন ব্লকটি গঠিত হয়েছিল, তখন আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক রাজনৈতিক দৃশ্যপট তুলনামূলকভাবে শান্তিপূর্ণ ও সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। বর্তমানে বিশ্ব ধীরে ধীরে মেরুকরণ, ক্ষমতা, সম্পদ ও আধিপত্যের ইস্যুতে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। ভারত মহাসাগর বিভিন্ন কৌশলগত কারণে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। বহু বছর ধরে এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার রাষ্ট্রগুলোর জন্য একটি দুর্দান্ত সামুদ্রিক রুট ছিল এটি। পরবর্তীকালেও ভারত মহাসাগরকে সামুদ্রিক সংযোগ প্রকল্পের কেন্দ্র হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে। তবে এসব গুরুত্বের পাশাপাশি বেশকিছু সমস্যাও বিদ্যমান রয়েছে। ভারত মহাসাগর ও ভারতের মধ্য দিয়ে মাদক ব্যবসা, বঙ্গোপসাগরে জলদস্যুতা, অপহরণ, অবৈধ মাছ ধরা এবং মানব পাচার বাংলাদেশের জন্য বড় সমস্যা। রোহিঙ্গা সংকট এ পরিস্থিতিকে আরও খারাপ করেছে। এছাড়া জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয় তো আছেই। এ বাস্তবতায় বাংলাদেশকে আইওসি'র সদস্য রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক জোরদারের পাশাপাশি অবশ্যই দক্ষিণ এশিয়া, বঙ্গোপসাগর এবং ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলের ক্রমবর্ধমান কৌশলগত দিকগুলো অনুধাবন করতে হবে। বিশেষ করে বাংলাদেশের জন্য ত্রিমুখী ভারসাম্য বিবেচনায় চীন, ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের পরস্পরবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি ও কৌশল অনুধাবন করা গুরুত্বপূর্ণ।

রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন : প্রয়োজন সমন্বিত সহযোগিতা

॥ ব্রি. জে. (অব.) হাসান মো. শামসুদ্দীন ॥

বর্তমানে বাংলাদেশের আশ্রয়শিবিরগুলোতে সাড়ে ১২ লাখ নিবন্ধিত রোহিঙ্গা বসবাস করছে। দীর্ঘ ছয় বছর বাংলাদেশ এই বোঝা টেনে চলেছে, যা শেষ হওয়া জরুরি। এর আগে দুবার প্রত্যাবাসনের উদ্যোগ নেওয়া হলেও রোহিঙ্গাদের অনীহা ও রাখাইন রাজ্যের নিরাপত্তা পরিস্থিতির কারণে তা বাস্তবায়িত হয়নি। বৈশ্বিক সংকটের কারণে দাতা সংস্থা ও দেশগুলোতে ত্রাণ তহবিলে চাপ পড়ায় রোহিঙ্গাদের জন্য সাহায্যের পরিমাণ কমে এসেছে এবং তা আগামীতে আরও কমে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি করেছে। আন্তর্জাতিক সহায়তা কমে যাওয়ায় রোহিঙ্গাদের মধ্যে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। ত্রাণ সহায়তা কমে গেলে বাংলাদেশের একার পক্ষে এ বিপুলসংখ্যক রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে অনির্দিষ্টকালের জন্য খাদ্য ও আশ্রয় দেওয়া সম্ভব হবে না। রোহিঙ্গা ক্যাম্পের নিরাপত্তা পরিস্থিতিও দিন দিন খারাপ হচ্ছে এবং স্থানীয় জনগণের সঙ্গে রোহিঙ্গাদের সম্পর্কের অবনতি ঘটছে। রোহিঙ্গা ক্যাম্পগুলোতে সংঘটিত নানা ধরনের অপরাধ বাংলাদেশ ও আঞ্চলিক নিরাপত্তায় হুমকির সৃষ্টি করছে এবং ক্যাম্পের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ব্যয় বাড়ছে যা বাংলাদেশের অর্থনীতিতে চাপ ফেলছে। বাংলাদেশ সরকার বন্ধু রাষ্ট্র এবং দাতা সংস্থাগুলোর কাছে এ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আর্থিক সহায়তা চেয়েছে যা এখনো পাওয়া যায়নি।

সম্প্রতি রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে উদ্যোগী হয়ে মিয়ানমার ৮-৯ মার্চ সে দেশে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতসহ ৮ দেশের ১১ জন কূটনীতিককে মিয়ানমারের মংডু ও সিতওয়ে শহরে রোহিঙ্গাদের জন্য নির্মিত অন্তর্বর্তীকালীন ক্যাম্পসহ আশপাশের এলাকা সরেজমিন দেখাতে নিয়ে যায়। এরপর ১৫ মার্চ মিয়ানমারের ২২ সদস্যের প্রতিনিধি দল বাংলাদেশের কক্সবাজারে এসে ১৭৭টি পরিবারের ৪৮০ জন রোহিঙ্গার তথ্য যাচাই করে। ১৮ এপ্রিল কুনমিংয়ে চীনের মধ্যস্থতায় বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যে ত্রিপক্ষীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এবং এর অংশ হিসাবে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের তৃতীয় এ উদ্যোগ নেওয়া হয়। এ বৈঠকের পর মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যের পরিবেশ প্রত্যাবাসন উপযোগী কিনা তা দেখার জন্য ২০ জন রোহিঙ্গাসহ ২৭ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল গত ৫ মে সেখানে যায়। রোহিঙ্গা প্রতিনিধি দলের সদস্যদের মংডু শহরের আশপাশের ১৫টি গ্রাম, পুনর্বাসন কেন্দ্র, ট্রানজিট কেন্দ্রসহ নানা অবকাঠামো দেখানো হয়েছে। তাদের সঙ্গে যাওয়া শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার মোহাম্মদ মিজানুর রহমান জানান, তারা মংডু শহর ও গ্রামে গিয়ে সেখানকার রোহিঙ্গাদের সঙ্গে কথা বলেছেন, সেখানকার পরিবেশ অনেক ভালো। মংডু শহরে রোহিঙ্গারা অবাধে ঘুরছে ও কাজকর্মে ব্যস্ত রয়েছে। তিনি রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন নিয়ে আশাবাদী। রোহিঙ্গাদের আত্মবিশ্বাস বাড়াতে তাদের সরেজমিন পরিস্থিতি দেখাতে এ সফরের ব্যবস্থা করা হয়। এর ধারাবাহিকতায় রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের পাইলট প্রকল্প নিয়ে আলোচনা করতে মিয়ানমারের একটি প্রতিনিধি দল মে মাসে বাংলাদেশ সফরে আসবে। সেসময় প্রতিনিধি দলটি প্রত্যাবাসন নিয়ে আস্থা বাড়াতে কক্সবাজারে রোহিঙ্গাদের সঙ্গে আলোচনা করবে। সবকিছু ঠিকমতো চললে মে মাসে ১ হাজার ১৭৬ জন রোহিঙ্গার প্রথম দলটি নিয়ে প্রত্যাবাসন শুরু করতে চায় চীন ও মিয়ানমার। এ বছর আরও ৫ ধাপে প্রতিবারে ১ হাজার ২০০ জন করে ৬ হাজার রোহিঙ্গাকে ডিসেম্বরের মধ্যে রাখাইনে ফিরিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। এ পাইলট প্রকল্প নির্বিঘ্নে বাস্তবায়নের জন্য প্রত্যাবাসন ও অভ্যর্থনা কেন্দ্রগুলোতে আসিয়ান, ইউএনডিপি ও ইউএনএইচসিআরের প্রতিনিধিরা উপস্থিত থাকবেন বলে জানা যায়। বর্তমান প্রত্যাবাসন উদ্যোগ ও সম্ভাব্য ৬ হাজার রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন করা সম্ভব হলে পরবর্তী করণীয় ঠিক করতে ডিসেম্বরে আরেকটি বৈঠক হবে।

মিয়ানমারের সামরিক জান্তার ওপর আন্তর্জাতিক চাপ বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে চীন কয়েক মাস ধরে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন নিয়ে তৎপর হয়ে উঠেছে। ২০২২ সালের ডিসেম্বরে চীনের বিশেষ দূত দেং সি জুন মিয়ানমার সফর করেন। ৬ এপ্রিল তিনি ঢাকায় বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও পররাষ্ট্র সচিবের সঙ্গে দেখা করেন। বাংলাদেশে নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন জানান, চীন রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে প্রত্যাবাসন ত্বরান্বিত করতে বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যে 'অবিচলভাবে মধ্যস্থতা'র কাজ করছে এবং প্রত্যাবাসনই রোহিঙ্গা সমস্যার একমাত্র সমাধান। চীনের রাষ্ট্রদূত আশা করেন, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সমর্থন এবং বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের যৌথ প্রচেষ্টায় একটি টেকসই প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া শুরু হবে এবং তা হওয়া উচিত। পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন বলছেন, গত পাঁচ-ছয় মাসে মিয়ানমার পক্ষের ইতিবাচক মনোভাব দেখা যাচ্ছে, এ অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন দ্রুত হবে বলে আশা করা যায়। ৪ মে চীনা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক বিবৃতিতে বলা হয়, চীন বাংলাদেশের সঙ্গে মিয়ানমারের আরও বন্ধুত্বপূর্ণ ও সহযোগিতামূলক দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক চায়।

রাখাইনের পরিস্থিতি বুঝতে হলে রোহিঙ্গাদের এ প্রত্যাবাসনের উদ্যোগকে স্বাগত জানানো প্রয়োজন; নয়তো এ সংকট আরও দীর্ঘায়িত হবে, যা কারও কাম্য নয়। অনির্দিষ্টকাল বাংলাদেশে থেকে রোহিঙ্গাদের পক্ষে মিয়ানমারের সুযোগ-সুবিধা ও নাগরিকত্ব নিশ্চিত করা বাস্তবসম্মত হবে না, কারণ গত ছয় বছরে তা সম্ভব হয়নি। রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে ফিরে গিয়ে সেখানকার পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে এবং স্থানীয় জনগণের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সংস্থা ও জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে তাদের অধিকার আদায়ের প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। রাখাইনদের সঙ্গে মিলেমিশে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে যুগ যুগ ধরে বসবাস করতে হবে। তাই তাদেরকে সেভাবে প্রস্তুতি নিতে হবে। মংডুতে রোহিঙ্গাদের স্বাধীন ব্যবসা-বাণিজ্য এবং 'মডেল ভিলেজ' প্রতিষ্ঠার বিষয়ে কক্সবাজারের আশ্রয়শিবিরে থাকা রোহিঙ্গাদের সচেতন করা গেলে প্রত্যাবাসনে তাদের আগ্রহ বাড়বে বলে আশা করা যায়।

রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে ফেরার পর তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে জাতিসংঘ, আসিয়ান বা বাংলাদেশের বন্ধু কোনো রাষ্ট্রের উপস্থিতির প্রয়োজন হবে কিনা কিংবা তাদের ভূমিকা কী হবে সে বিষয়ে সুস্পষ্ট কিছু জানা যায়নি। আসিয়ান মিয়ানমারে মানবিক সহায়তা প্রদান অব্যাহত রাখার জন্য একটি মূল্যায়ন প্রক্রিয়া চূড়ান্ত করার কাজ করছে। এর মাধ্যমে কতজন মানুষের সাহায্যের প্রয়োজন, কোথায় এবং কী সাহায্যের প্রয়োজন তা অন্তর্ভুক্ত থাকবে। রোহিঙ্গারা মিয়ানমারে ফিরে গেলে তাদেরও এ উদ্যোগের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রোহিঙ্গা নেতাদের সঙ্গে নিয়ে রোহিঙ্গাদের এ প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া দরকার। এ পরিপ্রেক্ষিতে দাতাগোষ্ঠী ও রোহিঙ্গা স্বার্থরক্ষায় কর্মরত সংস্থাগুলো ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে এগিয়ে আসতে হবে। নিজেদের মধ্যে প্রয়োজনীয় সমন্বয়ের মাধ্যমে তারা এ কার্যক্রমে সহায়তা করতে সক্ষম।

বাংলাদেশ চলমান এ দীর্ঘমেয়াদি মানবিক সংকট উত্তরণে দায়িত্ববোধের পরিচয় দিয়েছে। সব দিক বিবেচনা করে পরিবারভিত্তিক এ প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া রোহিঙ্গাদের তাদের নিজ দেশে ফিরে যেতে আত্মবিশ্বাস জোগাবে এবং একটা আস্থার পরিবেশ সৃষ্টি হবে। এ চলমান উদ্যোগে জাতিসংঘ ও পশ্চিমা দেশগুলোকে সঙ্গে নেওয়া না হলেও জাপানের সঙ্গে মিয়ানমারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকায় জাপান প্রত্যাবাসন সংক্রান্ত এ মানবিক উদ্যোগে পশ্চিমা বিশ্বের মুখপাত্র হিসাবে সমন্বয়কের কাজ করতে পারে। রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন শুরু হওয়ার পর প্রথম দলের মিয়ানমারে অবস্থানকালীন কী সমস্যা হচ্ছে সেটা জেনে এ প্রক্রিয়া এগিয়ে নিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের বিষয়ে ধারণা পাওয়া যাবে।

আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে রাখাইনের জনগণের সঙ্গে রোহিঙ্গাদের সুসম্পর্ক স্থাপন ও সহাবস্থান নিশ্চিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার ব্যাপারে কাজ করতে হবে। ২০১৭ সালে মিয়ানমার সরকার, রাখাইনের জনগণ ও রাজনৈতিক দলগুলোর রোহিঙ্গাদের প্রতি যে কট্টর মনোভাব ও বিরূপ ধারণা ছিল, গত ছয় বছরে তা কিছুটা হলেও পরিবর্তিত হয়ে ইতিবাচক হয়েছে, যা 'আরাকান আর্মি' ও 'এনইউজি'র বক্তব্য থেকে জানা যায়। রাতারাতি এ মনোভাব পরিবর্তন সম্ভব নয়, তবে ইতিবাচক দিকে এটি চলমান থাকলে একদিন তা বদলে যাবেই।

ইউএনএইচসিআর রোহিঙ্গাদের আত্মনির্ভর হওয়ার জন্য প্রশিক্ষণ চলমান রাখবে বলে জানিয়েছে, যা তাদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি করে রখাইনের অর্থনীতিতে ভূমিকা রাখতে সহায়তা করবে। রাখাইনের আর্থিক ও সামাজিক পরিস্থিতির উন্নতি হলে সেখানে কর্মপরিবেশ সৃষ্টি হবে, অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য ফিরে এলে এ দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরাজমান বৈরী মনোভাব কমে যাবে। এ পরিবেশ দ্রুত সৃষ্টি করতে হলে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সহায়তা জরুরি। রোহিঙ্গারা মিয়ানমারে ফিরে গেলে দাতাগোষ্ঠী ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে প্রথমদিকে আরাকানে তাদের এ কর্মকাণ্ড চালিয়ে যেতে হবে। আশা করা যায়, মিয়ানমার সরকার ও আরাকানের রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে সেখানে মানবিক কার্যক্রম পরিচালনার বিষয়ে তারা তাদের চুক্তি নবায়ন করে কিংবা নতুন করে চুক্তি করে মানবিক সাহায্য প্রদান অব্যাহত রাখবে। বর্তমান পরিস্থিতিতে সবাইকে যার যার অবস্থানে থেকে এ প্রক্রিয়ায় কিভাবে সহায়তা করা যায়, সে বিষয়ে সর্বতোভাবে চেষ্টা করতে হবে।

পাইলট প্রকল্পটি যেভাবে শুরু হয়েছে, সেই পথ অনুসরণ করে এ প্রক্রিয়া যেন সফলতার মুখ দেখে এবং বাংলাদেশে অবস্থানরত ১.২ মিলিয়ন রোহিঙ্গা স্বেচ্ছায় তাদের নিজ বাসভূমে ফিরে যেতে পারে তার জন্য সব পক্ষকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে হবে। বৈশ্বিক এ সংকট বৈশ্বিকভাবে মোকাবিলা করা হোক এবং বাংলাদেশকে এ সংকট থেকে পরিত্রাণের জন্য সবার আন্তরিক সমর্থন প্রয়োজন।

লেখক: মিয়ানমার ও রোহিঙ্গা বিষয়ক গবেষক

নামাজের সময়-সূচী

মে	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১
ফজর	৪.০৯	৪.০৭	৪.০৬	৪.০৫	৪.০৩	৪.০২	৪.০১
সূর্যোদয়	৫.৩৯	৫.৩৮	৫.৩৭	৫.৩৬	৫.৩৫	৫.৩৪	৫.৩৪
জোহর	১২.৫৩	১২.৫৩	১২.৫৩	১২.৫৩	১২.৫৩	১২.৫৩	১২.৫৩
আসর	৫.৫৭	৫.৫৭	৫.৫৮	৫.৫৮	৫.৫৯	৫.৫৯	৬.০০
মাগরিব	৮.০৬	৮.০৭	৮.০৮	৮.০৯	৮.১০	৮.১১	৮.১২
এশা	৯.৩৭	৯.৩৮	৯.৩৯	৯.৪১	৯.৪২	৯.৪৩	৯.৪৫

বিশেষ ঘোষণা

নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকা সপ্তাহের প্রথম অর্থাৎ সোমবারের পত্রিকা। বিগত ২৫ বছর বাংলা পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশের পর ২৬ বছরে পা রেখেছে। বাংলা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ তার পাঠকদের প্রতি সপ্তাহেই নতুন নতুন খবর, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ফিচার প্রভৃতি উপহার দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই প্রকাশের ক্ষেত্রে যেকোন নতুন এবং মৌলিক লেখা সর্বাধিক গুরুত্বের দাবী রাখে। আমরা আমাদের লেখকদেরকে মৌলিক লেখা ইমেইলে (banglapatrikausa@gmail.com) পাঠানোর জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ রাখছি। যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় দিবসের লেখা ১৫দিন আগে ইমেইলে পাঠানোর জন্যও অনুরোধ রইলো।

বাংলা পত্রিকা প্রিন্ট ভার্সনের পাশাপাশি এখন ওয়েব সাইডেও পাওয়া যায়। আর পূর্ণ বাংলা পত্রিকা'র পিডিএফ ভার্সন পেতে আগ্রহীদেরকে তাদের ইমেইল নম্বর পাঠাতে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

- সম্পাদক।

কোথায় হারিয়ে গেল সোনালি সে দিন

॥ সালাহউদ্দিন বাবর ॥

একটি উদারনৈতিক রাষ্ট্রের শক্তি সামর্থ্যরে স্তম্ভ হচ্ছে সেখানকার শিক্ষিত ও বোধ মেধাসম্পন্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষ। এই মধ্যবিত্ত জনশক্তি হচ্ছে রাষ্ট্রের সব দিকে এগিয়ে যাওয়ার অন্যতম চালিকাশক্তি। রাষ্ট্রশক্তি সব শ্রেণীর মানুষের মধ্যে বৈষম্য নিরসনের জন্য কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষ জ্ঞান-গরিমা বুদ্ধিবৃত্তিক ব্যুৎপত্তির জন্য দ্রুত সমাজে তার নির্দিষ্ট স্থানটি অধিকার করে এবং সব রকম প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণ হয়ে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় সমাজের স্টিয়ারিংটা হাতের মুঠোয় নিতে সক্ষম হয়। তাদের অগ্রসর বোধ-ভাবনা দিয়ে সমাজ ও রাষ্ট্রকে সমৃদ্ধির পথনির্দেশ দিতে সক্ষম হয়। স্বাধীনতার প্রায় এক দশক পর থেকেই এই মধ্যবিত্ত সমাজ অব্যাহতভাবে এগিয়ে আসতে থাকে। তবে শুধু সংখ্যায় নয় তাদের জ্ঞানের রাজ্যেও তারা আরো সমৃদ্ধ হতে থাকে। এই দুইয়ে এগিয়ে যাওয়ার পিছনে অনেক কারণ তো ছিলই। কিন্তু তার অন্যতম কারণ ছিল- সে সময় তাদের এগিয়ে আসার জন্য সম্মুখে ছিল একটা আশাবাদ, আরো ছিল উন্নত সমাজ বিনির্মাণে তাদের তথা মধ্যবিত্তের প্রয়োজন সমাজ রাষ্ট্র গভীরভাবে অনুভব করত এবং তাদের ভূমিকার মূল্যায়ন ও স্বীকৃতি দিতো। সে সুবাদেই এই শ্রেণীর মানুষের, সমাজ রাষ্ট্রের প্রতি অঙ্গীকার-প্রতিশ্রুতি অনেক বেড়ে গিয়েছিল। রাজনীতিতে বুদ্ধিবৃত্তিক নেতৃত্বও এগিয়েছিল মধ্যবিত্ত সমাজ। এই শ্রেণীর জন্যই বড় একটা ভোক্তা শ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছিল যা কি না অর্থনীতির চাকা সম্মুখের দিকে ছুটতে শুরু করার নিয়ামক ছিল।

কিন্তু গত প্রায় দেড় দশকে সমাজ রাষ্ট্রে অব্যবস্থা, অনিয়ম দূরাচারীদের উৎপাত দৌরাত্ম্য এবং কোভিড-১৯ পরবর্তীতে দেশে যে ভয়াবহ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল সে কারণে মানুষের আশা-ভরসার সব স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে আঁধারে মিলিয়ে যায়। সে পরিস্থিতি তথা মানুষের আর্থিক দুর্যোগ দুর্বিপাক মোকাবেলা করার কোনো পদক্ষেপ কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করতে পারেনি। তার জের টেনে চলছে সমাজ থেকে বিলীয়মান মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তের অসংখ্য মানুষ। তার একটা দালিলিক প্রমাণ সম্প্রতি এক গবেষণা নিবন্ধে সবিস্তার প্রকাশ পেয়েছে। সেখানে দেখানো হয়েছে, মানুষের আয় রোজগার নিত্যদিন কমছে অথচ সব ভোগ্যপণ্যের মূল্যস্ফীতিজনিত কারণে লাখো মানুষ তাদের একান্ত প্রয়োজনীয় খাদ্যসহ নানান ভোগ্যপণ্য সংসারের তালিকা থেকে বাদ দিতে বা কৃচ্ছ্রতা অলম্বন করতে বাধ্য হচ্ছে। এমনকি একবেলা খেলে আরেক বেলার খাবার মতো কিছুই থাকছে না তাদের। এই মুহূর্তে এর প্রতিক্রিয়া আমরা খুব অনুভব করছি না বটে। কিন্তু বেলা শেষে দেখা যাবে দেশের হাজার হাজার মানুষ পুষ্টিহীনতায় ভুগতে ভুগতে অসংখ্য মানুষের দেহে হাজারো রোগ শোক বাসা বাঁধবে। আমরা একটা অসুস্থ নির্বীর্য জাতিতে পরিণত হবো। এ থেকে ফেরানোর কোনো দায় বর্তমান কর্তৃপক্ষ অনুভব করছে না। সেই গবেষণায় আরো রয়েছে যে, মানুষ তাদের চিকিৎসাব্যয়ও ব্যাপকভাবে কমিয়ে দিয়েছে।

উপরের কথাগুলো অবশ্য মুদ্রার একটা পিঠ। মুদ্রার অপর পিঠে ঘটছে এলাহি কান্ড। দেশের অধিকাংশ জনগোষ্ঠী ক্রমান্বয়ে দ্রুত নিচের দিকে নামছে ঠিকই- কিন্তু সংখ্যালঘিষ্ঠ বিত্তবানদের বিলাসী জীবন আরো ভোগ সম্ভারে ভরে উঠছে। জানা গেছে, দেশের দুটো বড় শহরে উচ্চবিত্তের মানুষ নিয়তই তাদের গাড়ির মডেল পরিবর্তন করছে।

প্রতি মাসে সেই দুই শহরের বিত্তবানরা তাদের পুরনো মডেলের গাড়ি পাল্টে একেবারে হালফ্যাশনের গাড়ি রাস্তায় নামাচ্ছেন। এভাবে দু'শরও বেশি গাড়ি প্রতি ৩০ দিন অন্তর অন্তর রাস্তায় নামছে ঠিক সেই সময়, যখন দেশের মানুষ চরম কৃচ্ছ্রতার মধ্য দিয়ে দিনযাপন করছে। অপর দিকে ধনীর দুলালরা অভিজাত সব হোটেল-রেস্তোরাঁয় খাদ্যবিলাসে মত্ত। আমাদের দেশের যে সর্বোচ্চ আইনগ্রন্থ তথা সংবিধান সেটি কিন্তু এমন বৈষম্যের ঘোর প্রতিপক্ষ। কিন্তু এখন কোথায় কোন নির্দেশনা রয়েছে তার হদিস করার কারো কোনো সময় নেই। সবাই যেন কেবল তাদের আখের গোছানোর চিন্তায়। এভাবেই যদি সব কিছু চলতে থাকে তবে শত বছরেও এ দেশের চেহারা পরিবর্তনের আশা করার কোনো কারণ নেই। এই জাতির স্থপতির সব সাধ মরীচিকা হয়ে থাকবে। অথচ দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির সাথে তাল রেখে অতীতে যেভাবে বাড়ছিল সকল শ্রেণীর মানুষের স্বপ্ন পূরণ সেই সাথে মধ্যবিত্তের সংখ্যাও স্ফীত হচ্ছিল। একই সাথে উচ্চ নিম্নবিত্তের বহু মানুষ অনুকূল পরিবেশ-পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে উপরে উঠে এসে মধ্যবিত্ত সমাজের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে থাকে। এ সময় ন্যায় প্রতিষ্ঠায় বঞ্চিত, দরিদ্র ও মেহনতি মানুষের পক্ষে অত্যন্ত শক্ত অবস্থান ছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর। রাজ-নীতিতে ও বুদ্ধিবৃত্তিক নেতৃত্বেও এগিয়েছিল মধ্যবিত্তরা। কিন্তু উপরে যে দুটো কারণের কথা বলা হয়েছে সেসব কারণে, বর্তমান সময়ে মধ্যবিত্তের বিকাশ এখন কোথায়! বিজ্ঞ অর্থনীতিবিদরা মনে

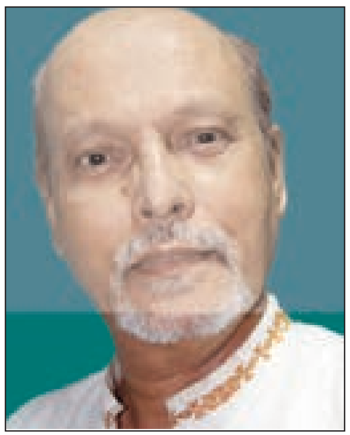

করেন, বিগত ২০ বছরে দেশে দারিদ্র্যের হার দ্রুত কমতে শুরু করেছিল। ফলে মধ্যবিত্তের সংখ্যা বেড়েছে। এখন কিন্তু সেই ক্রম-বিকাশ আর নেই। বরং এখন চরম অর্থনৈতিক মন্দা, রাজনীতির ক্ষেত্রে ব্যাপক ছন্দপতনের কারণে মধ্যবিত্তের সংখ্যা উপর্যুপরি হ্রাস পেতে চলেছে। উল্লিখিত কারণে মধ্যবিত্তের আকার ছোট হয়ে পড়ায় রাজনীতিতে তথা গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় তাদের সুদৃঢ় অবস্থান থাকছে না। সেখানে বুদ্ধিবৃত্তির লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘটছে, তথা বুদ্ধির ক্ষেত্রে ব্যাপক ছন্দপতন ঘটেছে। সেসব মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মেধাবী সদস্যদের অনেকে দেশান্তরি হয়েছে অথবা বাইরে চলে যাওয়ার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে। এমন যে ধারা এখন চলছে, তার পরিণতি মারাত্মক হতে বাধ্য। দেশে কেউই এখন আর আশাবাদ তৈরি করতে পারছে না। বাস্তবতা এই যে, সেটা তৈরি করার জন্য আমাদের দেশের ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক নেতৃত্ব প্রয়োজনীয় ভূমিকা রাখতে কতটা আন্তরিক তা প্রশ্নসাপেক্ষ। অথচ এভাবে যদি মেধা পাচার অব্যাহত থাকে তবে নিকট ভবিষ্যতে দেশ একটা মেধাশূন্য বিরান জনপদে পরিণত হবে। অথচ কর্তৃপক্ষের কাছে এটা পরিষ্কার, আজকের বিশ্বে উত্তর উত্তর এগিয়ে যাওয়ার যে যুদ্ধ ইতোমধ্যে শুরু হয়ে গেছে, সে যুদ্ধের প্রধান সেনা সামন্তরা হচ্ছেন মেধাসমৃদ্ধ সব মধ্যবিত্ত মানুষের দল। এখন অবশ্য সেসব মানুষকে এ জনপদে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। তাহলে যে যুদ্ধের কথা স্মরণ করেছি, সেখানে জাতিকে বিনা যুদ্ধেই আত্মসমর্পণ করতে হবে। বিনা যুদ্ধে আত্মসমর্পণ করা কতটা গ্লানিকর, সেটি বোঝার সামান্য জ্ঞানটুকু সবারই থাকার কথা। সেটা কী এখন দেখা যাচ্ছে! মহাসমরে বুদ্ধিবৃত্তিক নেতৃত্ব দিতে সক্ষম সেই মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে কী দেশে খুঁজে পাওয়া যাবে আর।

প্রতি মাসে সেই দুই শহরের বিত্তবানরা তাদের পুরনো মডেলের গাড়ি পাল্টে একেবারে হালফ্যাশনের গাড়ি রাস্তায় নামাচ্ছেন। এভাবে দু'শরও বেশি গাড়ি প্রতি ৩০ দিন অন্তর অন্তর রাস্তায় নামছে ঠিক সেই সময়, যখন দেশের মানুষ চরম কৃচ্ছ্রতার মধ্য দিয়ে দিনযাপন করছে। অপর দিকে ধনীর দুলালরা অভিজাত সব হোটেল-রেস্তোরাঁয় খাদ্যবিলাসে মত্ত। আমাদের দেশের যে সর্বোচ্চ আইনগ্রন্থ তথা সংবিধান সেটি কিন্তু এমন বৈষম্যের ঘোর প্রতিপক্ষ। কিন্তু এখন কোথায় কোন নির্দেশনা রয়েছে তার হদিস করার কারো কোনো সময় নেই। সবাই যেন কেবল তাদের আখের গোছানোর চিন্তায়।

এর আগে মধ্যবিত্তের ক্রমবিকাশের যে ধারণার কথা বলা হয়েছে তার ভিত্তিতে মনে করা হচ্ছিল ২০৩০ সালের মধ্যে বাংলাদেশে মধ্যবিত্তের সংখ্যার দিক থেকে অনেক দূর এগিয়ে গিয়ে এই জনপদ মধ্যবিত্তের বিকাশমান তালিকায় বিশ্বে ১১তম স্থানে পৌঁছে যাবে। অথচ ২০০০ সালের দিকে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ২৮তম স্থানে। এখন গবেষণা পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে বাংলাদেশ ইতোমধ্যে বহু নিচে নেমে গেছে। অথচ স্বপ্ন দেখা হচ্ছিল, আগামী দশকে বাংলাদেশের জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশের বেশি মানুষ হবে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আওতাভুক্ত। ইন্দোনেশিয়া, মিসর, ভিয়েতনাম, মেক্সিকোসহ অন্যান্য দেশে অসংখ্য মানুষ আগামীতে মধ্যবিত্তে যুক্ত হবে।

কিন্তু দুঃখ আমরাই শুধু পিছিয়ে গেলাম। এর অন্যতম কারণ আমাদের ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের দূরদৃষ্টির অভাব, যথাসময়ে যথাযথ কাজটি করতে দক্ষতা সক্ষমতা পারঙ্গমতা দেখানোর ব্যাপারে আমরা অক্ষম হয়েছি। তাছাড়া আমরা ক্ষমতার রাজনীতিতেই যেন বিকারগ্রস্ত, অন্য কিছু ভাবার কোনো অবকাশ আর নেই। প্রশ্ন জাগে, আমাদের সোনালি সেই দিনগুলো আজ কোথায় হারিয়ে গেল।

এখানে একটা কথা খুবই জরুরি, প্রতিটি রাষ্ট্রই উল্লিখিত বোধ বিবেচনার আলোকে মধ্যবিত্তের সংখ্যা বৃদ্ধি ও তাদের বর্তমান অবস্থান দৃঢ় করার সব প্রচেষ্টাই জারি রেখেছে। মূল্যায়ন করে দেখা গেছে। এগিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে না উচ্চবিত্তের কোনো অবদান রয়েছে না অন্য কারো আছে। সেজন্য একটা উদারনৈতিক রাষ্ট্র সবক্ষেত্রে মধ্যবিত্তকে একটি শক্ত স্তম্ভ হিসেবে ধরে সব ধরনের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য সেই বিত্তের মানুষকে সবার সম্মুখে নিয়ে চলছে। আমরা এ নিয়ে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছা তো দূরের কথা এসব বিবেচনা আমাদের এখনো ধরা ছোঁয়ার বাইরেই রয়েছে। একটি সরকার আমলে সব কিছুই মূল্যায়ন করতে বাধ্য হয়, যখন তাকে জবাবদিহির আওতায় থাকতে হয়। একটি উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় এসব কিছুরই মূল্যায়ন ও অনুশীলন করতে হয়। কিন্তু সে সমাজ রাষ্ট্র এমন সব কিছুর বাইরে অবস্থান করে থাকে। তাকে আর তখন উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে আখ্যায়িত করা সম্ভব নয়। সেসব রাষ্ট্র তখন কর্তৃত্ববাদী ধারণার সাথে একীভূত হয়ে যায়। আমাদের রাষ্ট্রব্যবস্থায় যে শৈলী এখন অনুসৃত হচ্ছে এই দুইয়ে কোনোটার মধ্যেই আমাদের ফেলা সম্ভব নয়। বলতে হয় বর্ণহারা এক দেশ। অনেকে এটাকে সুবিধাবাদী ব্যবস্থা হিসাবে ধরে নিতে পারেন বা দু'নৌকায় রাখার সাথেও তুলনা করতে পারেন এসব রাষ্ট্রের কিন্তু বিপদ হলে কেউ তাদের কাছে এসে দাঁড়াতে শতবার ভাববে। সব 'বন্ধু'রাষ্ট্রই বুঝতে চাইবে প্রকৃতপক্ষে সে কতটা আমার বন্ধু আর কতটা তার প্রতিপক্ষের ঘনিষ্ঠ। এমন আচরণ শুধু পরাশক্তি করতে পারে। যাদের কারো ধার ধারতে হয় না। আমাদের ক্ষণে ক্ষণে আইএমএফ, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, বিশ্ব ব্যাংক বা যুক্তরাষ্ট্রের পেছনে পেছনে ছুটতে হয় ঋণ পাওয়া বা অনুদানের জন্য।

এমপিরা ‘গালমন্দ’ শুনছেন কেন?

॥ সাইফুর রহমান তপন ॥

সংসদীয় এলাকার রাস্তাঘাট বেহালের কারণে ভোটারদের গালমন্দ শুনতে হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন কয়েকজন সংসদ সদস্য। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটির বৈঠকে খুলনার সংসদ সদস্য আব্দুস সালাম মুর্শেদী, রংপুরের সংসদ সদস্য মসিউর রহমান রাঙ্গা ও বরিশালের সংসদ সদস্য অধ্যক্ষ শাহে আলম এ অভিযোগ করেন। তাঁরা নাকি এমনও বলেছেন, গ্রামীণ ভাঙা রাস্তা মেরামতের কাজ কোনোভাবেই সংসদ সদস্যদের নয়। এটা দেখভালের পুরো এবং একক দায়িত্ব স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের (এলজিইডি); অথচ জনপ্রতিনিধি হওয়ায় ভাঙা রাস্তার জন্য তাঁদেরই জবাবদিহি করতে হচ্ছে। তাঁদের কেউ কেউ নাকি এজন্য এলাকায় যেতেও বিব্রতবোধ করছেন। (সমকাল, ৮ মে ২০২৩)।

সংবাদটা বেশ কৌতূহল উদ্দীপক। অভিযোগকারী তিন সংসদ সদস্যের দু’জন সরাসরি শাসক দলভুক্ত; অন্যজন কাগজে-কলমে বিরোধীদলীয় হুইপ হলেও সরকারের আশীর্বাদধন্য। অন্যদিকে দেশে বর্তমানে যে রাজনৈতিক-সামাজিক বাস্তবতা, তাতে সংসদ সদস্যদের সংশ্লিষ্ট এলাকার মানুষ অত্যন্ত সমীহের দৃষ্টিতে দেখে। কেউ কেউ এই এমপিদের এলাকার ‘জমিদার’ বলেও ডাকে; তাঁদের অজ্ঞাতসারে এলাকায় একটা গাছের পাতাও নাকি নড়ে না। সংশ্লিষ্ট থানা প্রায় সব ক্ষেত্রে তাঁদের সহযোগী হলেও নাকি চলে না; তাই অনেকে নিজস্ব ঠ্যাঙাড়ে বাহিনী গড়ে তোলেন। এর মাধ্যমে শুধু বিরোধী দল নয়, নিজ দলের ভিন্নমতাবলম্বীদেরও শায়েস্তা করেন। এমন এমপিদের গালমন্দ করার বুকের পাটা আসলে কার?

আসলে ভাঙা রাস্তার কারণে এলাকায় যেতে এমপিদের বিব্রতবোধ করার খবর শুনে কেউ যদি মনে করেন, এমপিরা নিজেদের তৈরি ফাঁদে নিজেরা পড়েছেন, তাহলেও হয়তো ভুল হবে না। আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রবক্তাদের মতে, রাষ্ট্রের মসৃণ অগ্রগতি নিশ্চিত করতে হলে রাষ্ট্রের তিনটি অঙ্গ–আইনসভা বা সংসদ, নির্বাহী বিভাগ ও বিচার বিভাগের মধ্যে রাষ্ট্রক্ষমতা ভারসাম্যমূলকভাবে ভাগ করে দিতে হয়। এই নীতি অনুসারে, সংসদের কাজ হলো আইন প্রণয়নের পাশাপাশি নির্বাহী বিভাগের জবাবদিহি নিশ্চিত করা, নির্বাহী বিভাগের কাজ আইন অনুযায়ী সরকার পরিচালনা করে এবং বিচার বিভাগের কাজ সংবিধানের অভিভাবক হিসেবে এর বিধানগুলো ব্যাখ্যা নিশ্চিত করা। এতে স্পষ্ট, সংসদ সদস্যদের মূল কাজ হলো, সংবিধানের নির্দেশনা মেনে আইন প্রণয়ন করা এবং জনগণের স্বার্থের জায়গা থেকে সরকারকে জবাবদিহির মধ্যে রাখা। এমপি সাহেবরা যদি সংবিধানে বর্ণিত তাঁদের কর্মক্ষেত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতেন, তাহলে কোনো উন্নয়নমূলক কাজের ব্যর্থতা বা গাফিলতি নিয়ে তাঁদের কেউ দায়ী করার সুযোগই পেত না। কিন্তু আমাদের এমপি সাহেবরা তাতে রাজি নন। তাঁরা রীতিমতো আইন প্রণয়নের মাধ্যমে বিশেষত উপজেলা পর্যায়ে সব ধরনের উন্নয়নের ভার নিজের হাতে নিয়েছেন।

> **সংবাদটা বেশ কৌতূহল উদ্দীপক। অভিযোগকারী তিন সংসদ সদস্যের দু’জন সরাসরি শাসক দলভুক্ত; অন্যজন কাগজে-কলমে বিরোধীদলীয় হুইপ হলেও সরকারের আশীর্বাদধন্য। অন্যদিকে দেশে বর্তমানে যে রাজনৈতিক-সামাজিক বাস্তবতা, তাতে সংসদ সদস্যদের সংশ্লিষ্ট এলাকার মানুষ অত্যন্ত সমীহের দৃষ্টিতে দেখে। কেউ কেউ এই এমপিদের এলাকার ‘জমিদার’ বলেও ডাকে; তাঁদের অজ্ঞাতসারে এলাকায় একটা গাছের পাতাও নাকি নড়ে না।**

উল্লেখ্য, ২০০৯ সালে জাতীয় সংসদে যে উপজেলা পরিষদ আইন পাস হয়, তার ২৫(১) ধারায় বলা আছে–‘গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৬৫-এর অধীন একক আঞ্চলিক এলাকা হইতে নির্বাচিত সংশ্লিষ্ট সংসদ সদস্য পরিষদের উপদেষ্টা হইবেন এবং পরিষদ উপদেষ্টার পরামর্শ গ্রহণ করিবে।’ ২৫ (২) ধারায় বলা আছে–‘সরকারের সহিত কোন বিষয়ে পরিষদের যোগাযোগের ক্ষেত্রে পরিষদকে উক্ত বিষয়টি সংশ্লিষ্ট এলাকার সংসদ সদস্যকে অবহিত রাখিতে হইবে।’ তা ছাড়া আইনটির ৪২(৩) ধারা পরিষদকে ‘সংসদ সদস্যের সুপারিশ গ্রহণপূর্বক’ প্রতিটি উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুলিপি সরকারের কাছে পাঠাতে বলেছে। এ ধারাগুলোর ফল দাঁড়িয়েছে এই যে, উপজেলা পরিষদ পরিচালনার এবং পরিষদের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের কর্তৃত্ব এখন মূলত সংসদ সদস্যদের হাতে। অথচ সংবিধানের ৫৯ অনুচ্ছেদে ‘জনসাধারণের কার্য (পাবলিক সার্ভিস) এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন’ স্থানীয় সরকারের দায়িত্ব বলা হয়েছে।

আরও উল্লেখ্য, ২০০৯ সালের আইনে উপজেলা পরিষদের মাথার ওপর স্থানীয় সংসদ সদস্যকে চাপিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে উপজেলা চেয়ারম্যানদের পাশাপাশি সচেতন নাগরিকরা প্রবল প্রতিবাদ জানান। ১৯৯২ কুদরত-ই-ইলাহী বনাম বাংলাদেশ মামলায় সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ সর্বসম্মত রায়ে বলেন, ‘অনুচ্ছেদ ৫৯ ও ৬০ উপেক্ষা করে সংসদ স্থানীয় সরকার বিষয়ে কোনো আইন পাস করতে পারে না।’ অর্থাৎ জনমত তো বটেই, সংবিধানেরও তোয়াক্কা না করে এমপি সাহেবরা উপজেলার সব ধরনের উন্নয়ন কাজ দেখভালের দায়িত্ব নিজেদের হাতে নিয়ে নেন।

মনে আছে, ২০০৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে সংসদের এক দৃষ্টি আকর্ষণীয় নোটিশের জবাব দিতে গিয়ে তৎকালীন স্থানীয় সরকারমন্ত্রী সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম বেশ জোরগলায় বলেছিলেন, উপজেলা পরিষদের ওপর সংসদ সদস্যদের ‘কর্তৃত্ব’ ফিরিয়ে আনা হবে। তিনি যখন এর সপক্ষে যুক্তি দিচ্ছিলেন–সারাবিশ্বেই উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে সংসদ সদস্যরা ভূমিকা রাখেন–-তখন সংসদ সদস্যরা টেবিল চাপড়ে ব্যাপক উল্লাস প্রকাশ করছিলেন (দ্য ডেইলি স্টার, ১৮ ফেব্রুয়ারী, ২০০৯)।

বাস্তবেও দেখেছি, অন্তত যেসব উপজেলায় শাসকদলীয় সংসদ সদস্য আছেন, সেখানকার যে কোনো নির্মাণকাজ তো বটেই, জলমহাল, বালুমহাল, হাটবাজার এমনকি খেয়াঘাট পর্যন্ত সংসদ সদস্য নিজের অনুসারীদের মধ্যে ভাগ করে দেন। এ নিয়ে বহু উপজেলায় সংসদ সদস্যের সঙ্গে উপজেলা চেয়ারম্যানের সংঘাত-সংঘর্ষও ঘটে। শুধু তাই নয়, উপজেলায় তাঁদের কর্তৃত্ব নিরঙ্কুশ করার উদ্দেশ্যে চেয়ারম্যানসহ অন্যান্য পদে নিজের লোকদের বসাতে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে সংসদ সদস্যদের জোর তদবির করতেও দেখা যায়। মূলত এসবের ফল হিসাবেই উপজেলা পর্যায়ে সংসদ সদস্যদের জমিদার বনে যেতে দেখা যায়।

এখন উপজেলার কর্তৃত্ব আইন করে নিজেদের হস্তগত করার ১৪ বছর পর এসে সংসদ সদস্যরা যদি বলেন, এলাকার রাস্তাঘাটে জীর্ণ দশা নিয়ে তাঁদের কোনো দায় নেই, তা আমজনতা মানবে কেন?

ইংরেজ ঐতিহাসিক লর্ড অ্যাকটনের একটা বহুল উদ্ধৃত উক্তি আছে–ক্ষমতা দুর্নীতির জন্ম দেয়, নিরঙ্কুশ ক্ষমতা সে দুর্নীতিকেও নিরঙ্কুশ করে তোলে। উপজেলায় সংসদ সদস্যদের নিরঙ্কুশ কর্তৃত্বও এর বাইরে থাকতে পারে না। এর অনিবার্য ফলস্বরূপ ইদানীং এমপি পদপ্রত্যাশীর ভিড় যেমন বাড়ছে, তেমনি এলাকায় নিজস্ব বলয় সৃষ্টির লক্ষ্যে ওই হবু এমপিরা উপজেলা পরিষদকে পাশ কাটিয়ে মন্ত্রণালয় থেকে প্রভাব খাটিয়ে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প পাস করিয়ে নিচ্ছেন। অনেক ক্ষেত্রে আবার উভয়পক্ষের বিরোধের মধ্যে পড়ে গোটা উন্নয়ন প্রকল্পটিই ঝুলে যাচ্ছে। সম্ভবত এ কারণেই আলোচ্য সভায় একজন সংসদ সদস্য গ্রামীণ রাস্তার কাজ শুরুর আগে তাঁদের অবহিত করার পাশাপাশি তাঁদের দ্বারা উদ্বোধন করার প্রস্তাব করেছেন।

অস্বীকার করা যাবে না, সংসদ সদস্যদের মূল যে কাজ–আইন প্রণয়ন–তা কিন্তু এখন ঠিকমতো হচ্ছে না। প্রায় সব আইনের মুসাবিদা করেন আমলারা, তা যথাযথভাবে যাচাই-বাছাই করার সময়ও নেই স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্ব দখলে মনোযোগী সংসদ সদস্যদের। যার কর্ম তারে সাজে, অন্য লোকের লাঠি বাজে–বাংলায় এ প্রবাদ তো আর এমনি এমনি তৈরি হয়নি।

লেখক: সহকারী সম্পাদক, সমকাল

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW
ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ।
ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স
বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ
ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল’ইয়ার
MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK
347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372

ম্যানহাটনে বাংলাদেশী এটর্নী

● ইমিগ্রেশন ● রিয়েল এস্টেট
● এক্সিডেন্ট ● ল্যান্ডলর্ড-টেনেন্ট
● ব্যাংক্রাপসি ● ডিভোর্স সহ বিভিন্ন
সমস্যার আইনগত সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন।
মোহাম্মদ এ. আজিজ Esq
এটর্নী এট ল’
For Appointment: (917)-434-3338
Tel: 212-695-0055, Fax: 212-695-0056, Email: azizbbu@yahoo.com
421 7th Avenue, Suite# 905, New York, NY 10001

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল’ গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেণী), বিসিএল (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্কের বিভিন্ন ল’ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এট ল’
আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় ন্যুনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।
অন্যথায় ১ মিলিয়ন বা ন্যূনতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।
বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।
দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার ব L1 ভিসার সুবিধা নিতে পারেন এবং দু’বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।
আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?
* আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্র্যাকটিস, ডিভোর্স, পারিবারিক রিপ্যাট্রিয়েশনসহ সকল ধরনের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম-শনিবার)।
* আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারবেন।
* আপনার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।
Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.
Queens Main Office: Queens Office: 143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435
Tel: (212) 714-3599, (718) 408-3282. Fax: (718) 408-3283, Email: ashok@ashoklaw.com, Web: www.ashoklaw.com
Tel: (718) 662-0100, Fax: (347) 305-8383, Email: info.klpllc@gmail.com, Web: www.k-lpllc.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates Ltd.
Dream Apartment, Apt.C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

রিজার্ভসহ অর্থপাড়ায় নজরদারি জরুরি

॥ রিন্টু আনোয়ার ॥

ব্যাংক, বীমা বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে সাধারণ মানুষের সেবার আকাঙ্ক্ষা এখন একেবারেই সীমিত। এরপরও হয়রানির শেষ নেই। এরই মধ্যে এ জগতে ভেতরে ভেতরে হয়রানি-ঠকবাজির কিছু কান্ড ঘটেছে যা সরকারের শীর্ষ মহলকেও নাড়া দিয়েছে। পরিস্থিতির অনিবার্যতায় কেউ হয়রানির শিকার হলে প্রতিকারের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের ‘হটলাইন’ নম্বর ১৬২৩৬-এ ফোন করে অভিযোগ জানাতে বলা হয়েছে। পরিপত্র জারি করে ‘স্মার্ট বাংলাদেশ’ গঠনের কথা উল্লেখ করে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের নিজস্ব হটলাইন নম্বর ও বাংলাদেশ ব্যাংকের হটলাইন নম্বরটি দৃশ্যমান স্থানে প্রদর্শনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু সাধারণ মানুষের এ নিয়ে কোনো গরজ নেই। কারণ জনতার অন্তহীন ব্যস্ততা এখন দ্রব্যমূল্য, রুজি-রোজি, অসুখ-বিসুখ মোকাবেলা করা নিয়ে। আর আগামী দিনগুলোতে কোনোমতে বেঁচে থাকা তাদের আরেক ভাবনা। তাদের মাথাপিছু আয়, আয়ু, ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি, রাষ্ট্রের রিজার্ভ-প্রবৃদ্ধির মতো বিষয়ের গুরুতর গণিত কষে সরকার। বেশির ভাগ জনগণ এ অঙ্কের ফল জানে সরকারের ঘোষণা বা গণমাধ্যমের কাছ থেকে। তারা সরকারের দেয়া হিসাব কোনো সময় মানে, নইলে মানে না। এসব বিষয়ে হ্যাঁ-না বা মাথা নানা দিকে নাড়ানো পর্যন্তই সীমানা বেশির ভাগ জনতার।

এ ছাড়া অর্থনীতির এসব অঙ্ক বেশির ভাগ জনগণের কাছে বড্ড দুর্বোধ্য। নতুন করে এসব অঙ্ক বোঝা বা শেখার সময়ই বা কই? বিশেষ করে রিজার্ভের হিসাবের প্রতি তাদের অনেকের গরজও নেই। তারওপর গণমাধ্যমে প্রচারিত রিজার্ভের বি-পরীতমুখী হিসাব-নিকাশ মানুষকে আরো বিগড়ে দেয়। দেশ রিজার্ভে টন টন, উপচেপড়ছে ধরনের সংবাদ তারা দেখে। আবার কাছাকাছি সময়ে রিজার্ভের অবস্থা বড় করুণ ধরনের সংবাদও তারা দেখে। রিজার্ভের অঙ্কের হিসাব কম বোঝে বলে তখন তারা এসব হিসাবের দিকে চোখ ফেলে না। সত্য-মিথ্যা তো আরো পরের ব্যাপার।

দেশে মাত্র ক'দিন আগে ৭-৮ মের দিকের হিসাব ছিল, রিজার্ভ কমে ৩০ বিলিয়ন ডলারের নিচে দুই হাজার ৯৮৩ কোটি ডলারে চলে গেছে। এর কারণ ডলার সঙ্কট ও মন্দা। এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়নে (আকু) মার্চ-এপ্রিল সময়ে আমদানি বাবদ ১১৮ কোটি ডলার পরিশোধের পর গত সোমবার ৮ মে রিজার্ভ কমে দুই হাজার ৯৮৩ কোটি ডলারে ঠেকেছে। অর্থাৎ সামনে অবস্থা বড় নিদারুণ। দিন দুয়েকের মধ্যেই খবরের আপডেটে জানানো হয়, বাংলাদেশের রিজার্ভ আবার ৩০ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গেছে। কী এমন ম্যাজিক বা কুদরত? বাংলাদেশ ব্যাংক এর ব্যাখ্যায় বলেছে, আকুর বিল পরিশোধের পর রিজার্ভ ৩০ বিলিয়ন ডলারের নিচে নেমে গেলেও বিদেশ থেকে ডলার আসায় রিজার্ভ আবার ৩০ বিলিয়ন ছাড়িয়েছে। তার ওপর যোগ হয়েছে কিছু ঋণ ও অনুদানের অর্থ।

একদিকে কঠিন অঙ্ক, আরেক দিকে কড়া তথ্য। মাথা না ঘুরে কি উপায় আছে? ২০২০ সাল থেকে বৈশ্বিক মহামারী করোনার ধাক্কায় বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ হু হু করে বাড়তে থাকে। বিমান চলাচল বন্ধ থাকায় ওই সময় সব প্রবাসী আয় বৈধ পথে তথা ব্যাংকিং চ্যানেলে দেশে আসে। আবার আমদানিও কমে যায়। ফলে ২০২১ সালের আগস্টে রিজার্ভ বেড়ে প্রথমবারের মতো চার হাজার ৮০০ কোটি ডলার ছাড়িয়ে যায়। এরপর রুশ-ইউক্রেন যুদ্ধ। বিশ্ববাজারে জ্বালানিসহ খাদ্যপণ্যের দাম বৃদ্ধি। বেড়ে যায় আমদানি খরচ। কিন্তু সেই তুলনায় প্রবাসী ও রফতানি আয় বাড়েনি। পরিস্থিতি সামলাতে বাংলাদেশ ব্যাংককে প্রতিনিয়ত আমদানি দায় মেটাতে রিজার্ভ থেকে ডলার বিক্রি করতে হয়। এতে রিজার্ভে টান কেবল পড়তেই থাকে।

এমন সরল বর্ণনা বোধগম্য। খুব না বুঝলেও এ সংক্রান্ত খবর অন্তত জানতে বা পড়তে সহজ হয়। রিজার্ভ বৃদ্ধির এখনকার তথ্য আমলে নিলে আশাবাদী হতে হয়। কিন্তু কেন্দ্রীয় ব্যাংকের হিসাবে রিজার্ভ তিন হাজার ৩৬ কোটি ডলার হলেও এর ৬০০ কোটি ডলার ব্যবহারযোগ্য নয় মর্মে বার্তা দিয়ে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল-আইএমএফ ভেজাল লাগাচ্ছে কেন? আইএমএফ গত মার্চে সর্বনিম্ন ২২ দশমিক ৯৫ বিলিয়ন ডলার নিট রিজার্ভ রাখার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছিল, যা পূরণ করতে পারেনি বাংলাদেশ। আগামী জুনে এই লক্ষ্য বাড়িয়ে ২৪ দশমিক ৪৬ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করার শর্ত দিয়ে রেখেছে সংস্থাটি। আগামী সেপ্টেম্বরে নিট রিজার্ভের পরিমাণ বাড়িয়ে ২৫ দশমিক ৩২ বিলিয়ন ডলার এবং ডিসেম্বরে ২৬ দশমিক ৪১ বিলিয়ন ডলারের লক্ষ্য ঠিক করে দিয়েছে তারা। তাদের শর্ত পূরণের চেষ্টা সরকার অবশ্য করবে। কিন্তু হিসাবের অঙ্ক ঠিক থাকবে কি না- এ প্রশ্ন থেকে যায়। দু'দিন পর আবার রিজার্ভে খরার অঙ্ক এসে হাজির হবে না তো? অর্থনীতি বিষয়ে জ্ঞান না থাকা মানুষ চলতি পথেই অন্তত এতটুকু বোঝে, দেশে নগদ টাকার জোগান অব্যাহতভাবে কমছে। বাড়ছে ধার-কর্জ। ব্যাংকগুলোর ভেতরের অবস্থাও ভালো যাচ্ছে না।

দিন দিন এ সঙ্কট বেড়ে চলছে। এ সঙ্কট মেটাতে বাংলাদেশ ব্যাংক আর সরকারি ব্যাংক পরস্পর দাতা-গ্রহীতা হয়ে গেছে। সঙ্কটে পড়া ব্যাংকগুলোর কাছে ডলার বিক্রির বিপরীতে ব্যাংকগুলোর কাছ থেকে সমপরিমাণ স্থানীয় মুদ্রা টাকা তুলে নেয়া হয়েছে। এর পরিণামে এক দিকে নগদ অর্থ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ভল্টে চলে যাচ্ছে। আরেক দিকে ব্যাংকগুলোর কাছে ডলার বিক্রি করায় রিজার্ভও কমে যাচ্ছে। এর মাঝে ঝুলছে আইএমএফের ঋণের কিস্তি ছাড় পেতে নিট রিজার্ভ ২৪ বিলিয়ন ডলারের ওপর রাখার শর্ত। এর বাইরে সরকারি ব্যাংক আর বেসরকারি ব্যাংকের ট্রিটমেন্ট আলাদা। এর পক্ষেও যুক্তি দাঁড় করানো আছে।

সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পে অতি প্রয়োজনীয় পণ্য কেনাকাটা করতে পণ্য আমদানির জন্য এলসি খুলতে হয়। কিন্তু সরকারি ব্যাংকগুলো আমদানি দায় মেটাতে সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা আহরণ করতে পারে না। এ কারণে বাধ্য হয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংক তার রিজার্ভ থেকে সরকারি ব্যাংকগুলোকে ডলার সরবরাহ করতে হচ্ছে। স্বাভাবিকভাবেই সেখানে হিসাবের ভিন্নতা চলে আসছে। ভিন্নতা আইএমএফের হিসাব-নিকাশেও। তাদের কাছ থেকে ঋণ নিতে গেলে বাংলা হিসাব পদ্ধতি চলে না। শর্ত হিসেবে আন্তর্জাতিক রীতি অনুযায়ী নিট রিজার্ভ গণনা করতে হয়। এরই মধ্যে আট বিলিয়ন ডলার ব্যয় করা হয়েছে পুনঃঅর্থায়ন তহবিল নামে। আইএমএফের হিসাব আমলে নিলে রিজার্ভের যে অঙ্ক দেখানো হয় তা টিকবে না। অঙ্ক অনেক কমে যাবে। তা একদম লুকিয়ে রাখা যাবে এমনও নয়। সেই হিসাব অনেকটাই স্বচ্ছ। ডলার সঙ্কট কাটাতে ব্যাংকগুলো নিয়মিত বাংলাদেশ ব্যাংকের শরণাপন্ন হচ্ছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক নগদ অর্থে ব্যাংকগুলোর কাছে ডলার বিক্রি করছে। সরকারি কেনাকাটার দায় মেটাতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাধ্য হয়ে রিজার্ভ থেকে ডলার বিক্রি করছে। এ লেনদেনের হিসাব লুকানো কঠিন। এমন হাওলাতি রাস্তা সহসা বন্ধ হয়ে যাবে- এমন লক্ষণও নেই।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাজার থেকে ডলার বিক্রি করে টাকা তুলে নেয়ায় অনেক ব্যাংকের নগদ টাকায় টান পড়ার তথ্যও এখন ওপেন-সিক্রেট। ওইসব ব্যাংকের এখন কলমানিসহ বিভিন্ন পথ বের করতে হয়েছে। তাও লুকানোর মতো নয়। এ প্রসঙ্গে স্মরণ করতে হয় বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে রিজার্ভ চুরির কথা। তখ-নকার গভর্নর ড. আতিউর রহমান তা জেনেও কিছু দিন তথ্যটি ধামাচাপা রাখতে পেরেছিলেন। কিন্তু অব্যাহতভাবে লুকিয়ে রাখতে পারেননি। সেটি ছিল কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় চুরির ঘটনা যা সারা বিশ্বে আলোড়ন তোলে। বাংলাদেশের ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে দেশে দেশে কেন্দ্রীয় ব্যাংক তাদের নিরাপত্তাব্যবস্থা জোরদার করে। তথ্য আদান-প্রদান ব্যবস্থায় বড় ধরনের সংস্কার আনে সুইফট। কিন্তু যে দেশের কষ্টার্জিত আয়ের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ থেকে অর্থ চুরি হলো, সেই বাংলাদেশ এখন পর্যন্ত তেমন কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। শাস্তি পায়নি কেউ। সাবেক গভর্নর মোহাম্মদ ফর-াসউদ্দিনের নেতৃত্বে গঠিত তদন্ত কমিটির রিপোর্টটিও আজতক প্রকাশ হয়নি। ওই প্রতিবেদনে উঠে আসা চাঞ্চল্যকর তথ্যগুলো যে অবিরাম অজানা থেকে যাবে- তা বলা যায় না।

সুইফট সার্ভারের সাথে স্থানীয় নেটওয়ার্ক জুড়ে দিয়ে গোপন পাসওয়ার্ড দিয়ে আট কোটি ১০ লাখ এক হাজার ৬২৩ মার্কিন ডলার (বাংলাদেশী মুদ্রায় ৮১০ কোটি টাকা) এক চালানে হাতানো হয়নি। ২০১৬ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি রাতে চুরির তথ্য জানতে পারলেও তা গোপন রাখা হয়েছিল প্রায় মাস খানেক। এর পরের ঘটনা এখন নতুন করে লেখার অবকাশ আপাতত নেই। কিন্তু তথ্যের চাতুরি করতে গেলে সাধারণত অর্থকর্মেও চাতুরি চলে আসে, তা মনে রাখা দরকার কারণ সময়টা এখন বড় খারাপ।

লেখক: সাংবাদিক ও কলামিস্ট

Akash Medical Care
আকাশ মেডিক্যাল কেয়ার

Akash Ferdaus MD
Akash Medical Care
Internal & Geriatric Medicine
হার্টের ডাক্তার
Sudesh Srivastava MD
Cardiologist
পায়ের ডাক্তার
Dr. Nayeem Haque
Podiatric Surgeon
Complete Physical & Follow up
DMV/TLC, School Physical
Flu Shots, Hajj & Umrah Vaccine
Blood, Urine Test, EKG
Immigration Physical
Podiatric Surgery
COVID Test & COVID Vaccine
All Types of Vaccine
FOR APPOINTMENT
718-431-0009
Hours:
Mon-Sat 10 AM to 8 PM
79 Church Avenue, Brooklyn, NY 11218

MITU DISABILITY CENTER

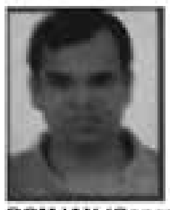

ROMJAN (Consultant)
646-730-8416

JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

IF YOU ARE SICK, YOU CAN GET $500-$2500 PER MONTH

State Disability (TANF) Federal Disability (SSI, SSDI)

Citizenship Without Exam N-648 Waiver

Personal Injury ● Divorce ● Bankruptcy ● Immigration
Car, Home, Life Insurance (No Broker Fee) Real State
Buy Sale Lone Modification Physical Therapy by Doctor

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে
মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

* ষ্টেট ডিসএ্যাবিলিটি * ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি
* পরীক্ষা ছাড়া আমেরিকার সিটিজেন।
এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
ইমেগ্রেশনের বিষয় সাহায্য করা হয়।

40-19 73rd St. Woodside, NY 11372
Tel: 718-701-2666

রুমী ডেন্টাল ল্যাব

আবু হক
(সার্টিফাইড ডেন্টাল টেকনোলজিষ্ট)
২৫ বছরের অধিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন

কোন প্রকার মেটাল বা মেটালিক তার ছাড়া আরামদায়ক ও উন্নতমানের দাঁত(Unbreakable, Flexi,Soft & Latest Denture) তৈরী করা হয়।

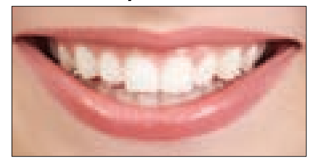

Princeton Court Building
35-06, 73rd St. #3H, Jackson Heights, NY 11372
(Bet. 35th & 37th Avenue)
Tel: 718-672-0209, 718-414-4760

DR. SADI ALAM, DPM
Foot Specialist

পায়ের বাংলাদেশী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432

Hollis: 196-22 Hillside Ave, Hollis, NY 11423
Jackson Heights Office: 7017 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372
Brooklyn Office: 486 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218

Alam Podiatry, P.C.

Ozone Park Office: 530 Conduit Blvd, Brooklyn, NY 11208
Bronx Office: 3099 Bainbridge Ave, Bronx, NY 10467
Parkchester Office: 1381 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462

FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | www.alampodiatry.com

WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।

বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর

২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পণ্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়

ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

NEW YORK LOTTERY
নিউইয়র্ক লটারী খেলার ব্যবস্থা রয়েছে

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।

❑ প্রতিদিন সর্বোচ্চ কমমূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়, ❑ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ কেয়ার, প্রসাধন সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ এন্ড বিউটি কেয়ার ❑ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ❑ ফ্যাক্স সার্ভিস, ❑ ৯৯ সেন্ট-এ উপহার কার্ড, ❑ ফিল্ম প্রসেসিং

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড (জে এন্ড কে বুফের পাশে) ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২ **(347) 851-2688**

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই

আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।

ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্য রইলো শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ। আশা করি আপনারা সবাই সুস্থ ও নিরাপদে আছেন। আপনাদের মঙ্গলময় জীবনই আমাদের কাম্য, আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্যে প্রস্তুত। এ বিভাগ আপনাদেরই জন্য। এ কারণে এই বিভাগের মাধ্যমে আপনারা এতটুকু উপকৃত হলে আমরা আনন্দিত হবো। প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহে আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। আপনাদের পাঠানো চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

এটর্নী শাকিল এইচ কাজমী

ইমিগ্রেশন ও আপনি

আমেরিকায় অবস্থানরত বাংলাভাষাভাষী প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে ইমিগ্রেশনের সাথে জড়িত। বিশাল জনগোষ্ঠীর বিশেষ সুবিধার্থে ইমিগ্রেশন বিষয়ে "ইমিগ্রেশন ও আপনি' শিরোনামে প্রতি সপ্তাহে একজন ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞ আইনজীবীর লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছি। এই কলামটির লেখক শাকিল হোসেন কাজমী। শাকিল কাজমী নিউইয়র্ক ল'স্কুলে আইনের উপর পড়াশোনা করেছেন। তিনি ওয়াশিংটন কলেজ অব ল' থেকে ইমিগ্রেশন ল' এবং বিজনেস ল'-এর উপর এল,এল,এম. করেছেন। তিনি নিউইয়র্ক স্টেট বার এসোসিয়েশন, আমেরিকান বার এসোসিয়েশন এবং ইমিগ্রেশন ল' ইয়ার্স এসোসিয়েশনের সদস্য।

গত সপ্তাহে ইউএস'র রাজনৈতিক আশ্রয় লাভের প্রক্রিয়া সম্পর্কে এই বিভাগে আলোচনা করা হয়েছিল। আলোচনায় বলা হয়েছিলো যে, ইউএসএতে রাজনৈতিক আশ্রয় লাভের আবেদন জানানোর বিভিন্ন পদ্ধতি আছে। আপনি যদি রিমুভ্যাল প্রক্রিয়ায় না থাকনের তবে ইউএসসিআইএস রাজনৈতিক আশ্রয় লাভের জন্য আবেদন জানাতে পারেন। এ্যাসাইলাম অফিসার সাক্ষাতকার নেয়ার পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। অফিসার যদি কেসের ক্ষেত্রে সন্তুষ্ট না হন তবে কেস ইমিগ্রেশন জাজের কাছে পাঠানো হবে। ইমিগ্রেশন কোর্ট থেকে এ্যাসাইলাম আবদেনর জন্য দ্বিতীয়বার সুযোগ পাওয়া যাবে। আর রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনার দ্বিতীয় পন্থা হচ্ছে, কিছু যথাযথ কাগজপত্র ছাড়া ইউএসএ প্রবেশ করলে যে পথ দিয়ে ইউএসএ প্রবেশ করা হয়েছিলো সেখানেই রাজনৈতিক আশ্রয় চাইতে হবে কিংবা ইউএ-সএ'তে স্ট্যাটাস ছাড়া বাস করা হচ্ছে কিংবা ইউএস ইমিগ্রেশন ডিপোর্ট প্রক্রিয়ায় রেখেছেন। আমরা এও উল্লেখ করেছি যে, এ্যাসাইলাম আবেদনের একটা চূড়ান্ত সময় সীমা রয়েছে। ইউএসএতে শেষবার আসার সময় থেকে ১ বছরের মধ্যে অবশ্যই আবেদন জানাতে হবে। অবশ্য কিছু ক্ষেত্রে নিয়মের ব্যতিক্রম রয়েছে। আবেদন জানানোর পূর্বে অবশ্যই ইউএসসিআইএস অথবা কোন ইমিগ্রেশনের সঙ্গে পরামর্শ করা ভালো। আমরা আরো উল্লেখ করেছি যে আবেদন পেন্ডিং থাকার সময় আবেদনকারী ইউএসএতে অবস্থান করতে পারবেন। এবং পেন্ডিং থাকার সময়ং যদি ১৮০ দিন হয় তবে নিজে থেকে বিলম্বিত করার অনুরোধ না জানিয়ে থাকলে তবে ওয়ার্ক অথরাইজেশন কার্ডও পাওয়া যাবে।

ট্রাম্প এবং পরবর্তীকালে বাইডেন প্রশাসন বর্ডারে রাজনৈতিক আশ্রয়ের আবেদনের পরিবর্তন এনেছেন।

ইউএসএ'র এ্যাসাইলাম ব্যবস্থা এদেশের মান-বিক মূল্যবোধের অঙ্গিকারের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে কিন্তু প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ইমিগ্রেশন নীতির বিরুদ্ধে বিশেষ করে ইউএস মেক্সিকো

সীমান্ত ইমিগ্রেশন নীতির বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করেন। মেক্সিকান ইমিগ্র্যান্টদের মাদক ব্যবসায় অপরাধী এবং ধর্ষক বলা হয়। প্রেসিডেন্ট বাইডেন যখন ক্ষমতা গ্রহণ করেন তখন তিনি ট্রাম্পের কঠোর নীতি নস্যাত করে দিতে নির্বাহী আদেশে অন্যন্য পদক্ষেপ নেন। কিন্তু মেক্সিকো সীমান্ত দিয়ে বিপুল সংখ্যক মানুষ ইউএসএতে ঢুকে পড়তে শুরু করে, তখন বাইডেনের শীর্ষ উপদেষ্টারা তাকে অধিক কঠোর ব্যবস্থা নিতে চাপ দিতে থাকে। বাইডেন তার দলের ভেতরকার রক্ষণশীল এবং রিপাবলিকানদের দবির প্রতি নমনীয়তার প্রকাশ করেন রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীদের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করবার জন্য। ফ্লোরিডার কর্তৃপক্ষ সাম্প্রতিক সপ্তাহে ইউএসএ'তে নিরাপদ আশ্রয় লাভের আশায় আসা বিপুল সংখ্যাক কিউবান ও হাই-ত্রিয়ানদের ফিরিয়ে দিচ্ছে। গত ৯ মে মঙ্গলবার হোমল্যান্ড সিকিউরিটি এবং জাস্টিস ডিপার্টমেন্ট এদেশে ইউএসএ একটি প্রস্তাবিত নীতি ঘোষণা করেছে। যা আমেরিকার নিরাপদ আশ্রয়ের আশায় যারা অবৈধভাবে ইউএসএ প্রবেশ করে অথবা প্রথমে আবেদন করতে ব্যর্থদের প্রবেশ ঠেকাতে পারবে। এই নীতি গত জানুয়ারি মাসে প্রেসিডেন্ট বাইডেন পুর্নমল্যায়ন করেছেন। পাবলিক মতামতের ৩০ দিনপর কোভিড পাবলিক হেলথ ইমার্জেন্সি শেষে ১১ মে থেকে বাস্তবায়ন হয়েছে। একজন শীর্ষ প্রশাসনিক কর্মকর্তা সাংবাদিকদের বিষয়টি ব্রিফ করেছেন।

কতজন মানুষের রাজনৈতিক আশয়ের আবেদন মঞ্জুর হয়েছে?

প্রকাশিত এক প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০০০ সাল থেকে ৭ লাখ রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থীদের মধ্যে প্রায় ৪০ শতাংশ আবেদন মঞ্জুর করা হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে ইমিগ্রেশন জজরা পায় ৩০ ভাগ আবেদন অনুমোদন করেছেন। এরা সবাই সীমান্ত আসার পর ডিপার্টেশন প্রক্রিয়ায় ছিলো। ২০২২ আর্থিক বছরে, ইমিগ্রেশন জজেরা ৫২,০০০ রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীদের মধ্যে প্রায় ৪৬ ভাগ রাজনৈতিক আশ্রয় আবেদন মঞ্জুর করেছেন। যারা ডিপোর্টেশন প্রাপ্ত হয়ে এ্যাসাইলামের জন্য আবেদন করেছিলো এ সংখ্যা তার ৩৯ ভাগ।

রাজনৈতিক আশ্রয় আবেদন অনুমোদন নিয়ে বিস্তারিত জানতে ইউসে গর্ভনমেন্টের ওয়েব সাইট ভিজিট করুন।

বিশ্বাসযোগ্য ভীতি এবং যৌক্তিক ভীতিঃ

যদিও অনেকেই মনে করেন, বিশ্বাসযোগ্য (ক্রেডিবল) ভীতি এবং যৌক্তিক (রিজন্যাবল) ভীতি একই বিষয়। কিন্তু এই দুয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। যদি রাজনৈতিক আশ্রয় আবেদন জানানোর পরিকল্পনা থাকে তবে, এই পার্থক্য সম্পর্কে সজাগ থাকা দরকার।

বিশ্বাসযোগ্য (ক্রেডিবল) ভীতিঃ

বিশ্বাযোগ্য (ক্রেডিবল) ভীডিত নির্ধারণ করা হয় স্ক্রিনিং প্রক্রিয়ায়। এ্যাসাইলাম অফিসার একজন আশ্রয় মঞ্জুরের যোগ্য কিনা সে সম্পর্কে নিজে কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেন না। ক্রেডিবল ভীতি পরীক্ষায় যারা পাশ করে, তাদের রিম্যুভাল পরীক্ষায় পাঠানো হয়। সেখানে তারা রাজনৈতিক আশ্রয়ের জন্য আবেদন করতে পারেন অথবা অন্য কোন সুবিধা যার জন্য জজ তাদের যোগ্য বলে বিবেচিনা করেছেন।

যৌক্তিকভীতি স্ক্রিনিঃ

রিফিউজি কনভেনশন এবং কনভেনশন এ্যাগেইন্সট টর্চার অনু-যায়ী এ্যাসাইলাম বিভাগ কতিপয় ব্যক্তির যৌক্তিক ভীতি নিশ্চিত হতে স্থিন কারেকশন ফরমে রিম্যুভ্যাল অবস্থা থেকে পরিবর্তন পাওয়ার যোগ্য কিনা। কোন ব্যক্তি ব্যয়ঙ্কর কোন অপরাধ করার কারণে ডিপোর্টেশনের মুখোমুখি বা পূর্বের কোন রিমূ্যভ্যাল প্রত্যাহারের জন্য আবেদন জানিয়েছেন, তাদের অবশ্যই যৌক্তিক ভীতি স্কিনিং এর সময় হাজির থাকতে হবে। এ্যাসাইলাম অফিসার যদি দেখেন যে, কারও আবেদন যথার্থ, তবে তারা রিম্যুভ্যাল উইথ হোল্ডিং এর যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। আবেদনকারীদের অবশ্যই প্রমাণ করতে হবে যে, নিজেদের দেশে তাদের ফেরত পাঠালে নিশ্চিত তারা নিপীড়ন বা নির্যাতনের মুখে পতিত হবেন।

নোটঃ বিস্তারিত জানতে ইউএসসি-সআইএস এর ওয়েব সাইট সফর করুন। আগামী সংখ্যঅয় রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা সম্পর্কে প্রশ্নের উত্তর প্রকাশ করা হবে।

সর্বশেষ আবারো আপনাদের সুস্থ ও সুন্দর জীবনের প্রত্যাশায় আজকের মত এখানেই শেষ করছি। ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা: ২২৫ ব্রডওয়ে (৩৮ তলা), নিউইয়র্ক ১০০০৭।

ফোন: ২১২-৫১৩-৭৪৭৪

ফ্যাক্স: ৯১৪-৪৬২-৩৯৯০

ই-মেইল: kazmiandreeves@gmail.com এ লিখে ই-মেইল করলে অবশ্যই 'বাংলা পত্রিকার জন্য' কথাটি উল্লেখ করবেন।

অনুবাদঃ হুসনে এ. বেগম।

Law Offices of Kazmi & Reeves

225 Broadway, (38th Floor) New York, NY 10007. Tel: (212)513-7474 , Fax: (914) 462-3990
517 East Main Street, Middle Town, New York 10940. Tel: (845)341-0726, Email- kazmiandreeves@gmail.com

Tel: 212-513-7474, Fax: 914-462-3990

* Immigration Cases & Appeals * Bankruptcy Cases
* Accident & Personal Injury Cases * Divorce, Separation, Child Custody & Support Cases * Business & Commercial Litigation * Real Estate Transactions * Corporation & Partnership Matters.

এপয়েন্টমেন্ট করে পরামর্শের জন্য আমাদের অফিসে আসতে পারেন।

যৌথভাবে আমাদের রয়েছে ৩৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের নতুন অফিস এখন ম্যানহাটান ডাউন টাউনের প্রাণকেন্দ্রে এন, আর, ই এবং ২, ৩, ৪ এবং ৫ ট্রেনের সন্নিকটে। ই ট্রেনে ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টার, ২ ও ৩ ট্রেনে প্রেসপার্ক এবং ৪ ও ৫ ট্রেনে ব্রুকলীন ব্রীজ, আর ও এন ট্রেনে সিটি হলে নামতে হবে।

আইনজীবী ফী আলোচনা সাপেক্ষে কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।

আপনি আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না- ইমিগ্র্যান্ট ও সুযোগ সুবিধার দেশে আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন ঝামেলামুক্ত করুন।

অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিকড় প্রথিত করে সার্বিকভাবে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিন।

সবার দৃষ্টি এখন তুরস্কের নির্বাচনের দিকে

॥ সিনেম চেঙ্গিজ ॥

তুরস্কের নির্বাচনের আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা বাকি। এটি হচ্ছে দেশটির ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচন। তুর্কিয়ে এবং বৃহত্তর অঞ্চল, উভয়ের জন্য এই নির্বাচন কী ফলাফল নিয়ে আসবে সেদিকেই এখন সবার নজর স্থির।

যেহেতু আঞ্চলিক উন্নয়ন তুর্কি বৈদেশিক নীতির গতিপথকে নাটকীয়ভাবে প্রভাবিত করেছে- তাই পার্লামেন্ট ও প্রেসিডেন্ট নির্বাচন সেই দেশগুলোর জন্য গুরুত্বপূর্ণ, যেগুলো সব তুরস্কের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক উপভোগ করছে অথচ সম্প্রতি আঙ্কারার সাথে সম্পর্ক সংশোধন করেছে। প্রজাতন্ত্রের শতবর্ষের সাথে মিল রেখে প্রায় ৬০ মিলিয়ন তথা ছয় কোটি ভোটার দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে ক্ষমতায় থাকা ক্ষমতাসীন একেপির সাথে তাদের সম্পর্ক অব্যাহত রাখবে নাকি ছয় দলীয় জোটকে ক্ষমতায় আনবে সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবেন।

সে অঞ্চলের নতুন এক যুগের সূচনায় এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এই প্রেক্ষাপটে ভোটের ফলাফল আঞ্চলিক দেশগুলোর জন্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, যারা ভবিষ্যদ্বাণীযোগ্য তুরস্কের পররাষ্ট্রনীতির ব্যাপারে আশাবাদী।

২০০২ সালের নভেম্বরে একেপি ক্ষমতায় আসার পর থেকে তুর্কিয়ে মধ্যপ্রাচ্যে আরো বেশি সক্রিয় ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে- তারা অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে সহযোগিতা ও প্রতিযোগিতা- উভয় দিক দিয়েই সম্পৃক্ত হয়েছে। এক দিকে আঞ্চলিক ইস্যুতে তুর্কিয়ের জড়িত থাকার ফলে ওই অঞ্চলে তুরস্কের প্রভাব বৃদ্ধির দ্বার উন্মোচিত হয়, আবার এর ফলে উত্তেজনাও বৃদ্ধি পায়। তুর্কিয়ের আঞ্চলিক

নীতিগুলো বিরোধীদের দ্বারা সমালোচিত হচ্ছে। কয়েক বছর ধরে বিদেশী নীতিকে অগ্রাধিকার দেয়ার জন্য আস্তিন গুটিয়ে নিয়েছে।

সরকার যখন আঞ্চলিক দেশগুলোর সাথে তার সম্পর্ক পুনর্গঠনের মাধ্যমে বিরোধ নিরসন করার প্রচেষ্টায় নিয়োজিত রয়েছে তখন প্রধান বিরোধী দল সিএইচপি বিদেশে তার বন্ধুর সংখ্যা বৃদ্ধি করার জন্য বিদেশনীতির ক্ষেত্রে একটি ভিশন তৈরিরও প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তাই পররাষ্ট্রনীতি সরকার ও বিরোধী পক্ষ উভয়ের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ।

যদিও নির্বাচনে জিততে পারলে বিরোধীদের অগ্রাধিকার হবে অভ্যন্তরীণ বিষয়, তবুও তারা আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক খেলোয়াড়দের সাথে তুর্কিয়ের সম্পর্ক পুনঃপরীক্ষা তথা পুনঃস্থাপনের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে। সিএইচপি নেতৃত্ব বিদেশনীতির ক্ষেত্রে নতুন মনোনীত প্রার্থী দেয়ার জন্য এমনকি পার্টির অভ্যন্তরীণ ব্যক্তিও পরিবর্তন করেছে।

তিনটি আঞ্চলিক নীতির ক্ষেত্র রয়েছে, যেখানে বিরোধীরা সরকারের স্বাক্ষরিত অনেক নীতি পাল্টে ফেলার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। প্রথমত. গত এক দশকে আঙ্কারা মধ্যপ্রাচ্যে একটি সামরিকায়িত বিদেশনীতি গ্রহণ করেছে। সিরিয়ায় চারটি সামরিক অভিযান চালিয়েছে, ইরাকে সন্ত্রাসবিরোধী অভিযান চালিয়েছে এবং লিবিয়ায় সামরিক সহায়তা পাঠিয়েছে। বিরোধীরা তুরস্কের আন্তঃসীমান্ত অভিযান এবং বিদেশে সামরিক উপস্থিতির অবসান ঘটাতে চায়। ক্ষমতাসীন দলকে পরাজিত করা সম্ভব হলে লিবিয়ায় তুরস্কের নীতি পুনর্বিবেচনা করা হবে।

দ্বিতীয়ত. সিরিয়া যুদ্ধ যেহেতু তুর্কিয়ের অভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্রনীতিতে বড় ধরনের প্রভাব ফেলেছে, তাই তুরস্কের সিরীয় উদ্বাস্তুদের জন্যও এই নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিরোধীদলগুলো সিরীয় শরণার্থীদের তাদের দেশে পাঠিয়ে দেয়ার ব্যাপার প্রচারণা চালানোর কারণে তুরস্কে অবস্থানরত ৩৬ লাখ সিরীয় শরণার্থীও নির্বাচনী বিতর্কের অংশে পরিণত হয়েছেন। বিরোধী দল জয়লাভ করলে তারা সিরিয়ার উত্তরাঞ্চল থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করার এবং শরণার্থীদের শান্তিপূর্ণ প্রত্যাবাসন এবং দেশটির পুনর্গঠনের বিষয় নিয়ে আলোচনা করার জন্য আসাদ সরকারের সাথে সংলাপে বসার পরিকল্পনা করেছে। তুর্কি সরকারও সিরিয়া সরকারের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে চায়। নির্বাচনের চার দিন আগে তুর্কি পররাষ্ট্রমন্ত্রী তার সিরীয় ও রুশ প্রতিপক্ষের সাথে মস্কোয় সাক্ষাৎ করার কথা রয়েছে। এইভাবে উভয় পরিস্থিতিতে তুর্কি সরকারের পরিবর্তন বা ধারাবাহিকতা, দিগন্তে সিরিয়ার সাথে একটি পুনর্মিলন। যাই হোক, উত্তর সিরিয়া থেকে সৈন্য প্রত্যাহার হবে একটি কঠিন প্রক্রিয়া। যদিও বিরোধীরা কিছু শরণার্থীকে ফিরিয়ে দেয়ার সরকারি পরিকল্পনারই প্রতিধ্বনি করেছে, তবে এটি কিভাবে নিরাপদে সম্পন্ন করা যেতে পারে তা এখনো নির্ধারণ করা হয়নি।

তৃতীয়ত. যদিও বিরোধীরা সৌদি আরব ও আমিরাতের সাথে তুর্কিয়ের সম্পর্ককে এই অঞ্চলে উত্তেজনা হ্রাস করার জন্য একটি ইতিবাচক অগ্রগতি বলে মনে করেছে, তবে এই সম্পর্ক পুনঃস্থাপনের ব্যাপারে সরকারের প্রচেষ্টার পেছনের উদ্দেশ্য নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছে। এই ক্ষেত্রে উপসাগরীয় অঞ্চলের সাথে তুর্কিয়ের সম্প্রসারিত বহুমুখী সম্পর্ক এই নির্বাচন ঝুঁকিতে ফেলতে পারে। কারণ বিরোধীরা উপসাগরীয় অঞ্চলের সাথে পুনর্মিলনের প্রকৃতি নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেছে। নির্বাচনী ফলাফলের ব্যাপারে নিশ্চিত না হওয়া সত্ত্বেও সংযুক্ত আরব আমিরাত ও সৌদি আরবসহ উপসাগরীয় বিনিয়োগকারীরা তুর্কিতে অবকাঠামোগত বিনিয়োগ, বিশেষত জ্বালানি ক্ষেত্রে দৃঢ় আগ্রহ দেখাচ্ছে। উপসাগরীয় বিনিয়োগকারীরা তুর্কিতে তাদের সম্পৃক্ততা বাড়াতে চাচ্ছে বিশেষ করে একীভূতকরণ ও অধিগ্রহণে। কারণ তারা নির্বাচনের পরে আরো গোঁড়া বা প্রচলিত মতে বিশ্বাসী অর্থনৈতিক নীতিতে স্থানান্তরিত হওয়ার প্রত্যাশা করছে।

সংক্ষেপে বলা যায়, আঞ্চলিক অভিনেতাদের সাথে এরদোগান বা তুরস্কের সম্পর্ক এবং লিবিয়া ও সিরিয়ায় সামরিক উপস্থিতিসহ তুর্কিয়ের আঞ্চলিক নীতির বিষয়গুলো নির্বাচনের ফলাফলের দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে। সিরিয়া, লিবিয়া, ইয়েমেন এবং এখন সুদানের আঞ্চলিক সমস্যার সমাধান হয়নি। ক্ষমতাসীনগণ নির্বাচনে জিততে না পারলে ইউক্রেন যুদ্ধ এবং পশ্চিম ও পূর্বের মধ্যে বৈশ্বিক প্রতিযোগিতার কারণে বিরোধীরা আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক উভয় পর্যায়ে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হবে।

এই নির্বাচনের ফলে তুরস্কের রাজনীতিতে পরিবর্তন বা ধারাবাহিকতা আঞ্চলিক দেশগুলোকে এবং মধ্যপ্রাচ্যে তুরস্ক সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করবে।

এই সবই এই অঞ্চলের বন্ধু এবং প্রতিদ্বন্দ্বী উভয়ের জন্যই তুর্কিয়ের নির্বাচনকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে।

লেখক : তুর্কি রাজনৈতিক বিশ্লেষক
আরব নিউজের সৌজন্যে

Bangladeshi American Friendship Society Inc.
Present
৮ম বারের মত
বাংলাদেশী-আমেরিকান ফ্রেন্ডশীপ সোসাইটি (বাফ্স) ও
৬৬ প্রিসেন্ট কমিউনিটি কাউন্সিল এর আয়োজনে
পথ মেলা
STREET FAIR
Title Sponsor
SHAH NAWAZ
Ph: 718-775-7852
MAY 21ST 2023 SUNDAY
PLACE: CHURCH AVENUE
(Bet. Mcdonald Ave & Church), Brooklyn
Title Sponsor
Silver Sponsor
Moin Choudhury, Esq
Attorney at Law
Democratic District Lead at Large,Queens, NY
Grand Sponsor
Maimonides Health
Gold Sponsor
UtshobGroup
MEDIA PARTNERS
TIME
বাংলা পত্রিকা
FOR STALL
917-783-8138
917-854-4144
917-400-1176
Choudhury S Hasan MD
Gastroenterologist
PERRY D. SILVER
Attorney at Law
Ph: 917-533-1033
কর্ণফুলী ট্রাভেল্স
NEW EXPRESS PHARMACY
Happy Family SADC
DESHBANGLA PHARMACY
IMAGE PHARMACY
NAZ PHARMACY
ROYAL COMMUNITY CARE
HAMZA AUTO REPAIR
SASCO TOOLS
CONEY ISLAND HARDWARE & BUILDING SUPPLIES
Alim Abdul
Ashiana
NY INSURANCE BROKERAGE
Liberty Renovation
Real Estate Developer
Mohammed Azad
BUILDERS PRO MATERIAL
প্রধান উপদেষ্টা
এর্টনী মঈন চৌধুরী
চেয়ারম্যান
সৈয়দ এস এম রেজা
চীফ কো-অর্ডিনেটর
নুরুল আজিম
উপদেষ্টা
মনির আহমেদ
কামাল হোসেন মিঠু
কো-চেয়ারম্যান
আবছার উদ্দিন
কো-অর্ডিনেটর
আহসান হাবিব
সাংস্কৃতিক চেয়ারম্যান
এস.এম ফেরদৌস
আহ্বায়ক
শাহ নেওয়াজ
ফোন: ৬৪৬-৫৯১-৮৩৯৬
যুগ্ম সাংস্কৃতিক চেয়ারম্যান
জাহাঙ্গীর আলম জয়, ইকবাল হায়দার
সদস্য সচিব
ফিরোজ আহমেদ
ফোন: ৯১৭-৪০০-১১৭৬
True Care
MHC
Fresh Food
Mohammad Sarwar
Immigrant Elder Home Care LLC
Authorized Homecare
NURUL AZIM
516-451-3748
SWIFT URGENT CARE
CAREGIVER PRO
(718) 504-8054
BANGLA COPAP
MAKSUDUL H CHOWDHURY
President & CEO
PRIME CARE MEDICAL
M&I Hardware & Building Supply
ISLAND ADVANTAGE
MASUD H. SIRAZI
646.363.0331
FAHAD SOLAIMAN
CEO
Reliable Home Care
TEL: 718-785-9700
Law Office Of Michael Gani Esq. And Associates, P.C.
সার্বিক সহযোগিতায়: লুৎফুর করিম, হাসান চৌধুরী, মাহফুজুল মাওলা নান্নু, আবদুল হান্নান পান্না, আবু তালেব চৌধুরী চান্দু, মোর্শেদ রেজভী, আবু তাহের, এসএম আলাউদ্দিন, আনোয়ার হোসেন, তরিকুল চৌধুরী দিপু, মোহাম্মদ সেলিম, বদিউল আলম, নজরুল ইসলাম, মোঃ শফিউল আলম শিকদার, আব্দুর রশিদ খান বাবু, ইউনুচ সরকার, মিজবাহ উদ্দিন, সেলিম চৌধুরী, প্রফেসর সাদিদ আজাদ, কাওছার চৌধুরী, জাহাঙ্গীর সরওয়ার্দী, মোহাম্মদ হোসেন, মোশারফ হোসেন, আমিন রসুল, আহসাদ উল্লাহ মামুন, শাহাদাত হোসেন রাজু, নাজমুল হোসেন, মোহাম্মদ শাহজাহান, মোহাম্মদ সালাহ উদ্দিন রুবেল, আব্দুল সাহেল, আহম্মদ সালেহ রুমেল, মোহাম্মদ মামুন, আকাশ খান, হেলাল উদ্দিন, হেলাল আহমেদ, আসলাম উদ্দিন, আলমগীর হোসেন, আবদুল হালিম, আলী আহমদ, ওয়ালী মিরাজ, আমিন উল্লাহ, সালেহ আহমদ মানিক, ফজলুল করিম, মোহাম্মদ হাসান, বাদল মির্জা, সোহাগ খান, শাকিল মির্জা, সাকিব মির্জা, সাজু মির্জা, ইব্রাহিম খলিল জনি, ইমরান আমিন, রাজিব হোসেন, ওসমান গণি, শেখ ফরিদ, মোঃ নাজিম, তাসরিফ জাহিদ, জিদান আমিন, ইমন ভূইয়া
কাজী আজম
সভাপতি
৯১৭-৭৮৩-৮১৩৮
সার্বিক তত্ত্বাবধানে:
প্রচারে: আশরাফুল হাসান
মাকসুদুল হক চৌধুরী
সাধারণ সম্পাদক
৯১৭-৮৫৪-৪১৪৪

রাশিয়ার যে চিঠি আমলে নিলে ইউক্রেনে যুদ্ধই বাধত না

॥ স্টিফেন ব্রায়েন ॥

যুক্তরাষ্ট্রের ঝানু কূটনীতিক হেনরি কিসিঞ্জার বলেছেন, ইউক্রেন সংঘাত মীমাংসার শর্ত এ বছরের শেষে পোক্ত হয়ে উঠবে। মধ্যস্থতার ভূমিকায় চীনের আবির্ভাব এবং রুশদের তাতে মনোযোগ দেওয়া–এ হিসাব-নিকাশের ওপর ভিত্তি করে তিনি এ কথা বলেছেন।

যা হোক, কিসিঞ্জারের এ ভবিষ্যদ্বাণী একটি বিষয় অনুপস্থিত রয়েছে। সেটা চীনের সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত বিষয় নয়। রাশিয়া ইউক্রেনের সঙ্গে নিছক একটি চুক্তির চেয়ে বেশি কিছু চায়। ইউক্রেনকে নিরস্ত্রীকরণ এবং দেশটি যাতে ন্যাটোর সদস্য না হয়, অন্তত এ চাওয়া রয়েছে রাশিয়ার। এ বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের ভাবনা পুরোপুরি উল্টো। ওয়াশিংটনের ভাবনা হলো, ইউক্রেনকে ন্যাটোতে আনা যায়–সে রকম কোনো চুক্তিই কেবল গ্রহণযোগ্য হতে পারে।

একই রকমের আরও ধারণা সময়-সময় উসকে উঠছে। এর মধ্যে একটি ধারণা হলো, ইউরোপের কয়েকটি দেশ ও যুক্তরাষ্ট্র মিলে ভবিষ্যতে ইউক্রেনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে। এ ধারণা করার পেছনে কারণ হলো, ইউক্রেনকে ন্যাটোতে যুক্ত করার মতো যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে যথেষ্ট ভোট রয়েছে।

যদিও ন্যাটোর যেকোনো পদক্ষেপ রাশিয়ার জন্য হবে অভিশাপ। এরপরও অনুমান করা যায়, চুক্তি হলে ইউক্রেনে একটা প্রতিনিধিত্বমূলক নিরাপত্তাব্যবস্থা চালু হতে পারে। কিন্তু দুটি সমস্যাকে কেন্দ্র করে ইউক্রেনে নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে।

প্রথমত, ইউক্রেনের ভেতরে রাশিয়া এখন যে ভূখন্ড নিয়ন্ত্রণে নিয়েছে, সেখানে সমস্যা তৈরি হবে। দোনেৎস্ক, জাপোরিঝঝিয়া, খেরসন, এমনকি ক্রিমিয়ায় সমস্যা তৈরি হবে।

এ অঞ্চলগুলোর ব্যাপারে স্থায়ী কোনো সমাধানে আসা ইউক্রেনের জন্য ভীষণ রকম কঠিন একটা ব্যাপার হবে। এ ছাড়া আগামী কয়েক মাসের মধ্যে ইউক্রেন যদি সামরিকভাবে পরাজিত করে অঞ্চলগুলো থেকে রুশদের বের করে না দিতে পারে, তাহলে ইউক্রেনের মানচিত্র নতুনভাবে আঁকা ছাড়া বিকল্প কিছু মেনে নিতে রাজি হবে না রাশিয়া। এ বিশ্লেষণ যদি সঠিক হয়, তাহলে রাশিয়া ও ইউরোপ–দুই পক্ষকে গ্রাস করে ধরা নিরাপত্তাসংকটের সমাধান মস্কো আর কিয়েভের মধ্যে সম্পাদিত কোনো চুক্তির মধ্য দিয়ে মীমাংসা হওয়া সম্ভব নয়। এ বিষয়ে প্রচুর তথ্যপ্রমাণ আছে, ইউরোপে এখন এই ভয় ছড়িয়ে পড়েছে যে ইউক্রেন যুদ্ধের ফলাফল খুব খারাপ দিকে মোড় নিতে পারে। একই সঙ্গে ইউরোপে এ শঙ্কাও ছড়িয়ে পড়েছে যে রুশদের পেছনে লাগার জন্য ভবিষ্যতে তাদের ভালোমতোই ভুগতে হবে। ইউক্রেনের বর্তমান সরকার সেই পথে যাবে না। এ কারণে এ বিষয়ে মীমাংসায় আসা তখনই সম্ভব হবে, যদি ইউক্রেনে ক্ষমতাসীন সরকারের বদল হয় অথবা রাশিয়া যুদ্ধে পরাজিত হয়। অন্য সমস্যাটি হলো রুশদের মন। সেটা আসলে ইউক্রেনের বাস্তবতা থেকেও অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

রাশিয়া বিশ্বাস করে ইউক্রেন যুদ্ধ মূলত ন্যাটো ও যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে তাদের যুদ্ধ। রাশিয়া আরও বিশ্বাস করে, ইউক্রেনের মাটিতে যুদ্ধ হলেও ইউরোপের ঘাঁটি থেকে ইউক্রেনীয়রা সমর্থন পাচ্ছে এবং যুক্তরাষ্ট্র ও ন্যাটো রাশিয়াকে ভেঙে ফেলার যে পরিকল্পনা করেছে, তার অংশ হিসেবেই এ যুদ্ধ। রাশিয়াকে যুক্তরাষ্ট্র ও ন্যাটো এমনভাবে টুকরা করত চায়, যাতে তাদের ওপর আধিপত্য করা যায়। ফিনল্যান্ড ও সুইজ্যারল্যান্ড ন্যাটোর সদস্য হিসেবে যুক্ত হওয়ায় রুশদের এ সন্দেহ আরও তীব্র হয়েছে। রাশিয়া ন্যাটো, যুক্তরাষ্ট্র এবং তাদের দিক থেকে সম্মিলিত হুমকি অনুভব করছে। এ কারণেই পশ্চিমের পন্ডিতেরা যখন ইউক্রেনের ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বিগ্ন, সে সময় রুশরা তাদের নিজেদের অস্তিত্ব নিয়ে শঙ্কিত।

এখানে একটি বিষয় পুনরুল্লেখ করা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছি। ইউক্রেনে আগ্রাসন শুরু করার আগে রাশিয়া যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ও ন্যাটোপ্রধানের কাছে দুটি বার্তা পাঠিয়েছিল। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টকে সম্বোধন করে পাঠানো চিঠিতে ইউক্রেন সমস্যার বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। ন্যাটোপ্রধানকে পাঠানো চিঠিতে পূর্ব ইউরোপের নতুন নিরাপত্তাব্যবস্থা চালুর আহ্বান জানানো হয়েছিল। দুটি চিঠিই অপমানজনকভাবে ও শত্রুতার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল।

সেই চিঠিগুলো যদি রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনার একটি ভিত্তি তৈরি করত, তাহলে অন্তত তথাকথিত বিশেষ সামরিক অভিযান পরিচালনা করত না রাশিয়া। রক্তপাত ও ধ্বংসযজ্ঞ এড়ানোর সেই সুযোগ হেলায় হারানো হয়েছে। রাশিয়ার প্রস্তাব দাম্ভিকতার সঙ্গে পশ্চিমাদের প্রত্যাখ্যানের বিষয়টিকেই পরবর্তীকালে রাশিয়া প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করছে। ন্যাটোর উদ্দেশ্য হলো রাশিয়াকে ধ্বংস করা। সেই উদ্দেশ্য পূরণের জন্য তারা ইউক্রেনকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে।

এ বিশ্লেষণ যদি সঠিক হয়, তাহলে রাশিয়া ও ইউরোপ–দুই পক্ষকে গ্রাস করে ধরা নিরাপত্তাসংকটের সমাধান মস্কো আর কিয়েভের মধ্যে সম্পাদিত কোনো চুক্তির মধ্য দিয়ে মীমাংসা হওয়া সম্ভব নয়। এ বিষয়ে প্রচুর তথ্যপ্রমাণ আছে, ইউরোপে এখন এই ভয় ছড়িয়ে পড়েছে যে ইউক্রেন যুদ্ধের ফলাফল খুব খারাপ দিকে মোড় নিতে পারে। একই সঙ্গে ইউরোপে এ শঙ্কাও ছড়িয়ে পড়েছে যে রুশদের পেছনে লাগার জন্য ভবিষ্যতে তাদের ভালোমতোই ভুগতে হবে।

এ প্রেক্ষাপটে একমাত্র বাস্তবসম্মত পথ হলো, ইউরোপিয়ানদের তাদের নিরাপত্তার বিষয়ে খোলাখুলিভাবে বলতে হবে। এ নিরাপত্তার প্রশ্ন থেকেই ইউক্রেন যুদ্ধ ও ন্যাটো সম্প্রসারণের ঘটনা ঘটেছে। এই স্পর্শকাতর ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তা ইস্যুতে কিসিঞ্জার যদি মনোযোগ দিতে পারেন, তাহলে সেটা সবার জন্যই ভালো হবে।

স্টিফেন ব্রায়েন সেন্টার ফল সিকিউরিটি পলিসি অ্যান্ড ইয়র্কটাউন ইনস্টিটিউটের সিনিয়র ফেলো

এশিয়া টাইমস থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে অনূদিত।

বর্ণাঢ্য আয়োজনের নিউজার্সীর মৌলভীবাজারবাসীদের ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠিত

(শেষের পাতার পর)

ও টাইম টিভি'র সিইও আবু তাহের। অনুষ্ঠানমালার মধ্যে ছিলো শুভেচ্ছা বক্তব্য, শিশু-কিশোর-কিশোরীদের কুইজ প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। বিশিষ্ট কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট গোলাম ইস্পাহানী মাছুমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানের আলোচনা সভায় অতিথিবৃন্দ ছাড়াও অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বীর মুক্তিযোদ্ধা সামসুল আলম খান, আলাউদ্দিন প্রামানিক, আজমল আলী, হোসেন মিয়া, মোহাম্মদ জালাল উদ্দিন, ফরিদ আলী সহ আরো অনেকে। এই পর্ব পরিচালনায় ছিলেন শেখ রাজা মিয়া তালুকদার। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ থেকে আগত জনপ্রিয় বাউল শিল্পী কালা মিয়া ছাড়াও রোজী আজাদ, আব্দুস সহিদ, মুমিত প্রমুখ সঙ্গীত পরিবেশন করেন। যৌথভাবে এই পর্ব পরিচালনা করেন মাহাবুবা রহমান ও সাংলা রহমান। শিশু-কিশোর-কিশোরীদের কুইজ প্রতিযোগিতা যৌথভাবে পরিচালনা করেন আমিনুল ইসলাম ও মহসিন। অনুষ্ঠানে সর্বস্তরের বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশী সপরিবারে অংশ নেন।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বাঙলাদেশী কমিউনিটির প্রশংসা করে বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য রাজ্যের মতো নিউজার্সীতেও বাংলাদেশী কমিউনিটির পরিধি বাড়ছে। বাংলাদেশীরা সিটি প্রশাসহ সহ মূলধারায় অবদান রাখছে। বক্তারা নিজের অধিকার সুদৃঢ় করতে ঐক্যবদ্ধ কমিউনিটির উপর গুরুত্বারোপ করেন।

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই আসুন

STAR Photography

শহরের সেরা ফটোগ্রাফার এবং ভিডিওগ্রাফার

হাই ডেফিনেশন কোয়ালিটি
কম দাম, দ্রুত ডেলিভারী
বিয়ে, জন্মদিন, বিজনেস পার্টি
কালচারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠান

Please contact for all Your Professional Photography Like events News Conference Wedding Reception & Modelling

NEHER SIDDIQUEE
917-476-6628, 718-371-8334
www.neherphotography.weebly.com

গ্রেটার বাফেলোর বাংলাদেশী কমিউনিটি সহ অন্যান্য খবর জানতে
বাফেলোর প্রথম এবং একমাত্র বাংলা সংবাদপত্র
বাফেলো বাংলা
পড়ুন
www.buffalobangla.com

হোমিও চিকিৎসা

এস.কে.শর্মা

D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA)
Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন। আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *গ্যাষ্টিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, Autism, Autistic, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার যে কোন স্টেট ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

Homeopathy & Herbal

72-08 Broadway, Jackson Heights, NY 11372
Cell: 917-285-4804
BUSINESS HOURS: MONDAY-SATURDAY 11:30AM-8PM, SUNDAY CLOSED

পার্কচেস্টারে

অভিজ্ঞ বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

এখানে বাংলাদেশী মহিলা গাইনোকলজিষ্ট, কার্ডিওলোজী, গ্যাস্ট্রো এন্ট্রোলজী, ফিজিক্যাল থেরাপী, পেইন ম্যানেজমেন্ট সহ সব ধরনের চিকিৎসা সুবিধা রয়েছে

ডা. আতাউল চৌধুরী (তুষার) এম.ডি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ (বোর্ড সার্টিফাইড)

ডা. মঞ্জিলা রহমান
গাইনোকলজিষ্ট

TEL: 917-634-9600
917-634-9601
FAX: 888-776-0872

We Provide EKG, Echocardiogram, TLC Exam, Different blood test and much more

1268 White Plains Road, Bronx, NY 10602
E-mail: nyccommunitymedicalcare@gmail.com
Web: www.nyccommunitymedicalcare.com
372 East 204th Street, Bronx, NY 10467

ALL YOUR NEED REAL ESTATE BUYING & SELLING.

▼ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে সব রকমের সহযোগিতা করে থাকি!
▼ অল্প ডাউন পেমেন্টে আপনিও বাড়ীর মালিক হতে পারেন!

Tusher Bhuiyan
Licensed Real Estate Agent

Century 21
Tri-Boro Terrace Realty
31-08, Astoria Boulevard, Astoria, New York, NY 11102
Business: (718) 721-2700, Ext. 19
Fax: (718) 721-7033
Cellular: (646) 732-9150
E-Mail: tusherb@aol.com

MLS
Each Office is Independently Owned and Operate

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE

Free Diabetic machine
সীমিত সময়ের জন্য 15% Off
Vitamins, Nutrition & Homeopathic

একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।

ASTORIA PHARMACY
30-14 30th Ave. Astoria, NY 11102
Ph: 718-278-3772
e-mail: rph@astoriapharmacy.com
www.astoriapharmacy.com

JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com

LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com

OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

বর্ণাঢ্য আয়োজনে ড্রামা সার্কল'র বাংলা নতুন বছর বরণ

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): বিগত বছরগুলোর মতো এবছরও বর্ণাঢ্য আয়োজনে বাংলা নতুন বছর ২০৩০ সালকে বরণ করে নিলো নিউইয়র্কে বাংলা সংস্কৃতি বিকাশে সুপরিচিত সংগঠন ড্রামা সার্কল। বর্সবলন উপলক্ষ্যে গত এর বর্ষবরণের গত ৩০ এপ্রিল রোববার সিটির কুইন্সপ্যালেসে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে প্রচন্ড বৃষ্টি উপেক্ষা করে বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশীর উপস্থিতি ছিলো লক্ষণীয়। আয়োজকদের দাবী অনুষ্ঠানে সর্বস্তরের ৫ শতাধিক প্রবাসীর উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি জমজমাট হয়ে উঠে। উল্লেখ্য, গত ২৯ বছর ধরেই ড্রামা সার্কল পহেলা বৈশাখের দিনই বর্ষবরণ অনুষ্ঠান আয়োজন করে আসছে। কিন্তু এবছর পবিত্র রমজানে পহেলা বৈশাখ পড়ার কারনে ঈদের এক সপ্তাহ পর অনুষ্ঠানটি আয়োজন করা হয়। এছাড়াও প্যান্ডামিক এর সময় গত দু'তিন বছর ছাড়া বাংলা বর্ষবরণ আয়োজন সম্ভব হয়নি। খবর ইউএনএ'র।

প্রবাসের সংস্কৃতিমনা বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অভিমত,ড্রামা সার্কল'র বাংলা বর্ষবরণ অনুষ্ঠান মানেই আড়ম্বরপূর্ণ আয়োজনে উৎসবের আমেজে নানান রঙের বর্ণিল অনুষ্ঠান। বৈশাখী পোষাকে, নববর্ষের সেরা সাজে বর্ণাঢ্য আয়োজন। অনুষ্ঠান জুড়েই ছিলো উৎসবের রঙ। সকলে মিলে আনন্দে উৎসবের মাধ্যমে বাংলা নতুন বছরকে স্বাগত জানানো।

এবারের বর্ষবরণ অনুষ্ঠানের কর্মসূচীর মধ্যে ছিলো পান্তা-ইলিশ ভোজ, শুভেচ্ছা বক্তব্য আর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এছাড়াও ছিলো ফেস পেইন্ট, বৈশাখী স্টল, পিঠার স্টল সহ নানান আয়োজন।

ড্রামা সার্কল'র সভাপতি আবীর আলমগীরের উপস্থাপনায় অনুষ্ঠানের শুরুতেই সন্ধ্যা ৭টায় পান্তা-ইলিশ ভোজ পর্বের সুচনা করেন সিনিয়র সাংবাদিক, সাপ্তাহিক পরিচয় সম্পাদক নাজমুল আহসান।

মূল অনুষ্ঠান শুরু হয় রাত ৮টায়। এসময় নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানিয়ে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ড্রামা সার্কল এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি এবং বাংলাদেশ সোসাইটি নিউইয়র্ক এর সাবেক সভাপতি ও নার্গিস আহমেদ। এরপর একে একে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন পরিচয় সম্পাদক নাজমুল আহসান, উৎসব.কম এর সিইও রায়হান জামান, টাউন এমডি মেডিক্যাল-এর রাহাত মুক্তাদির, সাপ্তাহিক নবযুগ সম্পাদক শাহাবুদ্দিন সাগর ও ইমিগ্র্যান্ট এল্ডার হোমকেয়ার এর ভাইস প্রেসিডেন্ট ও নিউজ প্রেজেন্টার শামসুন্নাহার নিম্মি, এটর্নী মঈন চৌধুরী, মোর্তুজা কামাল সিদ্দিকী, বাংলাদেশ সোসাইটি' সভাপতি আব্দুর রব মিয়া ও সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমিন সিদ্দিকী, আশা হোম কেয়ার-এর সিইও ইঞ্জিনিয়ার আকাশ রহমান ও নিউইয়র্ক স্টেট সিনেটর জন ল্যু। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বর্ষবরণ আয়োজন উপ কমিটির আহবায়ক রুকসান আরা ও সদস্য সচিব নিশাত খাজা।

সাংস্কৃতিক পর্বের শুরুতেই উদ্বোধনী বৈশাখী আয়োজনে সংগীত পরিবেশন করে ড্রামা সার্কল এর শিল্পীরা। বিশেষ পরিবেশনা 'বাংলার ঢোল' সমবেত ঢোল বাদনে অংশগ্রহন করে বাংলাদেশের তিন ঢুলি শফিকুল ইসলাম, মোবারক ইসলাম ও নজরুল ইসলাম। নৃত্য পরিবেশন করে বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব পারফর্মিং আর্টস-বিপা, নীলা ড্যান্স একাডেমী, অনুপ কুমার ড্যান্স একাডেমী ও অন্তরা সাহা ড্যান্স গ্রুপের শিল্পীরা। একক সঙ্গীত পরিবেশন প্রবাসের জনপ্রিয় শিল্পী করেন চন্দন চৌধুরী, লেমন চৌধুরী, তানভির শাহীন, ফারহানা তুলি, জাফরিন আবেদীন এবং আনোয়ারা আনা ও তার তিন পুত্র। শিল্পীদের গান বিশেষ করে নতুন প্রজন্মের কণ্ঠে বাংলা গান উপস্থিত সকলেই মুগ্ধ করে। কীবোর্ডে ছিলেন মাসুদ রানা এবং তবলা ও ঢোলে শফিক।

অনুষ্ঠানের আবৃত্তি পর্বে অংশ নেন বিশিষ্ট আবৃত্তিকার ডা. ফারুক আজম ও নাহরিন ইসলাম।

উল্লেখ্য, অনুষ্ঠানে পান্তা-ইলিশ ভোজের ইলিশ স্পন্সর করেন ইমিগ্র্যান্ট এল্ডার হোমকেয়ার-এর ভাইস প্রেসিডেন্ট শামসুন্নাহার নিম্মি ও সাপ্তাহিক নবযুগ সম্পাদক শাহাবুদ্দিন সাগর এবং পান্তা ও বিভিন্ন পদের ভর্তা স্পন্সর করে এআরএ রিয়েলটি সার্ভিসেস।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশী-আমেরিকান মালিকানাধীন ফ্রেশ পারাটার সৌজন্যে ৬ জন-কে সেরা সাজের জন্য বিশেষভাবে পুরষ্কৃত করা হয়। পোষাক পরিকল্পনা করে বাংলাদেশের 'গোধুলী-য়া'।

বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্‌ক

Bangladesh Society, Inc.

86-24 Whitney Avenue, Elmhurst, New York 11373 • Tel: 718-440-8547 • email: info@bangladeshsocietyinc.com • www.bangladeshsocietyinc.com

বিশেষ সাধারণ সভা

তারিখ : ০৫ জুন, ২০২৩ সোমবার সময় : বিকাল ৬টা

স্থান : কুইন্স প্যালেস, 37-11 57th St, Woodside, NY 11377

বাংলাদেশ সোসাইটির সম্মানিত আজীবন সদস্য ও নবায়নকৃত সাধারণ সদস্যবৃন্দ আসছে আগামী ৫ জুন, সোমবার বাংলাদেশ সোসাইটির গঠনতন্ত্রকে আরো যুগোপযোগী এবং শক্তিশালী করার লক্ষ্যে এক বিশেষ সাধারণ সভার আয়োজন করা হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ এই সাধারণ সভায় আপনাদের উপস্থিতি বিশেষভাবে কামনা করছি।

বিশেষ এই সাধারণ সভাটি ২৭ মে ২০২৩ পর্যন্ত যে সকল প্রবাসী সোসাইটির আজীবন সদস্য অথবা সাধারণ সদস্য পদ গ্রহণ করবেন কেবলমাত্র তাদের জন্য উন্মুক্ত থাকবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ- বাংলাদেশ সোসাইটির সাধারণ সদস্যদের মেয়াদ গত ৩১ ডিসেম্বর ২০২২ সালে শেষ হয়েছে। তাই বিশেষ এই সাধারণ সভায় অংশ নিতে ইচ্ছুক প্রবাসীদের অবশ্যই নতুন করে সাধারণ সদস্য বা আজীবন সদস্যপদ গ্রহণ করতে হবে ২৭ মে ২০২৩ এর মধ্যে।

আগামী ২৭ মে ২০২৩ এর মধ্যে গঠনতন্ত্র সংশোধনের জন্য যেকোনো মতামত বা পরামর্শ বাংলাদেশ সোসাইটির আজীবন সদস্য বা বর্তমানে একটিভ মেম্বার বৃন্দ গঠিত সংশোধনী কমিটি বা সোসাইটির কার্যকরী পরিষদের কর্মকর্তাদের কাছে লিখিতভাবে জানাতে পারবেন। ইমেলেও পাঠানো যাবে আপনার পরামর্শ বা মতামত info@bangladeshsocietyinc.com / akmrabby@aol.com কার্যকরী পরিষদ ও গঠনতন্ত্র সংশোধনী কমিটি কেবলমাত্র ২৭ মে ২০২৩ এর মধ্যে লিখিতভাবে প্রাপ্ত পরামর্শ এবং মতামত বিবেচনায় নিলে তা খসড়া আকারে বিশেষ সাধারণ সভায় উপস্থাপন করবে। উল্লেখ্য বিশেষ সাধারণ সভার দিন লিখিত বা মৌখিকভাবে কোন ধরনের সংশোধনী প্রস্তাব গ্রহণ করা হবে না।

অনুরোধক্রমে

মোহাম্মদ রব মিয়া
সভাপতি, ৯১৭-৫৪৪-২১৪২

এ কে এম ফজলে রাব্বী
চেয়ারম্যান, গঠনতন্ত্র সংশোধনী কমিটি
৯১৭-৭৪৭-৬৫৯৮

মোঃ রুহুল আমিন সিদ্দিকী
সাধারণ সম্পাদক, ৯১৭-৪৭৬-৫৩৮২

আনোয়ার হোসেন
সদস্য, গঠনতন্ত্র সংশোধনী কমিটি
৩৪৭-৪২৯-৫৯৩২

খোকন মোশারফ
সদস্য, গঠনতন্ত্র সংশোধনী কমিটি
৯১৭-৬০৯-৬০৮৩

আজিজুর রহমান
সদস্য, গঠনতন্ত্র সংশোধনী কমিটি
৬৪৬-৬৯১-০৬৩৩

মেহবুবুর রহমান (বাদল)
সদস্য, গঠনতন্ত্র সংশোধনী কমিটি
৩৪৭-৯৯৩-৬৪৬১

মোঃ মহিউদ্দিন দেওয়ান
সদস্য, গঠনতন্ত্র সংশোধনী কমিটি
৯১৭-৫২৩-১৩৪৪

ফারুক চৌধুরী
সদস্য, গঠনতন্ত্র সংশোধনী কমিটি
৯১৭-৬২৭-৩৮৭৭

প্রচারে: **রিজু মোহাম্মদ**, *প্রচার সম্পাদক*

SYLHET MOTORS

Getting Approved is EASY
BAD CREDIT ?
NO CREDIT ?
No Problem...

একটি বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান

QUALITY PRE-OWNED VEHICLES

YOU WORK
YOU DRIVE

Address: 161-05 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11432
Phone: 718-523-3044, www.sylhetmotors.com

অ্যাসাইলাম কঠোর করতে দুই দলের একই সুর

(প্রথম পাতার পর)

ও গুরুত্বপূর্ণ কিছু তারতম্য রয়েছে। কিন্তু উভয়ের বক্তব্যের শেষ সুর একই, অ্যাসাইলামের সুযোগ সীমিতকরণ।

আমেররিকান ইমিগ্রেশন কাউন্সিলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জর্জ লরির মতে, 'যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন নীতির এ এক নতুন ধারা।'

নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, বাইডেনের নতুন অ্যাসাইলাম নীতির চেয়ে জিওপি'র আনা নতুন বিল অনেক বেশি কড়া। বৃহস্পতিবার (১১ মে) সন্ধ্যায় তারা প্রতিনিধি সভায় যে বিলটি পাশ করিয়ে নিয়েছেন তাতে অ্যাসাইলামের অধিকার সবভাবেই কর্তন হবে। সীমান্ত অতিক্রম করে এসে এমন আশ্রয় প্রার্থনার জন্য সুযো-গটাই যাবে কমে। এমনকি সীমান্ত অতিক্রম করার ক্ষেত্রেই অনেক কড়াকড়ি আরোপ করা হবে। আর শেষ পর্যন্ত গিয়ে আবেদন করলেও চূড়ান্ত অ্যাসাইলমের অনুমোদনও মিলবে কম।

কিন্তু বাইডেনের পরিকল্পনায়ও নেই খুশি হবার মতো কিছু। এই পরিকল্পনার সঙ্গে ট্রাম্পের নেওয়া ট্রানজিট নিষেধাজ্ঞা নীতির রয়েছে যথেষ্ট মিল। বাইডেন নীতিতেও বলা হচ্ছে যারা এদেশে এসে শুরুতেই আবেদন দাখিল করবে না, কিংবা তাদের পুরো সফর পথে অন্যকোনো দেশে এমন আশ্রয় চেয়ে ব্যর্থ হয়েছে তাদের অনুমোদন মিলবে না।

এর মানে হচ্ছে কেউ সরাসরি বিমান ধরে যুক্তরাষ্ট্রে না পৌঁছালে অ্যাসাইলামের আবেদনের যোগ্যই হবে না। এর বাইরে একমাত্র মেক্সিকো ও কানাডা থেকে যারা গাড়ি চেপে সীমান্তে এসে পৌঁছাচ্ছেন ও অ্যাসাইলাম প্রার্থণা করছেন তাদের জন্য সুযোগটি থাকবে। ফলে ল্যাটিন আমেরিকার অন্যান্য দেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে এসে রাজনৈতিক আশ্রয়ের প্রার্থণা করার সুযোগ বাতিল হয়ে যাচ্ছে। কারণ এসব দেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা মেলাই দুষ্কর।

তারপরও হুড়হুড় করে ঢুকছে হাজারো অ্যাসাইলাম প্রার্থী

মেক্সিকো সীমান্ত দিয়ে গেলো সপ্তায় দিনে গড়ে ১০ হাজার করে অবৈধ প্রবেশ ঘটছে। যা অতীতের সব রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে। কোভিড প্যানডেমিকের সময়ে আরোপ করা সীমান্ত নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার পর এদেশে ঢুকে পড়ছেন এই অভিবাসন প্রত্যাশীরা।

বৃহস্পতিবার দিনগত রাত ১১ টা ৫৯ মিনিটে সীমান্তে নেওয়া নীতি 'টাইটেল ৪২'র সময়সীমা অতিক্রান্ত হয়। তার আগে থেকেই অংসখ্য অভিবাসন প্রত্যাশীর প্রবেশ শুরু হয়। তবে এসব সত্ত্বেও বাইডেন প্রশাসন বৃহস্পতিবার ঘোষণা দেয় 'টাইটেল ৪২' সীমান্ত কৌশল তুলে নেওয়া হচ্ছে।

এদিকে হাজার হাজার মানুষ মেক্সিকোর রিও গ্রান্ডে থেকে যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাসের ব্রাউনসভিলে নয়তো অন্য কোথাও ঢুকে পড়ছে। সীমান্ত দেয়াল থেকে ৮০০ কিলোমিটার বন্ধুর পথ পারি দিয়ে তারা এসে পৌঁছাছে প্রবেশ দ্বারে। বর্ডার প্যাট্রোল ও প্রসেসিং সেন্টারের কর্মকর্তারা এত মানুষের ঢল সামাল দিতে ব্যর্থ হচ্ছেন। অনেককেই তারা আদালতে হাজিরার সময় ও স্থান নির্ধারণ করে দিতে পারছেন না। ফলে কর্তৃপক্ষের কোনো ধরনের নির্দেশনা ছাড়াই মানুষগুলো মিশে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের জনসাধারণে। এদিকে পরিস্থিত নিয়ন্ত্রণে ফ্লোরিডার এটর্নি জেনারেলের আবেদনের প্রেক্ষিতে একটি কেন্দ্রীয় আদালতের বিচারক বৃহস্পতিবার দিনের পরের দিকে সীমান্তে এই প্রবেশ বন্ধের কথা বলেছেন।

এতে বাইডেন প্রশাসনের ওপর কিছুটা চাপ বেড়েছে। যদিও প্রশাসনের একজন উর্ধতন বারবারই বলছেন তারা এই চাপ নেওয়ার জন্য প্রস্তুত। এবং তাদের কাছে সীমান্ত কৌশল রয়েছে যা সীমান্তে অবৈধ প্রবেশ কমাবে।

'আগামী দিনগুলোতে আসন্ন এই চ্যালেঞ্জের ব্যাপারে আমাদের কড়া নজর রয়েছে এবং আমরা তা মোকাবেলায় প্রস্তুত'- হোয়াইট হাউসে বৃহস্পতিবার বলছিলেন হোমল্যান্ড সিকিউরিটি মন্ত্রী আলজান্দ্রো মায়োরকাস।

'গত প্রায় দুই বছর ধরে আমরা এই সময় ও পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছি, আমাদের পরিকল্পনা মোতাবেক কাজ চলছে, এবং তাতে ফল পাওয়া যাবে'- বলেন মায়োকাস।

গত তিন বছর ধরে সীমান্তে নিয়োজিত এজেন্টরা প্যানডেমিকের সময়ে ট্রাম্প প্রশাসনের নেওয়া বিশেষ নীতি মেনে আসছিলেন। এতে সীমান্ত পথে প্রবেশ বন্ধ রাখা হয়েছিলো। 'টাইটেল ৪২' নামে ওই বিশেষ নীতি এবার বদলে নতুন জরুরি নীতি প্রয়োগ করছে বাইডেন প্রশাসন। এতে সীমান্ত শীথিল করা হচ্ছে এবং কর্তৃপক্ষ যাতে অ্যাসাইলাম চাওয়া অবৈধ প্রবেশকারীতের ফেরত পাঠাতে পারে এবং অনেকেই যাতে যুক্তরাষ্ট্রে বৈধভাবে ঢোকার জন্য আবেদন করতে পারে সেই সুযোগ সৃষ্টি করা হচ্ছে।

এল পাসোতে হাজার হাজার অভিবাসী দুটি প্রধান গেটে জড়ো হচ্ছেন। ৪০ ও ৪২ নম্বর দেওয়া এই দুই প্রবেশ দ্বারের মধ্যে দুরত্ব ২ মাইল। দুই গেটের ওয়েটিং রুমে হাজার হাজার মানুষ অপেক্ষমান।

'আমাদের একটাই চাওয়া, আমরা সীমান্তের ওপারে যেতে হবে,' বলছিলেন ৪০ নং প্রবেশ দ্বারে অপেক্ষমান একজন। মাসাধিক কাল ধরে কয়েকটি দেশ পারি দিয়ে এই সীমান্তে অপেক্ষায় রয়েছেন তিনি।

তারা দুই ভাই সেখানে রয়েছেন। তাদের গলা বসে গেছে, চোখগুলো রক্তলাল হয়ে উঠেছে। ধুলাময় চারিদিক আর সূর্য্যের খরতাপে বিপর্যস্ত জীবন তাদের। বলছিলেন, এখানে সবকিছুই খুব ধীরগতিতে চলছে। এজেন্টরা একেকবার গেট খুলে ১০ থেকে ১৫ জন করে ভিতরে নিচ্ছেন এবং তাদের আবেদন প্রক্রিয়া শুরু করছে। কিন্তু যতক্ষণে ১০ জনের কাজ এগুচ্ছে ততক্ষণে এখানে এসে নতুন জড়ো হচ্ছে আরও ১০০ জন।

নতুন নীতির কারণেই এক সপ্তাহ ধরে সীমান্তে প্রবেশ রেকর্ড সংখ্যায় বেড়েছে। এদিকে যেহেতু কাগজপত্র না নিয়েই অনেকে ঢুকে পড়ছেন, তাদের আশঙ্কা শিগগিরই আবার তাদের ফেরত পাঠানো হবে।

তবে গত বুধবার বর্ডার প্যাট্রোল প্রধানের দফতর থেকে জারিকৃত একটি নোটিশে বলা হয়েছে অধিক ভীড় জমে যাওয়া প্রবেশদ্বারগুলোতে 'প্যারোল উইথ কন্ডিশন' শর্তে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে এবং নির্দেশ থাকছে ৬০ দিনের মধ্যে তারা তাদের গন্তব্যের নগরীগুলোতে ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দেখা করবে। এভাবে গত সপ্তাহে প্রতিদিন গড়ে ৮,৭৫০ জনকে ছাড় দিয়েছে বর্ডার প্যাট্রোল। এই সংখ্যা ২০১৯ সালে এই সঙ্কট শুরু হওয়ার আগের যে কোনো সময়ের চেয়ে দ্বিগুনেরও বেশি।

চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন নিউইয়র্কের ডেমোক্র্যাটরা

নিউইয়র্ক কংগ্রেসনাল ডেলিগেশনের ডেমোক্র্যাট সদস্যরা শুক্রবার বাইডেন প্রশাসনকে এই আহ্বান জানিয়েছে যে, যারা রাজনৈতিক আশ্রয়ের জন্য আবেদন করেছেন তারা যেনো কাজ করার সুবিধা পান। এই আইনপ্রণেতারা বলেছেন, আশ্রয়প্রার্থীদের কাজের অনুমতি মিলতে অযথা যাতে দেরি না হয় সেই আহ্বান জানানো হয়েছে।

অনেক রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থী কাজ করতে আগ্রহী এবং তারা তাদের কমিউনিটিতে অবদান রাখতে চান, প্রশাসনের কাছে ডেমোক্র্যাটদের পাঠানো একটি পত্রে এমনটাই বলা হয়েছে। বর্তমান ইমিগ্রেশন আইন অনুযায়ী রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থীদের আবেদনের পর ১৮০ দিন অতিক্রান্ত না হলে কাজের অনুমতি দেওয়া হয় না।

নিউইয়র্কের কংগ্রেশনাল ডেমোক্র্যাটসরা মনে করছেন, বাইডেন প্রশাসন এই অ্যাসাইলাম চাওয়া মানুষগুলোকে প্যারোলে এ দেশে থাকার অনুমতি দেয়, সে ক্ষেত্রে তাদের কাজের অনুমতির জন্য তাদের অপেক্ষমান রাখার প্রয়োজন নেই। অপেক্ষার জন্য বেধে দেওয়া ১৮০ থেকে ১৫০ দিনই বাদ দেওয়ার কথা বলছেন এই ডেমোক্র্যাটরা।

এম্পায়ার স্টেটের ডেমোক্র্যাট কংগ্রেশনাল এই ডেলিগেশনে সিনেটের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা চাক শুমারই রয়েছন। এছাড়াও রয়েছেন প্রতিনিধ সভার মাইনরিটি নেতা হাকিম জেফরি ও আলেক্সান্দ্রিয়া ওকাসিও করটেসের মতো জাতীয় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা।

আইন প্রণেতারা মনে করেন, এই ১৮০ দিন আশ্রয়প্রার্থীদের জীবন দুর্বিসহ হয়ে ওঠে এবং তাদের নানা ভাবে হেনস্ত হতে হয়।

তারা চিঠিতে আরও লিখেছেন, 'আশ্রয়প্রার্থীদের দ্রুত কাজ করার অনুমতি দিলে তা তাদের স্বাধীন জীবন দিতে যে এনজিওগুলো কাজ করছে তাদের ওপরও চাপ কমাবে। বরং তারা নিজেরাই যেমন কাজ করতে পারবেন তেমনি কাজের সুযোগও সৃষ্টি করতে পারবেন, বিনিয়োগ বাড়বে এবং তাতে অর্থনীতি চাঙা হবে।

জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা, ইন্‌ক
JALALABAD ASSOCIATION OF AMERICA, INC

সাধারণ সভা

তারিখ : ১১ জুন, ২০২৩ রবিবার সময় : বিকাল ৬টা
স্থান : কুইন্স প্যালেস, 37-11 57th St, Woodside, NY 11377

সম্মানিত জালালাবাদবাসী,
আগামী ১১ জুন, রবিবার জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার সাধারণ সভার আয়োজন করা হয়েছে। এই সভা কেবলমাত্র আজীবন সদস্য ও ২০২১ সালে নবায়নকৃত সদস্যদের জন্য উন্মুক্ত। উক্ত সাধারণ সভায় আপনাদের উপস্থিতি একান্তভাবে কাম্য।

আমন্ত্রণক্রমে

বদরুল খান
সভাপতি
৬৪৬-৮২৪-৪৮১৪

রোকন হাকিম
ভারপ্রাপ্ত-সাধারণ সম্পাদক
৯১৭-৩৬২-২৪৪২

মোঃ লোকমান হোসেন (লুকু), *সহ-সভাপতি (সিলেট জেলা)* • মোহাম্মদ শাহীন কামালী, *সহ-সভাপতি (সুনামগঞ্জ জেলা)* • মোঃ শফি উদ্দিন তালুকদার, *সহ-সভাপতি (হবিগঞ্জ)* • বশির খান, *সহ-সভাপতি (মৌলভীবাজার)* • মোহাম্মদ আলিম, *কোষাধ্যক্ষ* • হোসেন আহমদ, *সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক* • মান্না মুনতাসির, *ক্রীড়া সম্পাদক* • বুরহান উদ্দিন, *আইন ও আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক* • জাহিদ আহমেদ খান, *সমাজ কল্যাণ সম্পাদক* • সুতিপা চৌধুরী, *মহিলা বিষয়ক সম্পাদক* • হেলিম উদ্দিন, *কার্যকরী সদস্য (সিলেট জেলা)* • শামীম আহমেদ, *কার্যকরী সদস্য (সুনামগঞ্জ জেলা)* • দেলোয়ার হোসেন মানিক, *কার্যকরী সদস্য (হবিগঞ্জ জেলা)* • মিজানুর রহমান, *কার্যকরী সদস্য (মৌলভীবাজার জেলা)*

বোর্ড অব ট্রাষ্টি: বদরুন নাহার খান মিতা, অ্যাটর্নি মঈন চৌধুরী, সায়দুন নুর, কওছারুজ্জামান কয়েছ

প্রচারে: ফয়ছল আলম, *প্রচার ও দপ্তর সম্পাদক*

ঢাকাবাসীর আয়োজনে গিয়াস আহমেদ সংবর্ধিত

একটিই দাবী আ. লীগ সরকারের পদত্যাগ : ড. খন্দকার মোশাররফ

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): বিএনপি'র স্থায়ী কমিটির সদস্য, সাবেক মন্ত্রী ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন সহ কেন্দ্রীয় বিএনপি নেতৃবৃন্দ যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র কর্মকান্ডের প্রশংসা করে বলেছেন, মেখ হাসিনা সরকারের নিপীড়ন-নির্যাতনে আমাদের পিঠ দেয়ালে ঠেকে গেছে। দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় এখন আমাদের একটিই দাবী আওয়ামী লীগ সরকারের পদত্যাগ। ড. খন্দকার মোশাররফ শেখ হাসিনা সরকারের পতন না হওয়া পর্যন্ত ঐক্যদ্ধ হয়ে কাজ করার জন্য দলীয় নেতা-কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান। অপরদিকে গিয়াস আহমেদ সহ দলীয় নেতৃবৃন্দ যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র কমিটি দাবীর পাশাপাশি ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দও তাদের বক্তব্যে জিল্লু-গিয়াস ও মিল্টন ভূইয়ার নেতৃত্বে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র কমিটি গঠনের উপর গুরুত্বারোপ করেন। বক্তারা যুক্তরাষ্ট্র থেকে তিন বিএনপি নেতাকে কেন্দ্রীয় বিএনপি'র নির্বাহী কমিটির সদস্য মনোনীত করায় দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের প্রতি কতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক সিনিয়র সহ সভাপতি ও সাবেক আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক গিয়াস আহমেদ কেন্দ্রীয় বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য মনোনীত হওয়ায় ঢাকা জেলাবাসী'র পক্ষ থেকে তাকে সংবর্ধিত সভায় ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন সহ বক্তারা উপরোক্ত কথা বলেন। গত ৮ মে সোমবার রাতে নিউইয়র্কের উডসাইডের একটি মিলনায়তনে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সর্বস্তরের দলীয় নেতা-কর্মী ও প্রবাসীরা গিয়াস আহমেদকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান এবং ঢাকাবাসীর পক্ষ থেকে সম্মাণনা প্রদান করা হয়। খবর ইউএনএ'র।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ভার্চ্যুয়ালী যোগ দেন বিএনপি'র স্থায়ী কমিটির সদস্য, সাবেক মন্ত্রী ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন। এছাড়াও সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে ভার্চ্যুয়ালী যোগ দেন বিএনপি'র চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা ও সাবেক চীফ হুইপ জয়নাল আবেদীন ফারুক ও কেন্দ্রীয় বিএনপি'র যুগ্ম মহাসচিব ও ডাকসু'র সাবেক জিএস খায়রুল কবীর খোকন। সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় বিএনপি'র সহ আন্তর্জাতিক সম্পাদক বেবী নাজনীন, কেন্দ্রীয় জাসাস-এর আহ্বায়ক হেলাল খান, কেন্দ্রীয় বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদ্য মনোনীত সদস্য জিল্লুর রহমান জিল্লু ও মিজানুর রহমান ভূইয়া মিল্টন, যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র সাবেক সভাপতি আব্দুল লতিফ সম্রাট, সাবেক ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মোস্তফা কামাল পাশা বাবুল, সাবেক কোষাধ্যক্ষ জসিম ভূইয়া, বীর মুক্তিযোদ্ধা কাজী আজহারুল হক মিলন প্রমুখ। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে মঞ্চে উপবিষ্ট ছিলেন বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সভাপতি ও ট্রাষ্টি বোর্ড চেয়ারম্যান এম আজীজ, যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র সাবেক সহ সভাপতি মনজুর আহমেদ চৌধুরী, এডভোকেট জামাল আহমেদ জনি, এমদাদুল হক কামাল, মোঃ আনোয়ার হোসেন, বাবুল চৌধুরী, নিউইয়র্ক স্টেট বিএনপির আহবায়ক মাওলানা অলিউল্লাহ মোঃ আতিকুর রহমান, নিউইয়র্ক মহানগর বিএনপি'র (দক্ষিণ) আহবায়ক হাবিবুর রহমান সেলিম রেজা, নিউইয়ক মহানগর বিএনপি (উত্তর) সদস্য সচিব ফয়েজ চৌধুরী, গিয়াস আহমেদের নুসরাত নিপা প্রমুখ।

সাবেক ছাত্র নেতা আব্দুল বাসেতের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি ও যুবদলসহ বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত ও বিশেষ দোয়া মোনাজাত পরিচালনা করেন, মওলানা ড. আসরারুল হক। এরপর বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সঙ্গীত এবং বিএনপির দলীয় সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। যৌথভাবে সভা পরিচালনা করেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র সাবেক যুগ্ম সম্পাদক গিয়াস উদ্দিন, সংবর্ধনা আয়োজক কমিটির সদস্য সচিব সোহরাব হোসেন, প্রধান সমন্বয়কারী এজিএম জাহাঙ্গীর হুসাইন এবং যুগ্ম সদস্য সচিব গোলাম এন হায়দার মুকুট ও জাহাঙ্গীর আলম জয়। সভায় অতিথিবৃন্দ ছাড়াও অন্যান্যের মধ্যে আরো বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় যুবদলের সিনিয়র আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক আবু সাঈদ আহমেদ, সাবেক সহ আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক ও সিলেট জেলা বিএনপি'র উপদেষ্টা এম এ বাতেন, যুক্তরাষ্ট্র জাসাস-এর সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর সোহরাওয়ার্দী, যুক্তরাষ্ট্র ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক মাজারুল ইসলাম জনি, ওয়াশিংটন ডিসিতে আহত রিপন মিয়া প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে আরো উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক যথাক্রমে আনোয়ারুল ইসলাম, কাজী আজম ও ফিরোজ আহমেদ, স্বেচ্ছাসেবক দলের আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক মাকসুদ চোধুরী, বিএনপি নেতা মোশাররফ সবুজ, বদরুল হক আজাদ, সিরাজুল ইসলাম, ভিপি জহির মোল্লা, লং আইল্যান্ড বিএনপি'র সভাপতি মিয়া আলিম পাখী প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে ড. মোশাররফ হোসেন আরো বলেন, আওয়ামী লীগ যখনই ক্ষমতায় আসে তখনই গণতন্ত্র হত্যা করে। এই দলের কাছ থেকে কেউ গণতন্ত্র আশা করতে পারে না। বলেন, সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির নামে আওয়ামী লীগ '৭৩-৭৫ এ লুটপাট করেছে। আবার ক্ষমতায় এসে আওয়ামী লীগের নেতারা দেশের অর্থ লুট করে কানাডায় 'বেগমপাড়া' বানিয়েছেন। আওয়ামী লীগের লুটেরা আমেরিকায় বাড়ী বানাচ্ছেন। তিনি দেশের চলমান পরিস্থিতে সরকার পতনের জন্য বেগম খালেদা জিয়া ও তারেক রহমানের নেতৃত্বে দেশ ও প্রবাসের সকল জাতীয়তাবাদী, দেশপ্রেমিক ও গণতন্ত্রমনা সকল ব্যক্তি ও শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান।

জয়নাল আবেদীন ফারুক বলেন, দেশের জাতীয়তাবাদী রাজনীতিকে বেগম খালেদা জিয়া আর তারেক রহমান অপরিহার্য ব্যক্তি, আমরা অপরিহার্য নই। তারা যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র তিন নেতাকে মূল্যায়ন করেছেন। এখন আপনাদের দায়িত্ব কর্তৃত্ববাদী সরকারের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে প্রবাসে আন্দোলন-সংগ্রাম গড়ে তোলা। পাশাপাশি তিনি সরকার বিরোধী আন্দোলনে প্রবাসীদের ঐক্যবদ্ধ করা এবং যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র কমিটি গঠনে গিয়াস-জিল্লু-মিল্টন ভূইয়ার ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান।

খায়রুল কবীর খোকন বলেন, সরকারের হুমকী-ধুমকী-মামলা উপেক্ষা করে দেশকে রক্ষায় 'ফ্যাসিস্ট-স্বৈরাচার' শেখ হাসিনা সরকারের পতন ঘটিয়ে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করতে হবে। তিনি যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র তিন নেতাকে মূল্যায়ন করার জন্য দলীয় ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং ওয়াশিংটন ডিসিতে বিক্ষোভ-সমাবেশ সফল করায় প্রবাসী নেতৃবৃন্দকে অভিনন্দন জানান।

গিয়াস আহমেদ তার বক্তব্যে তাকে সংবর্ধিত করায় সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, আপনাদের ঋণ শোধ করার নয়। তিনি বলেন, দেশ-জাতি ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। দেশের দানবীয় কর্তৃত্ববাদী সরকারকে হঠাতে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন প্রয়োজন। শেখ হাসিনার সরকারকে হঠিয়ে জনগণের সরকার কায়েম করতে হবে। তিনি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নেতৃত্বে জাতীয় নির্বাচন দাবী করেন।

উল্লেখ্য, অনুষ্ঠানের সম্বর্ধিত অতিথি গিয়াস আহমেদকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানানোর সময় হট্টগোলের সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে গিয়াস আহমেদ সহ সিনিয়র নেতৃবৃন্দের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি শান্ত হয়। এছাড়াও মঞ্চে আসন সীমিত থাকায় সেখানে স্থান না পাওয়ায় অনেকের মাঝে ক্ষোভ বিরাজ করে। নৈশভোজের মাধ্যমে মধ্যরাতে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

এদিকে ঢাকাবাসীর পক্ষে প্রেরীত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, অতিথিবৃন্দ ছাড়াও গিয়াস আহমেদকে অভিনন্দন জানিয়ে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান লায়ন্স ক্লাবের ডেপুটি গভর্নর আসিফ বারী টুটুল, বীর মুক্তিযোদ্ধা মশিউর রহমান, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আব্দুর রহিম হাওলাদার ও সাবেক কোষাধ্যক্ষ মোহাম্মদ আলী, যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি নেতা ফারুক চৌধুরী, ভিপি জসিম, রাফেল তালুকদার, সৈয়দা মাহমুদা শিরিন, পারভেজ সাজ্জাদ, খলকুর রহমান, মিজানুর রহমান, ফারুক হোসেন মজুমদার, আমিনুল ইসলাম স্বপন, আমিনুল ইসলাম চৌধুরী, কাউসার আহমেদ, দেওয়ান কাউসার, শফিকুর রহমান দুলাল, স্বেচ্ছাসেবক দলের সাইফুর রহমান হারুন, রিয়াজ রহমান, ঢাকা জাতীয়তাবাদী ফোরামের নেতা মোহাম্মদ মহসিন, মুক্তিযোদ্ধা দলের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ সরুজজামান, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী এমএ খালেক, যবুদল নেতা মিজানুর রহমান মিজান, সারোয়ার খান বাবু, আমানত হোসেন আমান, আরাফাত রহমান কোকো পরিষদের সভাপতি শাহাদত হোসেন রাজু, প্রফেসর রফিকুল ইসলাম, সাদি মিন্টু, মোহাম্মদ নাইম, বাদল মীর্জা, শাহবাজ, আলমগীর মৃধা, রিয়াজ মাহমদু, সৈয়দ আকিকবু রহমান ফারুক, শেখ শাহজাহান, আব্দলু বাতেন সরকার, সিরাজলু ইসলাম খান, আনিসুর রহমান আল আমিন সুমন, মোঃ রুহুল আমিন, ইঞ্জিনিয়ার মাইনুদ্দিন মিয়াজী, দেওয়ান সাত্তার, নাসির উদ্দিন শরীফ, ইঞ্জিনিয়ার তাজলু ইসলাম, রাইসলু ইসলাম প্রিন্স, হাসান মাহমদু, মীর সাব্বির, বদরুল ইসলাম বাদল, দুলাল রেহেদু, মোস্তফা কামাল মুকুল, এম, এ শোয়েব, এম, এ করিম, সাইফুল ইসলাম, আজাদ রহমান, শাহিনুর রহমান, আজীদুর রহমান লিপন প্রমুখ।

গিয়াস আহমেদের রাজনৈতিক জীবন

গিয়াস আহমেদ ঢাকার দোয়ার থানা থানা ছাত্রদলের সভাপতি, রমনা থানা ছাত্রদলের সাংগঠনিক সম্পাদক, ঢাকা জেলা ছাত্রদলের সভাপতি হিসেবে এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে গুরত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করেন। বিএনপি'র চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়াকে দোহারে নিয়ে বিশাল জনসভা করাবার কারনে তৎকালীন সরকারী দলের লোকেরা তার বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করে। তখন তিনি নিজ বাড়ীতে ঘুমাতে পারেন নি। ফলে উচ্চ শিক্ষার জন্য তিনি যুক্তরাষ্ট্রে ষ্টুডেনট ভিসা নিয়ে আগমন করেন এবং যুক্তরাষ্ট্রে এরশাদ বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলেন এবং যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি ও ছাত্রদল গঠনে ভূমিকা রাখেন। যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি প্রতিষ্ঠার আগেই তার নেতৃত্বে ১৯৮৮ সালের মার্চ মাসে যুক্তরাষ্ট্র ছাত্রদল গঠন করা হয় এবং তিনি প্রথম সভাপতি নির্বাচিত হন। যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি গঠনেও তিনি অন্যতম ভূমিকা পালন করেন। যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির প্রথম আহবায়ক কমিটির তিনি অন্যতম সদস্য ছিলেন। তার নেতৃত্বে যুক্তরাষ্ট্র ছাত্রদল একটি শক্তিশালী সংগঠনে পরিণত হয়। যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি এবং ছাত্রদল ঐক্যবদ্ধভাবে হোয়াইট হাউজ, ক্যাপিটাল হিল এবং জাতিসংঘে এরশাদ বিরোধী আন্দোলন এবং বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। তিনি যুক্তরাষ্ট্র স্বেচ্ছাসেবক দলেরও প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক, নিউ ইয়ক ষ্টেট বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন। তিনি যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সিনিয়র সহ সভাপতি, ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। ১/১১ এর সময় বেগম খালেদা জিয়া তার নিজস্ব ক্ষমতাবলে গিয়াস আহমেদকে কেন্দ্রীয় বিএনপির আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক পদে নিয়োগ দেন। যা এখনো বাতিল করা হয়নি। সর্বশেষে দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান গিয়াস আহমেদকে কেন্দ্রীয় বিএনপির নির্বাহী কমিটির সদস্য মনোনীত করেন।

গিয়াস আহমেদ শুধু বাংলাদেশী রাজনীতির সাথেই যুক্ত নন। তিনি আমেরিকার মুলধারার রাজনীতির সাথেও জরিত। তিনি ২০০২ সালে নিউইয়ক ষ্টেট সিনেটর হিসেবে নির্বাচন করে আলোড়ন সৃষ্টি করেন। ২০০৪ সালে তিনি নিউইয়ক ষ্টেট অওাসেম্বলীম্যান হিসেবেও নির্বাচন করেন। তিনি বাংলাদেশ কংগ্রেসনাল ককাস গঠনে অগ্রনী ভুমিকা পালন করেন। তিনি বাংলাদেশ কংগ্রেসের প্রতিনিধি হিসেবে কংগ্রেসম্যান জোসেফ ক্রাউলি এবং কংগ্রেসম্যান গ্রেগরী মিক্সের সাথে বাংলাদেশে গমন করে বাংলাদেশের পক্ষে জোরালো ভূমিকা পালন করেন। জাতিসংঘের অর্থায়নে চট্টগ্রামে এশিয়ান উইম্যান ইউনিভার্সিটি গঠনেও তিনি গুরত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করেন। ছবি: নিহার সিদ্দিকী

জয়নাল-মুর্শেদ পরিষদের সংবাদ

(শেষের পাতার পর)

নিন্দা করেছেন। তারা বলেছেন, সহিদ ও সাব্বিররা পবিত্র মসজিদকে ধ্বংস করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে। তারা মসজিদের মঙ্গল চায় না। তাদের নাচ-গানে মানায় পবিত্র মসজিদের নেতৃত্বে মানায় না। মসজিটির পরিচালণা কমিটির স্থগিতকৃত নির্বাচন প্রসঙ্গে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে 'জয়নাল-মুর্শেদ' পরিষদের নেতৃবৃন্দ এসব কথা বলেন।

ব্রঙ্কসের পার্কচেষ্টারের গোল্ডেন প্যালেসে শনিবার আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে নেতৃবৃন্দ আরো বলেন, আমরা আশা করছি কোরবাণী ঈদের পর নির্বাচন হবে। বিজ্ঞ ভোটাররা যাদেরকে নির্বাচিত করবেন আমরা সেই ফলাফল মাথা পেতে নেবো। নির্বাচনের পর বর্তমান মসজিদ কমিটি সাথে সাথে নতুন কমিটির কাছে দায়িত্ব হস্তান্তর করবে। তবে নির্বাচনের দিন তারিখ নির্ধারন করার এখতিয়ার নির্বাচন কমিশনের।

সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন বর্তমান কমিটির সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ নুরুল আহিয়া, 'জয়নাল-মুর্শেদ' পরিষদের সভাপতি পদপ্রার্থী জয়নাল আবদীন চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী সৈয়দ শারফিন মুর্শেদ, বর্তমান কমিটির জুয়েল আহমেদ ও সহ সভাপতি আব্দুল মতিন। সংবাদ সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে তারেক আহমেদ, মোহাম্মদ ফটিক, আব্দুল সালাম, খলিলুর রহমান, মোঃ শাহিন মিয়া, মোঃ আরিফ চৌধুরী,তাজুল ইসলাম, আঃ হাই, ফারুক আহমেদ ও হোসেন চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ সম্মেলনে মোহাম্মদ নুরুল আহিয়া বলেন, সহিদ ও সাব্বিরদের বিভ্রান্তমূলক কর্মকান্ডে ভালো মানুষ মসজিদে আসতে নিরুৎসাহিত হচ্ছেন। আমরা মসজিদের ঐতিহ্য রক্ষার কাজে নিজেদের সর্মপন করেছি। জয়নাল-মুর্শেদ প্যানেল নির্বাচন করতে প্রস্তুত। মাননীয় আদালতের রায়ের প্রতি আমরা শ্রদ্ধাশীল। রায় অনুসারে ভোটার তালিকার মাধ্যমেই নির্বাচন হবে।

বর্তমান কমিটির কোষাধ্যক্ষ সৈয়দ শারফিন মুর্শেদ মসজিদের আয়-ব্যয়ের হিসেব কম্পিউটার স্ক্রিনে পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে তুলে ধরেন। এতে তিনি প্রতিটি আয় ও খরচের রিসিপ্ট সাংবাদিকদের প্রদর্শন করেন। তিনি বলেন, বিপক্ষ গ্রুপ পরাজয় নিশ্চিত জেনে মামলা দায়ের করে নির্বাচন স্থগিত করেছিল। তারা কমিউনিটিতে মামলাবাজ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছেন। মসজিদের ২০ বছরের সুনামকে তারা ধুলিসাৎ করেছেন। এর জবাব ভোটাররা আগামী নির্বাচনে দেবেন ইশাল্লাহ।

জর্ডানের মৃত্যু কাম্য নয়, মানসিকভাবে

(প্রথম পাতার পর)

কথাই আমি বলবো জর্ডান নিলির এমন মৃত্যু কাম্য নয়। মানসিক রোগাক্রান্ত এই মানুষগুলোকে আমরা সহায়তা দেওয়ার অনেক চেষ্টা করছি, তা সত্ত্বেও তাদের এমন মৃত্যু হচ্ছে।

গত ১ মে নগরীর সোহো এলাকায় এফ ট্রেনের ভেতর বিরক্তিকর বিভিন্ন আচরণ করার কারণে ট্রেনের যাত্রী একজন মেরিন ভেটেরান জর্ডানের গলা চেপে ধরলে তার মৃত্যু হয়। সত্যটি হচ্ছে, এমন জর্ডান আরও রয়েছে। এই মানুষগুলোর ভালোবাসা প্রয়োজন, তাদের যত্ন প্রয়োজন, তাদের প্রয়োজন চিকিৎসা ও সুরক্ষা, বলেন মেয়র।

এরিক অ্যাডামস বলেন, 'আমদের নিজেদের কেউ একজনকেই হত্যা করা হয়েছে। আমার মতোই একজন কৃষ্ণাঙ্গর মৃত্যু হয়েছে, একটি মানুষ যার নাম জর্ডান, আমি আমার ছেলেরও যে নাম রেখেছি, সেই মানুষটির মৃত্যু হয়েছে। একজন নিউইয়র্কারকের গলা চেপে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে। একজন মানুষকে হত্যা করা হয়েছে, যে শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত সাহায্যের জন্য আকুতি করে যাচ্ছিলো।'

মেয়র তার বক্তৃতায় নগরীতে মানসিকভাবে অসুস্থদের সেবা দেওয়ার বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। তিনি মেন্টাল হেলথ টাস্কফোর্সের কথা জানান এবং বলেন, যারা এই সেবা নিতে অনীহা দেখায়, তাদের কিভাবে সেবা নিশ্চিত করা যায়, সে নিয়েও কাজ করছে এই টাস্কফোর্স।

তবে তিনি স্বীকার করেন, আরও কিছু করার আছে। 'আমাদের যথার্থ অনুসন্ধান করতে হবে ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে, বলেন তিনি।

মারাত্মক মানসিক বিকারগ্রস্ততায় ভুগছেন যারা তাদের কিভাবে সেবা প্রক্রিয়ার মধ্যে আনা যায় সে নিয়ে কাজ চলছে বলে জানান মেয়র এরিক। এ জন্য আরও বরাদ্দ দিতে গভর্নর ক্যাথি হোকুলের প্রতি আহ্বান জানান মেয়র।

অ্যাডামস বলেন, মানসিকভাবে অসুস্থ এই মানুষগুলো কোনো না কোনোভাবে সহিংসতার সাথে সংশিষ্ট। কোথাও তারা নিজেরাই সহিংসতা করছেন, কোথাও তারা হচ্ছেন সহিংসতার শিকার। সিটিকেই এ ব্যাপারে কাজ করতে হবে।

পতাকা অর্ধনমিত নিউইয়র্কে

(প্রথম পাতার পর)

আমাদের করতেই হবে, বলেন গভন্নর। এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, আমার নিজের শহরের মানুষগুলোর জন্য সেখানে পরিবারগুলোর যারা প্রিয়জনকে হারিয়েছেন ওই হামলায় তাদের জন্য আমি হৃদয় থেকে বেদনা অনুভব করি। পূর্ববাফেলোর যারা তাদের প্রিয়জনকে হারিয়েছে তাদের পাশে আমরা থাকবো।

প্রধান প্রধান স্থাপনা যেখানে কমলা রঙ ছড়ানো হয় সেগুলো হচ্ছে-

- ওয়াল ট্রেড সেন্টার
- কসিয়াসকো ব্রিজ
- দ্য এইচ কার্ল ম্যাককাল এসইউএনওয়া বিল্ডিং
- আলফ্রেড ই. স্মিথ স্টেট অফিস বিল্ডিং
- এমপায়ার স্টেট পাজা
- নায়াগ্রা ফলস
- গ্রান্ড সেন্ট্রাল টার্মিনাল
- অলবেনি ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট গেটওয়ে
- এমটিএ-এলআইআরআর পেন স্টেশন
- ফেয়ারপোর্ট লিফ্‌ট ব্রিজ

উল্লেখ্য, ২০২২ সালের ১৪ মে বাফেলোর টপস ফ্রেন্ডলি মার্কেটে ভয়াবহ ওই বন্দুক হামলা চালানো হয়। জাতিগত বিদ্বেষ থেকেই এক শ্বেতাঙ্গ যুবক ওই হামলা চালায়। গত ফেব্রুয়ারীতে ওই বন্দুকধারীর যাবজ্জীবন কারাদন্ড হয়। ওই ঘটনার পর নিউইয়র্ক কর্তৃপক্ষ ২১ বছরের নিচে কারো কাছে আধাস্বয়ংক্রিয় অস্ত্র বিক্রিতে নিষেধাজ্ঞা আনে। জুনে প্রেসিডেন্ট কিছু কিছু শর্ত শিথিল করে অস্ত্র সহিংসতা বিলে স্বাক্ষর করেন।

মোটা মানুষদের বৈষম্য নয়

(প্রথম পাতার পর)

পাস হয়। বিলটি জাতি, লিঙ্গ বিভাজন, লিঙ্গ পরিচয় ও জাতীয়তার মতো সুরক্ষিত বলে বিবেচিত হবে এবং অধিবাসীদের শনাক্তকরণ তালিকায় ওজন ও উচ্চতার তথ্য সংযোজনের জন্য থাকা আগের আইনটি সংশোধন করবে।

আইনটির পৃষ্ঠপোষক কাউন্সিলের সদস্য শন আব্রেউ বলেছেন, 'ভিন্ন ধরনের শারীরিক গঠনের মানুষদের কেবল তাঁদের প্রাপ্য চাকরি ও পদোন্নতি থেকেই বঞ্চিত করা হয় না, বরং তাঁদের পুরো অস্তিত্বকেও সমাজ অস্বীকার করে। এ ধরনের ভ্রান্ত ধারণার জন্য কোনো আইনি প্রতিকার ছিল না।' এ ধরনের সুরক্ষা দেয়, এ রকম শহরের তালিকায় নতুন করে নিউইয়র্ক যুক্ত হচ্ছে। মিশিগান হলো একমাত্র রাজ্য, যেখানে স্পষ্টভাবে স্থুলতা বৈষম্য নিষিদ্ধে একটি আইন আছে। আর ওয়াশিংটনের একটি আদালত রায় দিয়েছেন, স্থূলতা বৈষম্য প্রতিবন্ধীকর্মীদের জন্য থাকা আইনের অধীন বিবেচনা করা হবে। দেশের আরও কয়েকটি রাজ্য এ বিষয়ে আইন প্রবর্তনের কথা ভাবছে, বলেন শন আব্রেউ।

নিউইয়র্ক সিটি বিলে উদাহরণ হিসেবে এমন কিছু চাকরির কথা তুলে ধরা হয়েছে যেগুলোতে নির্ধারিত উচ্চতা বা ওজন থাকা চাকরির অন্যতম শর্ত।

এর আগে নিউইয়র্ক সিটির মেয়র এরিক অ্যাডামস স্থূলতার ওপর ভিত্তি করে মানুষের সঙ্গে বৈষম্যমূলক আচরণের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন। যা এবার বিল আকারে পাশ করা হলো।

অ্যাসাইলাম প্রার্থীদের কাজের অনুমতি দিতে নিউইয়র্কের ডেমোক্র্যাট নেতাদের দাবী

(প্রথম পাতার পর)

করেছেন তারা যেনো কাজ করার সুবিধা পান। এই আইনপ্রণেতারা বলেছেন, আশ্রয়প্রার্থীদের কাজের অনুমতি মিলতে অযথা যাতে দেরি না হয় সেই আহ্বান জানানো হয়েছে। অনেক রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থী কাজ করতে আগ্রহী এবং তারা তাদের কমিউনিটিতে অবদান রাখতে চান, প্রশাসনের কাছে ডেমোক্র্যাটদের পাঠানো একটি পত্রে এমনটাই বলা হয়েছে। বর্তমান ইমিগ্রেশন আইন অনুযায়ী রাজনৈতিক আশশ্রয়প্রার্থীদের আবেদনের পর ১৮০ দিন অতিক্রান্ত না হলে কাজের অনুমতি দেওয়া হয় না।

নিউইয়র্কের কংগ্রেশনাল ডেমোক্র্যাটসরা মনে করছেন, বাইডেন প্রশাসন এই অ্যাসাইলাম চাওয়া মানুষগুলোকে প্যারোলে এ দেশে থাকার অনুমতি দেয়, সে ক্ষেত্রে তাদের কাজের অনুমতির জন্য তাদের অপেক্ষমান রাখার প্রয়োজন নেই। অপেক্ষার জন্য বেধে দেওয়া ১৮০ থেকে ১৫০ দিনই বাদ দেওয়ার কথা বলছেন এই ডেমোক্র্যাটরা।

এম্পায়ার স্টেটের ডেমোক্র্যাট কংগ্রেশনাল এই ডেলিগেশনে সিনেটের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা চাক শুমারই রয়েছন। এছাড়াও রয়েছেন প্রতিনিধ সভার মাইনরিটি নেতা হাকিম জেফরি ও আলেক্সান্দ্রিয়া ওকাসিও করটেসের মতো জাতীয় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা। আইন প্রণেতারা মনে করেন, এই ১৮০ দিন আশ্রয়প্রার্থীদের জীবন দুর্বিসহ হয়ে ওঠে এবং তাদের নানা ভাবে হেনস্ত হতে হয়।

তারা চিঠিতে আরও লিখেছেন, 'আশ্রয়প্রার্থীদের দ্রুত কাজ করার অনুমতি দিলে তা তাদের স্বাধীন জীবন দিতে যে এনজিওগুলো কাজ করছে তাদের ওপরও চাপ কমাবে। বরং তারা নিজেরাই যেমন কাজ করতে পারবেন তেমনি কাজের সুযোগও সৃষ্টি করতে পারবেন, বিনিয়োগ বাড়বে এবং তাতে অর্থনীতি চাঙা হবে।

মোখা আঘাত হেনেছে মিয়ানমারে

(প্রথম পাতার পর)

কারণে বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। মোখা দুর্বল হওয়া এবং বাংলাদেশে ক্ষয়ক্ষতি কম হওয়ার কারণ হিসেবে তিনটি বিষয় তুলে ধরেছেন আবহাওয়া অধিদপ্তরের আবহাওয়াবিদেরা।

প্রথমত, ঘূর্ণিঝড় গতিপথের বাঁ দিকের আঘাতে ক্ষয়ক্ষতি কম হয়। বাংলাদেশের সেন্ট মার্টিনের ওপর দিয়ে গেছে মোখার কেন্দ্রের বাঁ দিক। দ্বিতীয়ত, সেন্ট মার্টিনে দুপুর ১২টা থেকে বেলা ৩টার মধ্যে মোখার কেন্দ্র অতিক্রম করে। তখন ছিল ভাটার সময়। এতে জলোচ্ছ্বাসের মাত্রা কমে যায়। তৃতীয়ত, ভারী বৃষ্টি যেহেতু হয়নি, তাই পাহাড়ে ভূমিধস হয়নি।

মোখা কীভাবে দুর্বল হয়ে গেল, তার ব্যাখ্যা জানান আবহাওয়া অধিদপ্তরের পরিচালক মো. আজিজুর রহমান। তিনি বলেন, সাগরে অবস্থানকালে ঘূর্ণিঝড়টির কেন্দ্রে বাতাসের গতি ঘণ্টায় ২১৫ কিলোমিটার পর্যন্ত উঠেছিল। এটির অগ্রভাগ শনিবার রাতে স্থলভাগে উঠে যায়। তখন ঘূর্ণিঝড়টির 'বডির' (মোট আয়তন) ৫০ শতাংশের সঙ্গে ভূমির মিথস্ক্রিয়া হচ্ছিল। আর পাহাড় ও গাছপালার কারণে শক্তি কমছিল।

আজিজুর রহমান বলেন, ঘূর্ণিঝড় যখন সাগরে থাকে, তখন জলীয় বাষ্প গ্রাস করে শক্তি অর্জন করে। ভূমিতে উঠে আসার পর আর ঘূর্ণিঝড় শক্তি অর্জন করতে পারে না।

আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে, রোববার (১৪ মে) ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানার পর সেন্ট মার্টিনে বাতাসের সর্বোচ্চ গতিবেগ রেকর্ড করা হয়েছে ঘণ্টায় ১৪৭ কিলোমিটার, সেটা বেলা ২টা ২০ মিনিটে। দেশের অন্য উপকূল এলাকায় বাতাসের গতি ছিল এর চেয়ে অনেক কম। যেমন টেকনাফে ছিল সর্বোচ্চ ঘণ্টায় ১১৫ কিলোমিটার।

কক্সবাজার জেলা প্রশাসনের প্রাথমিক হিসাবে, ঘূর্ণিঝড়ে দুর্গত মানুষের সংখ্যা ৩ লাখ ৩৪ হাজার ৬২০। সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত ঘরবাড়ির সংখ্যা ২ হাজার ২২, যেগুলো ঝুপড়ি। আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ১০ হাজার ৪৬৯টি ঘরবাড়ি। এতে ঝড়ে কারও মৃত্যু হয়নি। নিখোঁজও নেই। স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, প্রশাসন ও বাসিন্দাদের প্রাথমিক তথ্য হলো, বিভিন্ন জায়গায় গাছ উপড়ে গেছে, ডালপালা ভেঙে পড়েছে। সেন্ট মার্টিনে ১০ থেকে ১৫ জন আহত হওয়ার খবর জানিয়েছেন স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান। স্থানীয় লোকজন জানান, এক নারীর অবস্থা আশঙ্কাজনক। গাছের ডাল ভেঙে মাথায় পড়লে তিনি মারাত্মক আহত হন।

রোহিঙ্গা ক্যাম্পেও কোনো মৃত্যুর ঘটনা ঘটেনি বলে রোববার রাত পৌনে আটটায় জানান শরণার্থী, ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কার্যালয়ের অতিরিক্ত কমিশনার মোহাম্মদ সামছু-দ্দৌজা। কার্যালয় সূত্র জানায়, রোহিঙ্গা শিবিরে ২ হাজার ৫৪৮টি ঘর বিধ্বস্ত অথবা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আহত হয়েছেন ৭ রোহিঙ্গা। তাঁদের প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া ৩২টি শিক্ষাকেন্দ্র (লার্নিং সেন্টার), ২৯টি মসজিদ ও মক্তব এবং ২০টি নলকূপ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

মিয়ানমারের আবহাওয়া বিভাগের বরাত দিয়ে বার্তা সংস্থা অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস (এপি) রোববার সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টার দিকে এক প্রতিবেদনে জানায়, ঘূর্ণিঝড় মোখা মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে আঘাত করে। এতে অন্তত তিনজনের মৃত্যু হয়েছে।

মিয়ানমারের সামরিক বাহিনীর তথ্যকেন্দ্রের বরাত দিয়ে এপি আরও জানিয়েছে, রাখাইনে ঘরবাড়ি বিধ্বস্ত হয়েছে, বিদ্যুতের খুঁটি উপড়ে গেছে, মোবাইল ফোন নেটওয়াকের্র টাওয়ার ভেঙে গেছে এবং কোনো কোনো এলাকা জলোচ্ছ্বাসের পানিতে ডুবে গেছে।

মিয়ানমারে জাতিসংঘের আবাসিক প্রতিনিধি রামানাথন বালাকৃষ্ণ রয়টার্সকে বলেছেন, রাখাইনে আগে থেকেই মানবেতর অবস্থা বিরাজ করছিল, সেখানে ঘূর্ণিঝড়ের আঘাত দুঃস্বপ্নের মতো পরিস্থিতি তৈরি করেছে। তিনি বলেন, দুর্যোগময় পরিস্থিতির কারণে হাজার হাজার মানুষের খাপ খাওয়ানোর ক্ষমতা আগেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। তারাই আবার ঘূর্ণিঝড়ের ক্ষতিতে পড়েছে।

সাগরে শক্তি ছিল বেশি

আবহাওয়া অধিদপ্তর মাসের শুরুতেই জানিয়েছিল, এ মাসে বঙ্গোপসাগরে একটি ঘূর্ণিঝড়ের আশঙ্কা আছে। ৮ মে বঙ্গোপসাগরে লঘুচাপ তৈরি হয়। পরে সেটি নিম্নচাপ, গভীর নিম্নচাপে পরিণত হয়ে গত বৃহস্পতিবার সকালে ঘূর্ণিঝড়ে রূপ নেয়। ইয়েমেনের দেওয়া নাম অনুসারে এটির নাম আগেই মোখা রাখা হয়েছিল। গত বৃহস্পতিবার রাতে দেওয়া আবহাওয়া অধিদপ্তরের বিশেষ বিজ্ঞপ্তিতে (৭ নম্বর) ঝড়টিকে প্রবল ঘূর্ণিঝড় হিসেবে উল্লেখ করা হয়।

পরদিন শুক্রবার ঝড়টিকে অতিপ্রবল ঘূর্ণিঝড় হিসেবে চিহ্নিত করে আবহাওয়া অধিদপ্তর। চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার সমুদ্রবন্দরে দেওয়া হয় ৮ নম্বর মহাবিপৎসংকেত। শনিবার আবহাওয়া অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে কক্সবাজারে ১০ নম্বর মহাবিপৎসংকেত এবং ১১টি জেলায় ৮ নম্বর মহাবিপৎসংকেত জারি করা হয়।

কক্সবাজার ও চট্টগ্রামের উপকূলে স্বাভাবিক জোয়ারের চেয়ে ৮ থেকে ১২ ফুট উচ্চতার এবং ১০ জেলায় ৫ থেকে ৭ ফুট উচ্চতার জলোচ্ছ্বাসের আশঙ্কার কথাও বলা হয়েছিল আবহাওয়া অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে। পূর্বাভাস ছিল, মোখার অগ্রভাগ শনিবার রাতে উপকূলে আঘাত করবে। এ কারণে সরকারের পক্ষ থেকে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার মানুষকে আশ্রয়কেন্দ্রে যেতে বলা হয়। দেশের ১৩ জেলায় ৬ হাজার ৯৮৩টি আশ্রয়কেন্দ্র খোলা হয়। সেন্ট মার্টিনে ৮ হাজারের বেশি মানুষকে হোটেল ও রিসোর্টে রাখার ব্যবস্থা নেওয়া হয়। রোহিঙ্গাদের জন্য আশ্রয়শিবিরের ভেতরে আশ্রয়ের ব্যবস্থা রাখা হয় এবং স্বেচ্ছাসেবক প্রস্তুত রাখা হয়।

মানুষ আশ্রয়কেন্দ্রে গিয়েছিল। তবে গতকাল সকালে পরিস্থিতি খুব একটা খারাপ না দেখে অনেকে আশ্রয়কেন্দ্র থেকে বাড়ি যান। যেমন টেকনাফের শাহপরীর দ্বীপের পাঁচটি আশ্রয়কেন্দ্র ঘুরে বেলা ১১টার কাছাকাছি সময়ে দেখা যায়, খুব বেশি মানুষ নেই। যাঁরা ছিলেন, তাঁরা জানান, বাড়ির পরিস্থিতি, গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির অবস্থা দেখতে অনেকেই বাড়ি গেছেন। কিন্তু দুপুর সাড়ে ১২টার পর থেকে বাতাসের গতি বাড়তে থাকে। বৃষ্টিও বাড়ে। তখন আবার আশ্রয়কেন্দ্রে আসা মানুষের সংখ্যা বাড়তে থাকে। কেউ কেউ তীব্রগতির বাতাসের মধ্যে শিশুদের নিয়ে আশ্রয়কেন্দ্রে যান।

আবহাওয়া অধিদপ্তর রোববার সকাল পৌনে নয়টায় দেওয়া ১৮ নম্বর বিশেষ বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, মোখার অগ্রভাগ কক্সবাজার ও উত্তর মিয়ানমার উপকূল অতিক্রম করতে শুরু করেছে। তখন উপকূলে ঝোড়ো হাওয়া ও হালকা বৃষ্টি হচ্ছিল। সন্ধ্যায় আবহাওয়া অধিদপ্তরের পরিচালক আজিজুর রহমান প্রথম আলোকে বলেন, ঘূর্ণিঝড়ের কেন্দ্র সেন্ট মার্টিন দ্বীপ অতিক্রম করে দুপুর ১২টা থেকে বেলা ৩টার মধ্যে। এর ব্যাস ছিল ৭৪ কিলোমিটার। শেষটা গেছে এর পরপর। এ সময় জলোচ্ছ্বাস না হলেও পানির উচ্চতা ছিল অনেক বেশি। সেন্ট মার্টিন দ্বীপের বাসিন্দারা তীব্র বেগে বাতাসের কথা জানিয়েছেন। তাঁরা আরও বলেছেন, দ্বীপের নিচু এলাকার কোথাও কোথাও পাবিত হয়েছে।

সেন্ট মার্টিন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মুজিবুর রহমান রোববার বিকেলে বলেন, বেলা দুইটার পর প্রবল গতিবেগে ঝোড়ো হাওয়াসহ বৃষ্টি শুরু হয়। বিকেল চারটা পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকে।

ছয়টায় উপকূল অতিক্রম শেষ

আবহাওয়া অধিদপ্তর রোববার সন্ধ্যায় ২২ নম্বর বিশেষ বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, অতিপ্রবল ঘূর্ণিঝড় মোখা সন্ধ্যা ছয়টায় উপকূল অতিক্রম করেছে এবং দুর্বল হয়ে মিয়ানমারের সিটুয়েতে স্থল গভীর নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে। এটি বৃষ্টি ঝরিয়ে ধীরে ধীরে দুর্বল হতে পারে। একই বিজ্ঞপ্তিতে কক্সবাজারের ১০ নম্বর মহাবিপৎসংকেত নামিয়ে তার পরিবর্তে ৩ নম্বর স্থানীয় সতর্কসংকেত দেখাতে বলা হয়। চট্টগ্রাম ও পায়রা সমুদ্রবন্দরকে ৮ নম্বর মহাবিপৎসংকেত নামিয়ে দেখাতে বলা হয় ৩ নম্বর স্থানীয় সতর্কসংকেত। মোংলা সমুদ্রবন্দরকেও একই সংকেত দেখাতে বলা হয়, যা এর আগে ছিল ৪ নম্বর।

উত্তর বঙ্গোপসাগরে অবস্থানরত মাছ ধরার সব নৌকা ও ট্রলারকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত নিরাপদ আশ্রয় থাকতে বলা হয় আবহাওয়া অধিদপ্তরের ২২ নম্বর বিজ্ঞপ্তিতে। এতে আরও জানানো হয়, এই 'সিরিজে' আর কোনো বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হবে না।

Flight
LOWEST PRICE CHALLENGE
GLOBAL
NY 1 TRAVELS, INC
আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীন
ফ্লাইটের টিকেট
সুলভ মূল্যে ক্রয় করুন
বাংলাদেশের ফ্লাইটের টিকেটে
রয়েছে বিশেষ ছাড় !!!
MIRZA M ZAMAN
37-18 74th Street, Suite # 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 646-750-0632
E-mail: globalnytravels@gmail.com

COMPUTER IT TRAINING
& JOB PLACEMENT
MyTechUSA
"YOUR DREAM BECOME TRUE"
Why "MyTechUSA"
• We "MyTechUSA" Company is taking our community members IT career dream on our Shoulder to make it real!
• After Job Placement we provide continuous support to our students while they are on the Job!
• Our courses are very much affordable! We Pay $500 referral bonus.
• We don't leave our students alone OR leave them behind from the beginning till the end of the course!
DATABASE
ADMINISTRATION
ENGINEERING
Microsoft
SQL Server
ORACLE
Azure
mongoDB
NoSQL
Please Contact:
Zia Uddin Ahamed
CEO & President
Phone: 347-597-0885
571-208-5450
813-767-4600
E-mail: ziaahamed@ymail.com

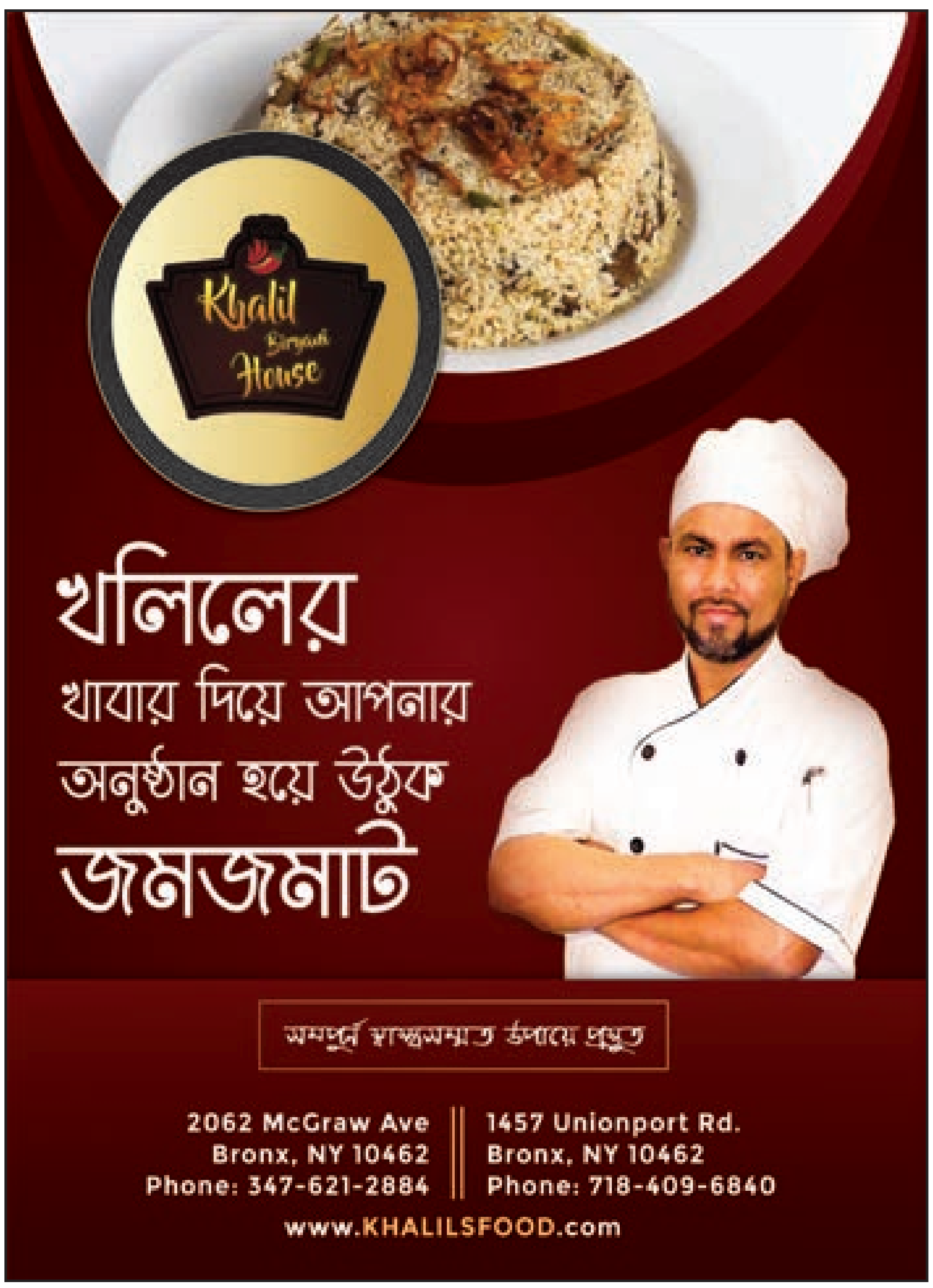

Khalil Biryani House
খলিলের
খাবার দিয়ে আপনার
অনুষ্ঠান হয়ে উঠুক
জমজমাট
সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে প্রস্তুত
2062 McGraw Ave
Bronx, NY 10462
Phone: 347-621-2884
1457 Unionport Rd.
Bronx, NY 10462
Phone: 718-409-6840
www.KHALILSFOOD.com

PEOPLE TECH
DevOps
Scrum Master
& Product Owner
[100% Scholarship for Training & Job Placement, Condition applied]
Saturday & Sunday
9:00 AM To 2:00 PM Starting from
NOV 02 2019
Saturday & Sunday
2:30 PM To 7:30 PM Starting from
NOV 02 2019
Software Testing [QA] Training & Job Placement
New York In Class Batches
Weekend Morning
9:00 AM To 2:00 PM
Selenium Starting from
October 19, 2019
Weekdays Evening
6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from
October 22, 2019
VA In Class Batches
Weekend Morning
9:00 AM To 2:00 PM
Selenium Starting from
November 16, 2019
Weekdays Evening
6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from
November 26, 2019
www.piit.us

VIVID MORTGAGES® INC.

Crystal Clear Loans®

আপনার স্বপ্নের বাড়ি

ট্যাক্স রিটার্ন ছাড়াই
১ বছর ট্যাক্স রিটার্ন
তুলনামূলক সুদের হার
সর্বনিম্ন ৩.৫% ডাউন পেমেন্ট

আমরা ইসলামিক লোন করি

বিনামূল্যে পরামর্শ ও প্রি-এপ্রুভালের জন্য যোগাযোগ করুন
হোপ সেকিজি NMLS# 244341

Phone: 718-831-2800, Fax: 718-831-2100, Toll Free 800-880-8557

hope@vividmortgages.com
www.vividmortgages.com

VIVIDMORTGAGES

YOUR DREAM HOUSE

No Tax Returns
1 Year Tax Return
Copmpetitive Interest Rates
Down Payment
as low 3.5%

For Free consultation & Pre-Approval

Hope Sekezi : NMLS # 244341

Phone: 718-831-2800, Fax: 718-831-2100, Toll Free 800-880-8557

hope@vividmortgages.com www.vividmortgages.com

211-35 Jamaica Ave. Queens Village, NY 11428

REGISTERED MORTGAGE BROKER NYS DEPARTMENT OF FINANCES SERVICES NMLS # 1279925
ALL LOANS APPROVED THROUGH 3RD PARTY PROVIDERS

vividmortgages is registered Traders of vivid mortgage Inc All rights reserved

EQUAL HOUSING OPPORTUNITY

জান্নাতী, জাহান্নামী ও শয়তান

(শেষের পাতার পর)

সংলাপের বর্ণনা করেছেন। তবে সর্ব প্রথমেই আমরা আল-কুরআন থেকে জেনে নিব দুনিয়ার জীবনে কোন কর্মপন্থা গ্রহণ করলে, জাহান্নামের স্বাদ আস্বাদন করতে হবে আবার কোন কর্মপন্থা ও কর্মনীতি অবলম্বন করলে সীমাহীন নিয়ামতের চিরস্থায়ী জান্নাতে প্রবেশ করা যাবে।

কারা জাহান্নামের বাসিন্দা হবে:-আল্লাহ তা'আলা বলেন:"নিশ্চিতভাবে জেনে রাখো, যারা আমার আয়াতসমুহকে (আল-কুরআনকে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে এবং এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে, তাদের জন্য আকাশের দরজা খুলবে না। তাদের জান্নাতে প্রবেশ এমনই অসম্ভব ব্যাপার যেমন সুঁচের ছিদ্রে উট প্রবেশ করানো। অপরাধীরা আমার কাছে এভাবেই বদলা পেয়ে থাকে। তাদের জন্য বিছানাও হবে জাহান্নামের এবং ওপরের আচ্ছাদনও হবে জাহান্নামের। এ প্রতিফল জালেমদের দিয়ে থাকি।" (সুরা আরাফ ঃ ৪০-৪১)

কারা জান্নাতের অধিকারী হবে:-"অন্যদিকে যারা আমার আয়াত মেনে নিয়েছে এবং সৎকাজ করেছে–আর এ পর্যায়ে আমি কাউকে তার সামর্থের অতিরিক্ত দায়িত্ব অর্পণ করি না–তারা হচ্ছে জান্নাতবাসী। সেখানে তারা থাকবে চিরকাল। তাদের মনে পরস্পরের বিরুদ্ধে যা কিছু গ্লানি থাকবে তা আমি বের করে দিবো। তাদের নিম্নদেশে ঝর্নাধারা প্রবাহিত হবে এবং তারা বলবেঃ "প্রশংসা সব আল্লাহরই জন্য, যিনি আমাদের এ পথ দেখিয়েছেন। আমরা নিজেরা পথের সন্ধান পেতাম না যদি না আল্লাহ আমাদের পথ দেখাতেন। আমাদের রবের পাঠানো রসুলগণ যথার্থ সত্য নিয়ে এসেছিলেন।" সে সময় আওয়াজ ধ্বনিত হবে: "তোমাদেরকে এই যে জান্নাতের অধিকারী বানানো হয়েছে, এটি তোমরা লাভ করেছো সেই সমস্ত কাজের প্রতিদানে যেগুলো তোমরা অব্যাহতভাবে করতে।"(সুরা আরাফ ঃ ৪২-৪৩)

জাহান্নামবাসীদের পারস্পরিক তর্ক-বিতর্ক:- প্রথমেই আমরা জাহান্নামবাসীদের তর্ক-বিতর্ক সম্পর্কে জানার চেষ্টা করবো। এরা দুনিয়ার জীবনে দুটি শ্রেনীতে বিভক্ত ছিল। একটি শ্রেনী ছিল এমন, যাদেরকে দুর্বল করে রাখা হতো, অন্যটি গুটিকয় শক্তিশালী যারা দুর্বলদের নেতৃত্ব ও শাসন করত। এ উভয় শ্রেনীর তর্ক-বিতর্কের কাহিনী আল-কুরআনের ভাষায় শুনুন:- আল্লাহ তা'আলা বলেন:"এ কাফেররা বলে,"আমরা কখনো এ কুরআন মানবো না এবং পূর্বে কোন কিতাবকেও স্বীকার করবো না।"হায়! যদি তোমরা দেখ এদের তখনকার অবস্থা যখন এ জালেমরা নিজেদের রবের সামনে দাঁড়িয়ে থাকবে। সে সময় এরা একে অন্যকে দোষারোপ করবে। যাদেরকে দুনিয়ায় দাবিয়ে রাখা হয়েছিল তারা ক্ষমতাগর্বীদেরকে বলবে,"যদি তোমরা না থাকতে তা হলে আমরা মু'মিন হতাম।" ক্ষমতাগর্বীরা সেই দমিত লোকদেরকে জবাবে বলবে, তোমাদের কাছে যে সৎপথের দিশা এসেছিল তা থেকে কি আমরা তোমাদেরকে রুখে দিয়েছিলাম? বরং তোমরা নিজেরাই তো অপরাধী ছিলে। সেই দমিত লোকেরা ক্ষমতাগর্বীদেরকে বলবে,"না, বরং দিবারাত্রের চক্রান্ত ছিল যখন তোমরা আমাদের বলতে আমরা যেন আল্লাহর কুফ্‌রী করি এবং অন্যদেরকে তাঁর সমকক্ষ উপস্থাপন করি।"শেষ পর্যন্ত যখন তারা আযাব দেখবে তখন মনে মনে পস্তাতে থাকবে এবং আমি এ অস্বীকারকারীদেরকে গলায় বেড়ী পরিয়ে দেবো। লোকেরা যেমন কাজ করেছিল তেমনি প্রতিদান পাবে,এ ছাড়া আর কোন প্রতিদান কি দেয়া যেতে পারে?"(সুরা সাবাঃ ৩১-৩৩)

এমনিভাবে সুরা ইব্রাহিমের ২১ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন "এরা যখন সবাই একত্রে আল্লাহর সামনে উন্মুক্ত হয়ে যাবে, সে সময় এদের মধ্য থেকে যারা দুনিয়ায় দুর্বল ছিল তারা যারা নিজেদেরকে বড় বলে জাহির করতো তাদেরকে বলবে,"দুনিয়ায় আমরা তোমাদের অনুসারী ছিলাম, এখন কি তোমরা আল্লাহর আযাব থেকে আমাদের বাঁচাবার জন্যও কিছু করতে পার? তারা জবাব দেবে,"আল্লাহ যদি আমাদের মুক্তিলাভের কোন পথ দেখাতেন তাহলে আমরা নিশ্চই তোমাদেরও দেখিয়ে দিতাম। এখন তো সব সমান, কান্নাকাটি করো বা সবর করো-সর্বাবস্থায় আমাদের বাঁচার কোন পথ নেই।"

এছাড়াও আল-কুরআনের নিম্মোক্ত আয়াতগুলোতে এদের বিবাদের উল্লেখ করা হয়েছে। আল-কাসাস-৬৩,আল-আহযাব-৬৫-৬৮,আল-মুমিন-৪৭-৪৮ এবং সুরা হা-মীম-আস-সেজদা-২৩ আয়াত।

জাহান্নামবাসী বনাম জান্নাতবাসীদের সংলাপ:

পরকালে জান্নাতবাসী,জাহান্নামবাসী ও আরাফবাসীদেরও পারস্পরিক সংলাপ অনুষ্ঠিত হবে। সেখানে দৃষ্টিশক্তি এতটা প্রসারিত হবে যার ফলে জান্নাত,জাহান্নাম বা আরাফের লোকেরা যখন ইচ্ছা পরস্পরকে দেখতে পারবে। নিম্নে আল-কুরআনের ভাষায় শুনুন জান্নাতবাসী,জাহান্নামবাসী ও আরাফবাসীদের পারস্পরিক সংলাপ।

"জান্নাতের অধিবাসীরা জাহান্নামের অধিবাসীদেরকে ডেকে বলবে ঃ "আমাদের রব আমাদের সাথে যে সমস্ত ওয়াদা করেছিলেন তার সবগুলোই আমরা সঠিক পেয়েছি, তোমাদের রব যে সব ওয়াদা করেছিলেন তো-মরাও কি সেগুলোকে সঠিক পেয়েছো?" তারা জবাবে বলবে ঃ "হা", তখন একজন ঘোষনাকারী তাদের মধ্যে ঘোষনা করবে ঃ "আল্লাহর লানত সেই জালেমদের ওপর, যারা মানুষকে আল্লাহর পথে চলতে বাধা দিতো এবং তাকে বাঁকা করে দিতে চাইতো আর তারা ছিল আখিরাত অস্বীকারকারী।" এ উভয় দলের মাঝখানে থাকবে একটি অন্তরাল। এর উঁচু স্থানে (আরাফ) অপর কিছু লোক থাকবে। তারা জান্নাতে প্রবেশ করেনি ঠিকই কিন্তু তারা হবে তার প্রার্থী। তারা প্রত্যেককে তার লক্ষণের সাহায্যে চিনে নেবে। জান্নাতবাসীদেরকে ডেকে তারা বলবে ঃ "তোমাদের শান্তি হোক!" আর যখন তাদের দৃষ্টি জাহান্নামবাসীদের দিকে ফিরবে, তারা বলবে ঃ "হে আমাদের রব ! এ জালেমদের সাথে আমাদের শরীক করো না। আবার এ আরাফের লোকেরা জাহান্নামের কয়েকজন বড় বড় ব্যক্তিকে তাদের আলামত দেখে চিনে নিয়ে ডেকে বলবে ঃ "দেখলে তো তোমরা, আজ তোমাদের দলবলও তোমাদের কোন কাজে লাগলো না। আর তোমাদের যেই সাজ-সরঞ্জাম তোমরা অনেক বড় মনে করতে তাও কোন উপকারে আসলো না। আর জান্নাতের অধিবাসীরা কি তারাই নয়, যাদের সম্পর্কে তোমরা কসম খেয়ে বলতে, এদেরকে তো আল্লাহ তাঁর রহমত থেকে কিছুই দেবেন না? আজ তাদেরকেই বলা হয়েছে, প্রবেশ করো জান্নাতে-তোমাদের কোন ভয়ও নেই, দুঃখও নেই।" (সুরা আরাফ ঃ ৪৪-৪৯)

"আর জাহান্নামবাসীরা জান্নাতবাসীদেরকে ডেকে বলবে ঃ সামান্য একটু পানি আমাদের উপর ঢেলে দাও না। অথবা আল্লাহ তোমাদের যে রিযিক দান করেছেন তা থেকেই কিছু ফেলে দাও না। তারা জবাবে বলবে ঃ আল্লাহ এ দুটি জিনিসই সত্য অস্বীকারকারীদের জন্য হারাম করেছেন, যারা নিজেদের দীনকে খেলা ও কৌতুকের ব্যাপার বানিয়ে নিয়েছিল এবং দুনিয়ার জীবন যাদেরকে প্রতারণায় নিমজ্জিত করেছিল। আল্লাহ বলেন,আজ আমিও তাদেরকে ঠিক তেমনিভাবে ভুলে যাবো যেভাবে তারা এ দিনটির মুখোমুখি হওয়ার কথা ভুলে গিয়েছিল এবং আমার আয়াতসমুহ অস্বীকার করেছিল।" (সুরা আরাফ ঃ ৫০-৫১)

দোযখের কর্মচারী ও জাহান্নামবাসীদের সংলাপ:-

"যেসব লোক তাদের রবকে অস্বীকার করেছে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি। সেটি অত্যন্ত খারাপ জায়গা। তাদরেকে যখন সেখানে নিক্ষেপ করা হবে তখন তার ভয়ানক গর্জনের শব্দ শুনতে পাবে এবং তা টগবগ করে ফুটতে থাকবে। অত্যধিক রোষে তা ফেটে পড়ার উপক্রম হবে। যখনই তার মধ্যে কোন দলকে নিক্ষেপ করা হবে তখনই তার ব্যবস্থাপকরা জিজ্ঞেস করবে, তোমাদের কাছে কি কোন সাবধানকারী আসেনি ? তারা জবাব দেবে, "হাঁ, আমাদের কাছে সাবধানকারী এসেছিল। কিন্তু আমরা তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলাম এবং বলেছিলাম আল্লাহ কিছুই নাযিল করেননি। তোমরাই বরং বিরাট ভুলের মধ্যে পড়ে আছো।" তারা আরো বলবে ঃ "আহা! আমরা যদি শুনতাম এবং বিবেক-বুদ্ধি দিয়ে বুঝতাম, তাহলে আজ এ জ্বলন্ত আগুনে সাজাপ্রাপ্তদের মধ্যে গন্য হতাম না।" এ ভাবে তারা নিজেদের অপরাধ স্বীকার করবে। এ দোযখবাসীদের ওপর আল্লাহর লানত।"(সুরা মুলক ঃ ৬-১১)

সকল বিভ্রান্তি সৃষ্টির মুলহোতা শয়তান কি বলবে তা শুনুন:-

"আর যখন সবকিছুর মিমাংসা হয়ে যাবে তখন শয়তান বলবে,"সত্যি বলতে কি আল্লাহ তোমাদের সাথে যে ওয়াদা করেছিলেন তা সব সত্যি ছিল এবং আমি যেসব ওয়াদা করেছিলাম তার মধ্য থেকে একটিও পুরা করেনি। তোমাদের ওপর তো আমার কোন জোর ছিল না,আমি তোমাদের আমার পথে আহবান ছাড়া আর কিছুই করিনি এবং তোমরা আমার আহবানে সাড়া দিয়েছিলে। এখন আমার নিন্দাবাদ করো না, নিজেরাই নিজেদের নিন্দাবাদ করো। এখানে না আমি তোমাদের অভিযোগের প্রতিকার করতে পারি আর না তোমরা আমার। ইতিপুর্বে তোমরা যে আমাকে আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতা ও কর্তৃত্বে শরীক করেছিলে তার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই, এ ধরনের জালেমদের জন্য তো যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি অবধারিত।"(সুরা ইব্রাহিম ঃ ২২)

জান্নাতবাসী ও জাহান্নমবাসীদের এ তর্ক-বিতর্ক, সংলাপ ও শয়তানের শেষ কথা থেকে আমরা নিম্নলিখিত শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি।

আজকের দুনিয়ায় ইসলাম ছাড়া যত পথ ও মত তৈয়ার হয়েছে, সব গুলোই সুবিধাবাদী লোকেরা মানুষকে শোষণ ও শাসণের নিমিত্তে তৈয়ার করেছে। শয়তান তার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বিভিন্ন প্রভাবশালী লোকদের দ্বারা মুলত: বস্তুবাদ, বৈষয়িক লালসা, জাতিপুজা এবং এ ধরণের আরো বিভিন্ন প্রকার গোমরাহী ও অসৎ কাজের জন্য উদ্ধুদ্ধ করছে। আর আমরা আল্লাহর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে তাদের পুজারী সেজেছি। তাছাড়াও ইসলামের মোড়কে আমাদের সামনে উপস্থাপিত হচ্ছে. নিরস ও স্বাধ-গন্ধহীন দীনদারী, পরহেজগারী ও কুরবানী। চেষ্টা ও সাধনার পরিবর্তে নাজাত লাভের জন্য সহজ ও কোণাকোণী পথের সন্ধান দেয়া হচ্ছে। আর আমাদের সামনে এমন এক সূদৃশ্য ধর্ম উপস্থাপণ করা হয়েছে যাতে ধর্ম-কর্মের পাশাপাশি প্রবৃত্তি ও লালসাও পরিপুর্ণভাবে চরিতার্থ করা যায়। উল্লেখিত আয়াতগুলোতে শয়তান তার এ সকল অপরাধ স্বীকার করবে। কিন্তু আমাদের দোষ কম কোথায় ? লোভের বশবর্তি হয়ে আমরা শয়তানের এ ফাঁদে পা দিয়েছি। শয়তান যদি আমাদেরকে কিনে নিতে চায়, তবে আমরা বিকোবার জন্য কি কোন দিক থেকে পিছিয়ে আছি? তাই দায়দায়িত্ব শুধু শয়তানের একার নয়। আমরাও এতে সমান অংশীদার। শয়তান যদি গোমরাহী সরবরাহ করে থাকে, তাহলে আমরা তার খরিদ্দার।

সুতরাং আমাদেরকে শয়তানের তৈরী অসংখ্য ফাঁদ থেকে বাঁচতে হবে এবং আল্লাহর হিদায়াতের মুখাপেক্ষী হতে হবে। এ জন্য আল কুরআনের দ্বারস্থ হওয়া ছাড়া বিকল্প কোন রাস্তা নাই। আজই হিদায়াতের জন্য কুরআনের স্বরণাপন্ন হোন

আসুন মিলিত হই ভালোবাসা ও মানবতার অভিযানে
আমেরিকান সমাজে বেশিরভাগেরই বড় পরিবার নেই। আমরা বড় পরিবার থেকে এসেছি। আমাদের পারিবারিক যে মূল্যবোধ, সেটি নিয়েই আমরা আমেরিকান সমাজে এসেছি। আমরা আমাদের বৈশিষ্ট্য দিয়ে আমেরিকান সমাজ সমৃদ্ধ করতে পারি। এখানেই বাংলাদেশি আমেরিকানদের সার্থকতা ও সুখ। আমি বিশ্বাস করি, একাত্তরে যুদ্ধ করেছি স্বাধীন একটি রাষ্ট্র সৃষ্টির জন্য। তারপর যে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছি তা ভালোবাসা ও মানবতার শক্তি প্রতিষ্ঠার জন্য। এর ভেতরেই আছে আমার জাতির সমৃদ্ধি।
আবু জাফর মাহমুদ
চেয়ারম্যান এণ্ড সিইও, বাংলা সিডিপ্যাপ ও অ্যালেগ্রা হোম কেয়ার ইনক্
প্রতিষ্ঠাতা, জয় বাংলাদেশ ইনক্ ও আবু জাফর মাহমুদ ফাউণ্ডেশন
নিউইয়র্কে বাংলাদেশের
কাচারি ঘর
জ্যামাইকা
JAMAICA
১৪৭-১৪ হিলসাইড এভিনিউ, জ্যামাইকা, নিউ ইয়র্ক ১১৪৩৫
147-14 Hillside avenue, Jamaica, NY 11435
646-769-0966
হলিস
HOLLIS
১৯৮-১২ হিলসাইড এভিনিউ, হলিস, নিউ ইয়র্ক ১১৪২৩
198-12 Hillside avenue,Hollis, NY 11423
646-769-0966
ওজোনপার্ক
OZONE PARK
১১২৭ লিবার্টি এভিনিউ, ব্রুকলীন (ওজোনপার্ক), নিউইয়র্ক ১১২০৮
1127 Libarty Ave, brooklyn (Ozone Park) NY 11208
347-763-5525, 929-434-5618
646-769-0966
ব্রুকলীন
BROOKLYN
৫৪৪ ম্যাকডোনাল্ড এভিনিউ, ব্রুকলীন, নিউইয়র্ক ১১২০৮
544 McDonald Ave, brooklyn, NY 11208
718-675-0209
646-769-0966
জ্যাকসন হাইটস
JACKSON HEIGHTS
৭২-২৬ ব্রডওয়ে (নীচতলা), জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক ১১৩৭২
72-26 Broadway (1st floor) Jackson Heights, NY 11372
646-769-0966
BANGLA CDPAP SERVICES
বাংলা সিডিপ্যাপ সার্ভিসেস ইনক

সাহিত্য সাময়িকী

স্বদেশের মুখ

নাসির আহমেদ

একটু আগেই নীলাকাশ ছিল দহনতপ্ত চৈত্রের লাল,
সহসাই কালো মেঘে ছেয়ে গেলো থমথমে মুখ
দিগন্ত কী যে উদ্বেগাকুল! ক্রোধে ও ঘৃণায়
ভয় যেন তার সবটুকু কালো ছড়িয়ে দিয়েছে!
বৃষ্টি তো নেই! নীল মুছে গেছে কালোতে ।

তীব্র গ্রীষ্ম-তাপে চৌচির চৈত্রের এই প্রান্তর ।
বৃষ্টি নামুক, শান্তিবৃষ্টি নিঃশব্দে এ মন্ত্র
জপছে প্রকৃতি, ধুলো ঢাকা ম্লান গাছের পাতাও!
প্রতীক্ষা ছিল অমল ধবল বৃষ্টির মতো শান্তি ।

কিন্তু কোথায় বৃষ্টি এখানে! এ যে ভয়াবহ
ঝোড়ো তান্ডব ইঙ্গিত!
স্তব্ধ গুমোট ভঙ্গি যেন বা কালো ভাল্লুক আকাশে,
নেই বৃষ্টির কোনো লক্ষণ হঠাৎ তপ্ত হাওয়া! টর্নেডো?

প্রকৃতির এই ক্রুদ্ধভঙ্গি দেখে মনে হয় কোথাও
অঘটন কিছু ঘটিয়ে বসেছি নিজের ভুলেই আমরা!
অনিশ্চিতের এমন গুমোট আলোহীন কালো প্রান্তর
কাঙ্ক্ষিত কারো ছিল না যদিও, কাঙ্ক্ষিত শুধু বৃষ্টি ।

এ দৃশ্য দেখে মনে হয় ওই দিগন্ত তবে স্বদেশ প্রতিমা?
কখন কী ঝড়ে তছনছ করে ষড়যন্ত্র ও ভ্রান্তি!

আদিম মৃত্তিকা

আশরাফ হাসান

তপ্ত রোদের ঘ্রাণ
আমের মঞ্জরি
কাঁঠালচাপার ভেজা উষ্ণতায় উন্মনা প্রহর

শেওলার বুননশয্যায় প্রাচীন পায়ের ছাপ
এইতো আদিম বাতাসে সাঁতরানো শৈশব
দুরন্ত কৈশোর স্থির হয়ে আছে জারুলের ছায়ায়

পাঠশালার ক্লাসে দুরুদুরু বুক
ইশকুল মাঠে মগ্নদোলা... সহপাঠী
দুপুর মাথায় দৌড়ঝাঁপ
বয়েসি বৃক্ষের মতো হলুদ বিকেল
বিরহের কফিসন্ধ্যা

বাড়িময় যেনো লেপ্টে আছে অজস্র স্মৃতিমুখ
সন্ধ্যার মলিনাভায় ঢেকে যাওয়া চোখ
বিরহী প্লাটফর্মে ছেড়ে যাওয়া ট্রেন...

এইতো আমাকে দেখছি জল-আয়নায়
পিতার ঔরসের ন্যায় আদিম মৃত্তিকায় ।

তবুও মানুষ

দুলাল সরকার

মানুষের কাছে ফিরে আসে তবুও মানুষ
ফিরে আসে বারবার মানুষের কাছে
ভোরের উঠানের চেয়েও মানুষের ঘ্রাণ
অনুভূতি উদ্দীপক, অনেক আবেগঘন
হতে পারে শিউলি বোঁটার চেয়েও দৃশ্যমান শিল্পসম্মত;

মানুষ ইচ্ছেমতো ফোটাতে পারে সেতারের সুর
অলৌকিক মহিমায় মানুষ ফোটাতে পারে দূর
অনন্তের আহবানে মানুষ আঁকতে পারে ভোরের আবহ
ভাষা চিত্রে জীবনের মৌল অভিধান
মানুষই ফোটাতে পারে মনের মেহেদী
বেদনাকে ঘেঁটে ঘেঁটে নরকের বিষ মানুষই কেবল পারে
রৌদ্র রচনা করে স্বপ্নের ভুবন
লোকজ জীবন বোধে জীবনকে ভালোবেসে
মানুষের কাছে এসে খুলে দিয়ে অমল জানালা
সৌম্য আকাশ দেখিয়ে বলতে ঐ দেখ সুনীল সুন্দর
বলতে পারে আমিও মানুষ, ফুলের চেয়েও বেশি
চৈতি বকুল- ফিরে ফিরে মানুষের কাছে
মানুষই বলতে পারে এ হাত সবার,
ভুলে গিয়ে মানুষেরা বলতে পারে, ও কুঠার হাত, ও নয় আমার,
-মানুষের হাত ঈশ্বরের চেয়েও সুন্দর
বলতে পারে, ঐ হাতে বৃক্ষ রচিত হয় শস্যের মাঠ
ও হাতে কুঠার সাজে না ও হাতে হৃদয় বাজে, সেতারের তার
জীবনের অনন্য সুন্দর, মুঠো মুঠো গান ।

ক্লান্তি

শম্পা ঘোষ

বিষাদে লুকিয়ে আছে অবক্ষয়
অনেক বিনিদ্র রজনী শেষে স্পষ্টত অস্পষ্ট হয়ে জেগে থাকে,
প্রাগৈতিহাসিক যুগের জোনাকিরা,
হৃদয়কে বিশৃংখলায় ফেলিনি আমি তবুও অসংখ্য অভিযোজন
প্রক্রিয়া শেষে নাস্তানাবুদ জীবন ধরা দেয় ধরা দেয় খরা বিলের চরায়,
হাজারটা ইকুয়েশন শেষে বদ্ধ সীমানার দেওয়ালের ওপারে সচেতন
লোক সঙ্গীতের সুর ভেসে আসে,
গঙ্গা প্রাপ্তির শেষে কি গেল আর কি পেলাম একঘেয়ে জিনা আদতে
পরিশ্রান্ত ইশারা রাত
চাই বা নাই চাই দুই মোরগের যুদ্ধ
সত্যি হয়ে থেকে যায়,
শিশুর ভাত ঘুমে সুস্থির জীবন
সৌজন্যতার হাত ধরে এগিয়ে চলে ।

অপলক চেয়ে থাকা

মুস্তফা হাবীব

বৃষ্টি ধোয়া আকাশে ইন্দ্রধনু দেখতে দেখতেই
শেষ হয়ে যায় জীবনের সোনালি দুপুর
ভুলে যায় বেতসবনে হারিয়ে যাওয়া
কিশোরীর ঘুঙুরের সুর, জীবনঘনিষ্ট লুকোচুরি ।
অপার অনিন্দ্য সকাল ঝরে যায় অকালে
কেবল সেইসব নিসর্গের দোলা জাগে
স্মৃতিপটে- রাগ অনুরাগ, ভালবাসা- প্রণয়ের ।

ম্রিয়মান বিকেলের রঙ দেখে
বিমর্ষ চিত্তে বসে থাকে গাঙপাড়ে অশীতিপর ।
পাশ থেকে কেউ আনমনে দূরে সরে গেলেও
বলে না- কেনো যাচ্ছো সুদূরে!
কেউ দূর থেকে সানন্দে কাছে এসে বসলেও
বলে না- কেন আসছো আমার যাবার বেলায়!
শুধু অপলক চেয়ে থাকা আকাশমুখি ।

সেঁজুতি

সাজু কবীর

ঝিল্লিমুখর সন্ধ্যায়
কোন বন্ধ্যাত্ব নেই আর,
জমাটবাধা গোধূলি যখন আঁধারে মিলে যায়
এক অপার্থিব আলো হাতছানি দেয়
জ্বলে ওঠে নিরালায় তোমার সন্ধ্যামালতী
যেন দুখের ভিটেয় উজাল সেঁজুতি-

তুমি সুখী হলে, জেনো, এ আমিও সুখী ।

Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার

আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ী, প্রতিবেশী এবং
বন্ধু বান্ধবদের সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন।

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

এতে কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।

Call Today:

Dr. Md. Mohaimen
718-457-0813
Fax: 631-282-8386
718-457-0814

Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308

Nusrat Ahmed
President
718-406-5549

Email: giashahmed123@gmail.com
web: immigrantelderhomecare.com

Corporate Office	Jamaica Office	Long Island Office	Bronx Office	Ozone Park Office	Buffalo Office
37-05 74st, 2nd Fl	87-54 168th Street, 2nd Fl	1 Blacksmith Lane	2148 Starling Ave.	175 B Forbell Street	859 Fillmore Ave
Jackson Heights, NY 11372	Jamaica, NY 11432	Dix Hill, NY 11731	Bronx, NY 10462	Brooklyn, NY 11208	Buffalo, NY 14212
917-744-7308, 718-457-0813	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549

সঙ্গীত শিল্পীদের নিয়ে শুভ্র দেবের মূল্যায়ন......

বিনোদন ডেস্কঃ দিন চলে যায় কিন্তু গানের আবেদন থেকে যায়। বাংলাদেশ কিন্ত আর রুণা লায়লা সাবিনা ইয়াসমিন, শাহনাজ রহমতুল্লাহ তৈরী করতে পারেনি, পারেনি সৈয়দ আব্দুল হাদী, সুবীর নন্দী বা নিয়াজ মোহম্মদ চৌধুরী তৈরী করতে। তার পরেও কিছু নাম বাংলাদেশের মানুষ ভুলতে পারবে না। তাদের কেউ কেউ মিতালী মুখার্জী, শাকিলা জাফর, তপন চৌধুরী, আইয়ুব বাচ্চু, জেমস, কুমার বিশ্বজিৎ, বেবি নাজনীন, কণক চাঁপা প্রমুখ। চলচ্চিত্রের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাংলাদেশের গায়ক এন্ড্রু কিশোর। অসাধারণ একজন ব ্যক্তিত্ব আর তাঁর প্রতিভা নিয়ে কিছু বলার নেই। আমরা যাদের গান শুনে উৎসাহিত হয়েছি তাদের মধ্যে পপ গুরু আজম খান ও মেলোডী কিং ফেরদৌস ওয়াহিদ অন ্যতম। ফোক গানে আব্দুল আলীম ও রথীন্দ্রনাথ রায় অনবদ ্য। আবার রবীন্দ্র ও নজরুল গীতিতে সবচাইতে বড় তারকা ফিরোজা বেগম তার পর কাদেরী কিবরীয়া, রেজোয়ানা চৌধুরী বন ্যা, মিতা হক, অদিতী মহসিন, ফাতেমা-তুজ জোহরা, ফেরদৌস আরা অন ্যতম। লালন বলতেই ফরিদা পারভীন একটা বিশেষ ইমেজ তৈরী করেছেন। গোল্ডন ভয়েস ছিলো মাহমুদ্দুন নবী, আব্দুল জব্বার, বশির আহমেদ, খন্দকার ফারুক আহমেদ, মোহম্মদ আলী সিদ্দিকী প্রমুখ। তবে খুরশিদ আলম নায়ক রাজ রাজ্জাকের লিপসে সফলতম চলচ্চিত্রের গায়ক। খালিদ হাসান মিলু দরাজ গলার অধিকারী ছিলেন। শেখ ইশতিয়াক ছিলেন মেলোডী ভয়েসের অধিকারী। মমতাজ বাংলাদেশের সঙ্গীতে ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন জীবনকে দেখেছেন কঠিন ভাবে। এই কথাগুলো লিখার কারণ এখন সঙ্গীতে গানের মেধা থেকে স্টান্টবাজীর প্র্যাকটিসটাই বেশী। গায়ক-গায়িকারা সস্তা জনপ্রিয়তা পেয়ে কিছুদিন পরেই হারিয়ে যান। গানের মান নিয়ে চিন্তার থেকে সোশ ্যাল মিডিয়াকে গুরুত্ব দেন বেশী। আমার প্রিয় সোমা, আপনাদের সামিনা চৌধুরী। আরো দুজনের কথা বলতেই হয় মাটির সোঁদা গন্ধের কণ্ঠ ডলি সায়ন্তনী আর এই প্রজন্মের সুগায়িকা ন ্যান্সি।

অনেকের আমার এই লিখায় দ্বীমত থাকতে পারে তবে আমার এটা একেবারেই নিজস্বঃ মতামত। ব ্যান্ডের কথা লিখিনি তাহলেঃ 'মাইলস'-এর নাম প্রথমেই বলতাম। ওইটা নিয়ে আরেকদিন বলবো। -ফেসবুক থেকে।

ওমর সানীকে নিয়ে ফেসবুকে যা লিখলেন অভিনেত্রী নূতন

বিনোদন ডেস্কঃ সম্প্রতি 'প্রিয়তমা' শব্দটির ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে অভিনেত্রী অঞ্জনার সঙ্গে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কথা চালাচালি হয় অভিনেত্রী নূতনের। এরই প্রতিক্রিয়ায় ওমর সানীকে বুদ্ধিজীবী খেতাব দেওয়ার দাবি জানিয়ে বৃহস্পতিবার (১১ মে) দুপুরে ফেসবুকে একটি দীর্ঘ পোস্ট দেন চিত্রনায়িকা

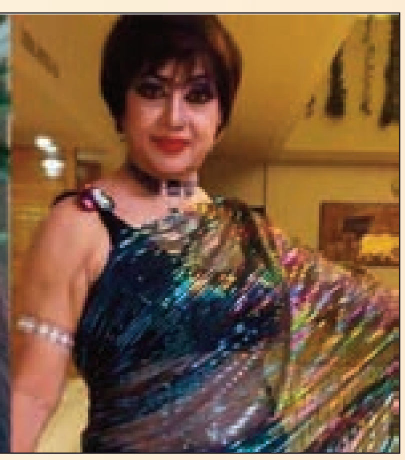

নূতন।

ওমর সানী নায়ক নাকি মৌসুমীর জামাই, এমন প্রশ্নের উদ্রেকও ঘটেছে নূতনের ফেসবুক পোস্টে। দীর্ঘ পোস্টের একাংশে মৌসুমীকে বিয়ের খেসারত দিতে হচ্ছে ওমর সানীকে- এমনটাই উল্লেখ করেন তিনি।

নূতন লেখেন- সানীর জীবনে সবচেয়ে বড় পরিবর্তন ও প্রভাব আসে যখন সে মৌসুমীকে বিয়ে করে। মৌসুমীকে বিয়ের পরদিন উজ্জ্বল চলচ্চিত্রের ক্যারিয়ার আর সানীর খানিকটা পড়ে যাওয়া ক্যারিয়ার সামাল দিতে না পেরে মানসিকভাবে দ্বিধায় পড়ে যায়। যার খেসারত সে মানসিকভাবেই প্রতিনিয়ত দিচ্ছে। তাকে অনেক চড়াই-উতরাই পার হতে হয়েছে। এই অভিনেত্রী ওমর সানীর পরিচয় খুঁজতে গিয়ে বলেন, যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সে মানসিকতার খেসারত বা ভালোবাসা দেখানোর জন্য নিজের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা স্বঘোষিত মেধাবী দাবি করে বারবার খেই হারিয়ে ফেলছে। মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, ওমর সানী কি ফিল্ম হিরো না মৌসুমীর জামাই? সে কি অভিনেতা না বুদ্ধিজীবী? সে কি আইনজীবী না বিচারক? নিজের কাছে সে কী বা নিজেকে সে কী ভাবে তা হয়তো সময়ই বলে দেবে বা প্রকাশ পাবে।

প্রিয়তমা প্রসঙ্গ অবতারণা করে বলেন, কিভাবে এই নামকরণ আসছে তার বিস্তারিত আমার জানা নেই। তবে সানীর থেকে এই চিন্তা এলে তাকে বুদ্ধিজীবী খেতাব দেওয়ার দাবি জানানো যেতে পারে। কারণ আমি সানীর লেখা দেখেই এ নামকরণের সঙ্গে পরিচিত হলাম। প্রিয়তমা কী? এর সংজ্ঞা কী? আদৌ এ নামের কোনো ব্যাখ্যা আছে কিনা? তা আমার জানা নেই। তবে 'সানীর' নামকরণের ফর্দ দেখে মনে হলো- ওই একই (যাহা ফাইভ তাহাই পাঁচ)।

নারীকে প্রশ্ন করা হয়, পুরুষকে কেন নয়- প্রশ্ন আলিয়ার

বিনোদন ডেস্কঃ মাতৃত্বকালীন অভিজ্ঞতার বিষয়ে সম্প্রতি মুখ খুলেছেন অভিনেত্রী আলিয়া ভাট। গত বছরের শেষের দিকেই তার ও রণবীরের সংসারে এসেছে একরত্তি রাহা। ক্যারিয়ারের মধ্য গগনে থাকার সময়ই তিনি মা হয়েছেন। এটা নিয়ে তাকে কম কথা শুনতে হয়নি। এবার নিজে ক্যারিয়ার থেকে মা হওয়া- দুই বিষয়েই কথা বললেন রণবীরের ঘরণী।

হিন্দুস্তান টাইমস জানিয়েছে, সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে আলিয়া বলেছেন, যখন একজন পুরুষ বাবা হন তখন তিনি যে প্রশ্নের মুখোমুখি হন, আর একজন নারী যখন মা হন তখন তিনি যে প্রশ্নের মুখোমুখি হন- সেই দুটোর মধ্যে আকাশ-পাতাল ফারাক রয়েছে।

সাক্ষাৎকারে এই অভিনেত্রী বলেন, কখনো কাউকে কোনো পুরুষকে প্রশ্ন করতে শুনবেন না, যে ক্যারিয়ারের মধ্য গগনে থাকার সময় বাবা হওয়ার সিদ্ধান্ত কতটা কঠিন ছিল। কিন্তু আমাকে এই প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়েছে। আমাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে- আমি কি এখন কাজ করা কমিয়ে দিতে চাইছি পরিবারের জন্য? কিন্তু আমার কাছে এটা খারাপ কিছু নয়। বরং ঠিক আছে। টানা ১০ বছর একভাবে কাজ করে চলার পর একজন মা হিসেবে আমি আমার ক্যারিয়ারের গতি কিছুটা কমাতেই পারি। আর আমার কাছে এই সফরটা ভালোবাসায় ভরা ছিল। আমি সবসময় যা করি সেটা ভালোবেসে করি। আমি যা সিদ্ধান্ত নেই সেটা যদি আমার ঠিক বলে মনে হয় তবেই নেই। আর যদি সেটা না হয় তাহলে দেখবেন আমি এক ঝটকায় অনেকটা পিছিয়ে গেছি, বলেন ভাট।

তিনি আরও বলেন, আমাকে যদি সেরা টিম দিয়ে সেরা ছবি অফার করা হয়, কিন্তু আমি যদি ভেতর থেকে সেটাকে অনুভব না করতে পারি, সেটা যদি আমার ঠিক না মনে হয়, তাহলে আমি সেই কাজ করতে পারব না। তাই সন্তান হওয়াটাও সম্পূর্ণ আমার ইচ্ছা ছিল। তাছাড়া আমার মনে হয় না, এটা নিয়ে কারও কোনো প্রশ্ন থাকতে পারে। এটা খুব স্বাভাবিক এবং আনন্দের সঙ্গে নেওয়া একটা সিদ্ধান্ত ছিল।

নিউইয়র্কে রম্য বিতর্ক 'আমিই রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ চরিত্র'

বিনোদন ডেস্কঃ রবীন্দ্র সম্মিলন পরিষদ ইউএসএর আয়োজনে রবীন্দ্র উৎসব উপলক্ষ্যে সম্প্রতি 'আমিই রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ চরিত্র' শীর্ষক এক রম্য বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। নিউইয়র্কের জ্যামাইকা পারফরমিং আর্ট সেন্টারে দুই দিনব্যাপী আয়োজিত রবীন্দ্র উৎসবের শেষ দিন ৭ মে এ রম্য বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। রম্য বিতর্ক অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ডিবেট ফর ডেমোক্রেসির চেয়ারম্যান হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরণ।

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস অবলম্বনে তার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি নিয়ে অমিত-লাবণ্য, মহেন্দ্র-বিনোদনী ও রমেশ-হেমনলিনী চরিত্র অবলম্বনে বক্তব্য রাখেন আমেরিকার বিভিন্ন রাজ্যে বসবাসকারী বাংলাদেশের সাবেক বিতার্কিকরা।

এতে স্টেট ইউনিভার্সিটি অব নিউইয়র্কের অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ড. তারান্নুম শায়লা জামান প্রত্যাশা, টেক্সাসের এসএফএ স্টেট ইউনিভার্সিটির অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ড. মোস্তাফিজ খান, নিউইয়র্ক পুলিশ ডিপার্টমেন্টের সামছুন নাহার নূপুর, মেরিল্যান্ডে অবস্থানরত অ্যাটর্নি রাজু মহাজন ও ভার্জিনিয়ায় অবস্থানরত আর্কিটেক্ট সাঈদা সাথী উপস্থিত ছিলেন।

কবিগুরুর স্মরণে এই উৎসবে আবৃতি, সেমিনার, নাটক, প্রামাণ্য চিত্র, ফ্যাশন শো ও রম্য বিতর্কসহ ছিল ৫৪টি আয়োজন। তবে উৎসবের প্রধান আকর্ষণ ছিল আমিই রবীন্দনাথের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি শীর্ষক রম্য বিতর্ক। আমেরিকায় বসবাসকারী হাজারেরও বেশি বাঙালি দুই দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত এ উৎসবের বিভিন্ন আয়োজন উপভোগ করেন।

প্রীতি বিতর্ক শেষে সভাপতির বক্তব্যে হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরণ বলেন, রবীন্দ্রনাথ তার এক জীবনে যা লিখেছেন, যা এক জীবনে পড়ে শেষ করা যাবে না। চিন্তায়, সাহিত্য-সংস্কৃতিতে, রাজনৈতিক ভাবনায়, খাদ্যাভ্যাসে, পোশাক-পরিচ্ছদ সবকিছুতেই বাঙালীর জীবনে ওতপ্রোতভাবে জড়িত রবীন্দ্র ভাবনা। রবীন্দ্রনাথকে বুঝতে হলে তার সৃষ্টিগুলোকে বুঝতে হবে। রবীন্দ্রনাথ তার সৃষ্টির মাধ্যমেই অনন্তকাল বেঁচে থাকবেন।

দুই দিনব্যাপী উৎসবের উদ্বোধন করেন স্বাধীনতা পদকপ্রাপ্ত বিশিষ্ট রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী ড. রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা। ৬ মে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ড. পবিত্র সরকার, ভারতীয় জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত লেখক চন্দ্রিল ভট্টাচার্য, রবীন্দ্র উৎসবের প্রধান উপদেষ্টা ডা. জিয়াউদ্দীন আহমেদ, দৈনিক ভোরের কাগজ সম্পাদক ও জাতীয় প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক শ্যামল দত্ত, নিউইয়র্কে ভারতীয় হাইকমিশনের কনসাল জেনারেল রনধীর জেসওয়াল, বাংলাদেশ হাইকমিশনের কনসাল জেনারেল ড. মোহাম্মাদ মনিরুল ইসলাম, ডিবেট ফর ডেমোক্রেসির চেয়ারম্যান হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরণ, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের সাধারণ সম্পাদক আহকাম উল্লাহ প্রমুখ।

রাজিবের জন্মদিনে যা বললেন মেহজাবীন

বিনোদন ডেস্কঃ নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে আদনান আল রাজিবের একটি ছবি ট্যাগ করে পোস্ট করেন অভিনেত্রী মেহজাবীন। ক্যাপশনে তিনি লিখেছেন- 'শুনেছি আকাশের সীমা রয়েছে। সেই আকাশ হোক তোমার দৃষ্টিকোণ। শুভ জন্মদিন।'

টেলিভিশন নাটক ও বিজ্ঞাপনের জনপ্রিয় নির্মাতা আদনান আল রাজিবের জন্মদিন বৃহস্পতিবার (১১ মে)। প্রথম প্রহরে তাকে এভাবেই শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ছোটপর্দার জনপ্রিয় অভিনেত্রী মেহজাবীন চৌধুরী।

আদনান আল রাজিব ও মেহজাবীনের সম্পর্কের গুঞ্জন রয়েছে অনেক আগে থেকেই। সোশ্যাল মিডিয়ায় এক সময় দুজনের ছবি প্রকাশের পর সেই গুঞ্জনের শুরু। ২০১৮ সালে এই অভিনেত্রী আদনানের সঙ্গে একটি ছবি শেয়ার করে লেখেন- 'ধাপে ধাপে, সিঁড়ির পর সিঁড়ি, নিজের ওপর বিশ্বাস রাখো এবং তুমি সেখানে থাকবে।' এছাড়া বেশ কয়েকবার তাদের বিয়ের গুঞ্জন শোনা গেছে। অবশ্য ব্যক্তিগত বিষয় হওয়ায় এ নিয়ে কেউই কোনো মন্তব্য করেননি। পরিচালনার পাশাপাশি আদনান আল রাজিব একজন প্রযোজক এবং চিত্রনাট্যকার। তাঁর পরিচালিত কয়েকটি নাটক দর্শকমহলে বেশ প্রশংসাও কুড়িয়েছে। ১৯৮৭ সালের ১১ মে তার জন্ম।

আইপিএলে ১৩ বলে ফিফটির রেকর্ড

ঢাকা ডেস্ক, ১৩ মে : ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে (আইপিএল) মাত্র ১৩ বলেই ফিফটির রেকর্ড গড়েছেন যাশাসবি জয়সওয়াল।

রাজস্থান রয়েলসের তরুণ এই তারকা ওপেনার কলকাতা নাইট রাইডার্সের বিপক্ষে ১৩ বলে ৬টি চার ও ৩টি ছক্কার সাহায্যে ফিফটি পূর্ণ করেন।

এর আগে আইপিএলে ১৪ বলে যৌথভাবে ফিফটির রেকর্ড গড়েছিলেন লোকেশ রাহুল রাহুল ও প্যাট কামিন্স।

বৃহস্পতিবার কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে আইপিএল ১৬তম আসরের ৫৬তম ম্যাচে মুখোমুখি হয় কেকেআর বনাম রাজস্থান। এদিন টস জিতে স্বাগতিক কলকাতা নাইট রাইডার্সকে প্রথমে ব্যাটিংয়ে পাঠায় রাজস্থান।

প্রথমে ব্যাটিংয়ে নেমে যুজবেন্দ্র চাহালের লেগ স্পিনে বিভ্রান্ত হয়ে ২০ ওভারে ৮ উইকেট হারিয়ে ১৪৯ রানে ইনিংস গুটায় কেকেআর। দলের হয়ে ৪২ বলে সর্বোচ্চ ৫৭ রান করেন ভেঙ্কটিশ আইয়ার। এছাড়া ২২ রান করেন অধিনায়ক নীথিশ রানা। চাহাল ৪ ওভারে ২৫ রানে ৪ উইকেট শিকার করেন।

টার্গেট তাড়া করতে নেমে শুরু থেকেই মারকাটিং ক্রিকেট খেলেন রাজস্থান রয়েলসের ২১ বছর বয়সী তরুণ ওপেনার জসওয়াল। তিনি ১৩ বলে ফিফটির পূর্ণ করেন।

প্রতিপক্ষ কলকাতা নাইট রাইডার্স বড় টার্গেট দিতে না পারায় এদিন সেঞ্চুরি কাছাকাছি গিয়ে ইনিংস থামান জসওয়াল। চলতি আইপিএলে মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের বিপক্ষে ১২৪ রানের ইনিংস খেলেন জসওয়াল।

বৃহস্পতিবার ৪৭ বলে ১২টি চার ও ৫টি ছক্কার সাহায্যে ৯৮ রানের অনবদ্য ইনিংস খেলেন জসওয়াল। ২৯ বলে ৪৮ রানে অপরাজিত ছিলেন অধিনায়ক সাঞ্জু স্যামসন। ৪১ বল হাতে রেখেই ৯ উইকেটের বড় জয় পায় রাজস্থান।

এশিয়া কাপে পাকিস্তানের নতুন প্রস্তাব

ঢাকা ডেস্ক, ১৩ মে : আয়োজক হিসেবে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি) নিজেদের মাঠেই সেপ্টেম্বরে এশিয়া কাপ আয়োজন করতে চেয়েছিল।

কিন্তু সীমান্ত নিয়ে প্রতিবেশী দেশ ভারতের সঙ্গে বিরোধ থাকায় পাকিস্তান সফরে যেতে রাজি নয় ভারত। যে কারণে আয়োজক হয়েও ঘরের মাঠে এশিয়া কাপ আয়োজন করতে পারছে না পাকিস্তান।

ভারতীয় ক্রিকেট দল পাকিস্তান সফরে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ায় পাকিস্তান প্রস্তাব দিয়েছিল ভারতের ম্যাচগুলো সংযুক্ত আরব আমিরাতের নিরপেক্ষ ভেন্যুতে আয়োজনের। আর বাকি চার দেশের খেলাগুলো পাকিস্তানের মাঠে আয়োজনের প্রস্তাব দেয়; কিন্তু তাতেও রাজি নয় ভারত।

যে কারণে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড নতুন করে প্রস্তাব দিয়েছে ভারত ছাড়া এশিয়ার বাকি চার দেশ বাংলাদেশ, শ্রীলংকা, আফগানিস্তান ও নেপালের সঙ্গে অন্তত একটি করে ম্যাচ পাকিস্তানের মাঠে আয়োজনের। টুর্নামেন্টের বাকি চার ম্যাচ এবং ফাইনাল ম্যাচ সংযুক্ত আরব আমিরাতে আয়োজনের প্রস্তাব দেয় পিসিবি।

এজন্য পিসিবি চেয়ারম্যান নাজাম শেঠি সম্প্রতি আরব আমিরাত সফরে গিয়ে দেশটির ক্রিকেট বোর্ডের কর্মকর্তাদের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করেন।

সূত্রমতে মঙ্গলবার নাজাম শেঠি আমিরাত ক্রিকেট বোর্ডের সহ-সভাপতি পঙ্কজ খিমজির সঙ্গে বৈঠক করেন। সেখানে তিনি এশিয়া কাপের 'হাইব্রিড মডেল' নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

বৈঠকে পঙ্কজ খিমজি প্রশ্ন করেন যে, এটি যৌক্তিকভাবে সম্ভব হবে কিনা এবং সম্প্রচারকারীরা দুই দেশের মধ্যে ক্রু এবং সরঞ্জাম বহন করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবেন কিনা। জবাবে নাজাম শেঠি বলেছিলেন যে, তাদের শুধু একবার পাকিস্তান সফর করতে হবে, এতে সমস্যা হওয়ার কথা নয়।

তবে চলতি মাসের শেষদিকে এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

বাবা হচ্ছেন অস্ট্রেলিয়ান তারকা

ঢাকা ডেস্ক, ১৩ মে : অস্ট্রেলিয়ান তারকা ক্রিকেটার গেন ম্যাক্সওয়েল বাবা হতে যাচ্ছেন। সবকিছু ঠিক থাকলে সেপ্টেম্বরে ম্যাক্সওয়েল-ভিনি রমন দম্পতির সংসারে নতুন সদস্যের আগমন ঘটতে পারে।

২০২২ সালের মার্চে অস্ট্রেলিয়ান তারকা অলরাউন্ডারের সঙ্গে বিয়ে হয় ভারতীয় নারী ভিনি রমনের। বৃহস্পতিবার ভিনি জানান পুত্রসন্তান আসতে চলেছে তাদের ঘরে।

বৃহস্পতিবার সোশ্যাল মিডিয়ায় ভিনি রমন লেখেন- সেপ্টেম্বর মাসে গেন এবং আমার সন্তানের জন্ম হবে। এ সফরটা খুব সহজ ছিল না। আমি জানি এই পোস্টটি তাদের জন্য খুব কষ্টের যারা অপেক্ষা করে রয়েছেন এমন দিনের। সেই সব পরিবারের পাশে আছি আমরা, যারা সন্তান হারিয়েছেন। আমি জানি এই কষ্ট কতটা।

গেন ম্যাক্সওয়েল আইপিএলের চলতি আসরে খেলছেন রয়েল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর হয়ে। ১১ ম্যাচে ৩৩০ রান করেছেন তিনি। মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের বিপক্ষে ৩৩ বলে খেলেন ৬৮ রানের ঝলমলে ইনিংস।

আইপিএলে বেঙ্গালুরু ছাড়াও পাঞ্জাবের হয়ে খেলেছেন ম্যাক্সওয়েল। আইপিএলে এখনো পর্যন্ত ১২১টি ম্যাচ খেলে ২ হাজার ৬৪৯ রান করেছেন ম্যাক্সওয়েল।

আইপিএল মালিকদের অনুমতি ছাড়া দেশের হয়েও খেলা যাবে না

ঢাকা ডেস্ক, ১৩ মে : কোটিপতি লিগ হিসেবে বিশ্ব ক্রিকেটে জনপ্রিয় ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ (আইপিএল)। ফ্র্যাঞ্চাইজি এ টুর্নামেন্টে বিশ্বের তারকা ক্রিকেটারদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য নতুন পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছে আইপিএল কর্তৃপক্ষ।

ক্রিকেট খেলুড়ে দলগুলো তাদের তারকা ক্রিকেটারদের সঙ্গে বার্ষিক চুক্তি সই করে থাকে। সেই চুক্তির মতোই এবার বিশ্বের তারকা ক্রিকেটারদের সঙ্গে বার্ষিক চুক্তিসই করতে যাচ্ছে আইপিলের ফ্র্যাঞ্চাইজি মালিকরা। এ চুক্তি কার্যকর হলে ক্রিকেটাররা বিভিন্ন দেশের লিগেও খেলার সুযোগ পাবেন।

আইপিএলের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ থাকলে ক্রিকেটাররা নিজ দেশের জাতীয় দলে খেলতে গেলেও ফ্র্যাঞ্চাইজি মালিকদের অনুমতি নিতে হবে।

কারণ সেরা ক্রিকেটারদের ধরে রাখতে বার্ষিক চুক্তির দিকে এগোচ্ছেন আইপিএলের ফ্র্যাঞ্চাইজি মালিকরা।

ইংল্যান্ডের একটি সংবাদমাধ্যমের দাবি, জোফরা আর্চার হতে পারেন এ ধরনের প্রথম ক্রিকেটার। যিনি দেশের আগে পাকাপাকিভাবে বেছে নিতে পারেন ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটকে। মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স তাকে ধরে রাখার জন্য বার্ষিক চুক্তির প্রস্তাব দিয়েছে। আর্চার প্রস্তাব মেনে নিতে পারেন। সেক্ষেত্রে তাকে ইংল্যান্ড দলে রাখতে হলে মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে আগাম অনুমতি নিতে হবে ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ডকে।

চোটের জন্য গত বছর আইপিএল খেলতে পারেননি আর্চার। এবারো কনুইয়ের চোটের জন্য প্রতিযোগিতার মাঝপথে দেশে ফিরে গেছেন। গত বছর নিলামে আর্চারকে ৮ কোটি টাকা দিয়ে কিনেও সেই অর্থে লাভ হয়নি মুম্বাইয়ের।

আগামী দিনে যাতে এমন সমস্যা না হয়, তা নিশ্চিত করতেই আর্চারের সঙ্গে বার্ষিক চুক্তির ভাবনা মুম্বাই কর্তৃপক্ষের। তাহলে আর্চার বছরে কতগুলো ম্যাচ দেশের হয়ে খেলবেন, কোন কোন সিরিজে খেলবেন- এসব কিছুই নির্ধারণ করবে মুম্বাই। ফ্র্যাঞ্চাইজির অনুমতি না নিয়ে তাকে খেলাতে পারবে না ইংল্যান্ড।

আর্চার মুম্বাইয়ের সঙ্গে বার্ষিক চুক্তিতে থাকলে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের টি-টোয়েন্টি লিগে খেলতে পারবেন।

ইংল্যান্ডের সংবাদমাধ্যমটির দাবি, শুধু আর্চার নন ইংল্যান্ডের বেশ কয়েকজন ক্রিকেটার রয়েছেন ফ্র্যাঞ্চাইজির নজরে। তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন অ্যালেক্স হেলস। ২০২২ সালের নিলামে কলকাতা নাইট রাইডার্স তাকে কিনলেও আইপিএল থেকে তিনি নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন। তার সঙ্গেও বার্ষিক চুক্তি করতে যাচ্ছে আইপিএলের একটি ফ্র্যাঞ্চাইজি।

উচ্চ আয়বৈষম্যের দেশ হলাম কেন?

॥ অধ্যাপক ড. মইনুল ইসলাম ॥

বাংলাদেশে ২০২২ সালের খানা আয়-ব্যয় জরিপের প্রাথমিক ফলাফল এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহে প্রকাশিত হয়েছে। ওই জরিপে জনগণের আয়বৈষম্য পরিমাপক জিনি সহগের মান নির্ধারিত হয়েছে শূন্য দশমিক ৪৯৯। অতএব, নির্দ্বিধায় বলা যায়, বাংলাদেশ উচ্চ আয়বৈষম্যের দেশে পরিণত হয়েছে। সমাজতন্ত্রকে রাষ্ট্রীয় আদর্শ হিসেবে গ্রহণকারী একটি দেশ স্বাধীনতার ৫২ বছর পেরিয়ে এমন উচ্চ আয়বৈষম্যের মানে হলো, শ্রমজীবীর মালিকানার বদলে ধনাঢ্য ব্যক্তিদের করায়ত্ত 'শোষকের দেশে' পরিণত হয়েছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের 'মুক্তির সংগ্রাম' অনুসরণ করে সূচিত শ্রমজীবী জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তির অঙ্গীকার মুখ থুবড়ে পড়েছে।

দেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ক্রমান্বয়ে বেড়ে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৮ দশমিক ১৩ শতাংশে উন্নীত হয়েছিল। ২০২০-২২ পর্বে করোনাভাইরাস মহামারি এবং রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের অভিঘাতে প্রবৃদ্ধির হার কমে গেলেও তা ৫ শতাংশের কাছাকাছি ছিল। ২০২২-২৩ অর্থবছরে তা আবার ৬ শতাংশ অতিক্রম করবে বলে প্রাক্কলিত হচ্ছে। তার মানে, এ দেশের অর্থনীতি অনুন্নয়ন ও পরনির্ভরতার ফাঁদ থেকে মুক্ত হয়ে টেকসই উন্নয়নের পথে যাত্রা করেছে। কিন্তু মাথাপিছু জিডিপি প্রবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যদি আয়বৈষম্যও বাড়তে থাকে, তাহলে এর সুফল সমাজের উচ্চবিত্ত ও উচ্চ মধ্যবিত্ত জনগোষ্ঠীর কাছে পুঞ্জীভূত হওয়ার প্রবণতা শক্তিশালী হতে থাকে। নিম্নবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ বঞ্চিত থেকে যায়।

অর্থনীতিতে আয়বৈষম্য বৃদ্ধি বা হ্রাস পরিমাপ করার জন্য নানা পরিমাপক ব্যবহার করা হয়, যার মধ্যে লরেঞ্জ কার্ভ এবং জিনি সহগ উল্লেখযোগ্য। কোনো অর্থনীতির জিনি সহগ যখন দ্রুত বাড়তে থাকে এবং শূন্য দশমিক ৫ অতিক্রম করে, তখন নীতিনির্ধারকদের বোঝার কথা–আয়বৈষম্য ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। আশির দশক থেকেই এ দেশে আয় ও সম্পদবৈষম্য বাড়তে বাড়তে এখন আমরা 'উচ্চ আয়বৈষম্যের দেশে' পরিণত হয়েছি। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো পরিচালিত জরিপ অনুযায়ী বাংলাদেশের জিনি সহগ ১৯৭৩ সালে ছিল মাত্র শূন্য দশমিক ৩৬। ২০২২ সালে তা বেড়ে শূন্য দশমিক ৪৯৯ হয়েছে।

আরেকটি পরিমাপকের গতি-প্রকৃতির মাধ্যমে আয়বৈষম্য বিপজ্জনকভাবে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বিপক্ষে এবং ধনাঢ্য গোষ্ঠীগুলোর পক্ষে চলে যাওয়ার প্রক্রিয়া ফুটে উঠেছে। ২০১০ সালে দরিদ্রতম ৫ শতাংশ জনসংখ্যার মোট আয় ছিল মোট জিডিপির শূন্য দশমিক ৭৮ শতাংশ, যা ২০১৬ সালে মাত্র শূন্য দশমিক ২৩ শতাংশে নেমে গেছে। ২০১০ সালে দরিদ্রতম ১০ শতাংশ জনসংখ্যার মোট আয় ছিল মোট জিডিপির ২ শতাংশ। ২০১৬ সালে তা মাত্র ১ দশমিক শূন্য ১ শতাংশে নেমে গেছে।

সমস্যার আরেক পিঠে দেখা যাচ্ছে, দেশের ধনাঢ্য ১০ শতাংশ জনগোষ্ঠীর দখলে ২০১০ সালে ছিল মোট জিডিপির ৩৫ দশমিক ৮৫ শতাংশ, যা ২০১৬ সালে বেড়ে ৩৮ দশমিক ১৬ শতাংশে পৌঁছে গেছে। আরও দুঃখজনক হলো, জনগণের সবচেয়ে ধনাঢ্য ৫ শতাংশ জনগোষ্ঠীর দখলে ২০১৬ সালে চলে গেছে মোট জিডিপির ২৭ দশমিক ৮৯ শতাংশ, যা ২০১০ সালে ছিল ২৪ দশমিক ৬১ শতাংশ।

সমস্যার আরেক পিঠে দেখা যাচ্ছে, দেশের ধনাঢ্য ১০ শতাংশ জনগোষ্ঠীর দখলে ২০১০ সালে ছিল মোট জিডিপির ৩৫ দশমিক ৮৫ শতাংশ, যা ২০১৬ সালে বেড়ে ৩৮ দশমিক ১৬ শতাংশে পৌঁছে গেছে। আরও দুঃখজনক হলো, জনগণের সবচেয়ে ধনাঢ্য ৫ শতাংশ জনগোষ্ঠীর দখলে ২০১৬ সালে চলে গেছে মোট জিডিপির ২৭ দশমিক ৮৯ শতাংশ, যা ২০১০ সালে ছিল ২৪ দশমিক ৬১ শতাংশ।

২০২২ সালের জরিপের এ সংক্রান্ত তুলনীয় পরিসংখ্যানগুলো এখনও প্রকাশিত হয়নি। হলে আমি নিশ্চিত–আয়বৈষম্যের এসব পরিমাপকে পরিস্থিতির আরও অবনতিই দেখা যাবে। এর মধ্য অবশ্য আমরা দেখেছি, যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক গবেষণা সংস্থা 'ওয়েলথ এক্স' প্রতিবেদন ২০১৮ অনুযায়ী ২০১২ থেকে ২০১৭–এই পাঁচ বছরে অতি ধনী বা ধনকুবেরের সংখ্যা বৃদ্ধির দিক দিয়ে বিশ্বের বড় অর্থনীতির দেশগুলোকে পেছনে ফেলে ১ নম্বর স্থান দখল করেছে বাংলাদেশ।

বিষয়টি আকস্মিক ঘটেনি। ১৯৭২ সালের সংবিধানে সমাজতন্ত্র অন্যতম রাষ্ট্রীয় নীতি হিসেবে গৃহীত হয়েছিল। পঁচাত্তরের পটপরিবর্তনের মাধ্যমে ক্ষমতাসীন মার্কিনপন্থি খন্দকার মোশতাক ও জিয়াউর রহমান সরকার পাকিস্তানি স্টাইলে স্বজনতোষী পুঁজিবাদ ফিরিয়ে আনে। আশির দশকে আইএমএফ ও বিশ্বব্যাংকের 'কাঠামোগত বিন্যাস কর্মসূচি' 'নিউ লিবারেল' নীতিমালা সংস্কারের ধারাবাহিকতা জোরদারের লক্ষ্যেই পরিচালিত হয়েছিল। আমদানি উদারীকরণ, বিরাষ্ট্রীয়করণ, ব্যক্তি খাতে সরকারি নিয়ন্ত্রণ হ্রাস ও অর্থনীতিতে সরকারি ভূমিকার সংকোচন তাদের প্রেসক্রিপশনগুলোর মূল ফোকাস ছিল। ১৯৯১ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত বিএনপি ও আওয়ামী লীগ পালাক্রমে সরকারে থাকলেও আয়বৈষম্য নিরসনে তাদের নীতিগত পার্থক্য ছিল না।

সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের ২০১০ সালের ঐতিহাসিক রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে ২০১১ সালে গৃহীত সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় নীতি হিসেবে সংবিধানে নামকাওয়াস্তে সমাজতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ এ ব্যাপারে নীরবতা পালনই নিরাপদ মনে করছে। এর দুটো কারণ আন্দাজ করা যায়। প্রথমত, দলটি নব্বই দশকের শুরুতেই 'মুক্তবাজার অর্থনীতি' তাদের রাজনৈতিক দর্শন হিসেবে ঘোষণা করেছে। দ্বিতীয়ত, সমাজতন্ত্র এখন আর রাজনৈতিকভাবে জনপ্রিয় নয়।

সাধারণ জনগণের কাছে বোধগম্য যেসব বিষয় দেশে আয়বৈষম্য বিপজ্জনক স্তরে পৌঁছানোর জানান দিচ্ছে, সেগুলো হলো: ১) প্রাথমিক শিক্ষার স্তরে ১১ ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে, যেখানে মা-বাবার বিত্তের নিক্তিতে সন্তানের স্কুল এবং শিক্ষার মানে বৈষম্য সৃষ্টি হচ্ছে; ২) চার ধরনের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে; ৩) স্বাস্থ্যব্যবস্থার বাজারীকরণ হয়ে গেছে; ৪) ব্যাংকের ঋণ সমাজের একটা ক্ষুদ্র অংশের কুক্ষিগত হয়ে যাচ্ছে এবং ঋণখেলাপি বিপজ্জনকভাবে বাড়ছে; ৫) জায়গাজমি বা ফ্ল্যাট মানে রিয়াল এস্টেটের দাম প্রচন্ড বেড়েছে; ৬) বিদেশে পুঁজি পাচার বাড়ছে; ৭) ঢাকা নগরীতে জনসংখ্যা দুই কোটিতে পৌঁছে গেছে, যেখানে ৪০ শতাংশ বস্তিবাসী; ৮) বিলাসবহুল গাড়ি আমদানি দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে; ৯) বিদেশে বাড়িঘর, ব্যবসাপাতি কেনার হিড়িক পড়েছে; ১০) ভ্রমণ, পড়াশোনা বা চিকিৎসার জন্য বিদেশে যাওয়া বেড়েছে; ১১) রাজনৈতিক ও আমলাতান্ত্রিক দুর্নীতি ব্যাপক বেড়েছে।

২০২০-২২ পর্বের করোনা মহামারি এবং ২০২২-২৩ পর্বের রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের ফলে বিশ্বে ভয়াবহ মূল্যস্ফীতির সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে, যা বাংলাদেশের জনজীবনকেও বিপর্যস্ত করে চলেছে। ২০১৬ সালের খানা আয়-ব্যয় জরিপে বাংলাদেশের দারিদ্র্যসীমার নিচের জনসংখ্যার হার ২৪ দশমিক ৫ শতাংশ পাওয়া গিয়েছিল। ২০২২ সালের একই জরিপে তা ১৮ দশমিক ৭ শতাংশে নেমে গেছে বলে দাবি করা হয়েছে। দারিদ্র্যসীমার নিচের জনসংখ্যার ক্রমহ্রাসমান হার প্রশংসনীয় হলেও আয়বৈষম্য বৃদ্ধিকে অশনিসংকেত বিবেচনা করতেই হবে। আয়বৈষম্য না বাড়লে হয়তো দারিদ্র্য নিরসন আরও জোরদার হতো! কিন্তু বর্তমান সরকার শুধু মাথাপিছু জিডিপি প্রবৃদ্ধি নিয়েই মাতামাতি করছে।

আয়বৈষম্য বাড়তে থাকলে শুধু মাথাপিছু জিডিপি প্রবৃদ্ধি বাড়িয়ে প্রান্তিক অবস্থানের শ্রমজীবী জনগণের দারিদ্র্য নিরসন করা যাবে না। উচ্চ ও ক্রমবর্ধমান আয়বৈষম্য এবং উচ্চ মূল্যস্ফীতি শ্রমজীবী জনগণের জীবনযাত্রা বিপর্যস্ত করে দিচ্ছে। তারা জিডিপি প্রবৃদ্ধির সুফল পাচ্ছে না। সুতরাং আয়বৈষম্যের ব্যাপারে সরকারের দুঃখজনক অমনোযোগ অগ্রহণযোগ্য। বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ একটি 'উচ্চ আয়বৈষম্যের দেশে' পরিণত হয়েছে–মেনে নেওয়া যায় না।

লেখক: একুশে পদকপ্রাপ্ত অর্থনীতিবিদ; সাবেক সভাপতি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি

শেষ ওভারে হাসান ম্যাজিকে সিরিজ

(প্রথম পাতার পর)

সিরিজ জিতলো বাংলাদেশ। টস হেরে প্রথমে ব্যাট করে ২৭৪ রানে অলআউট হয় টাইগাররা। ২৭৫ রানের টার্গেটে ব্যাট করতে নেমে ৫০ ওভারে ৯ উইকেট হারিয়ে ২৭০ রান করতে সক্ষম হয় আয়ারল্যান্ড।

এ দিন একাদশে তিন পরিবর্তন নিয়ে খেলতে নামে বাংলাদেশ। এই ম্যাচ অভিষেক হয় ব্যাটার রনি তালুকদার ও পেসার মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরীর। অভিষিক্ত ম্যাচে তামিমের সঙ্গে ওপেনিংয়ে ব্যাট করতে নামেন রনি। তবে অভিষেক রাঙাতে পারলেন না এই ব্যাটার। শুরু থেকেই আইরিশ পেসারদের তোপের মুখে ধুঁকতে থাকে রনি। মাত্র ৪ রান করে সাজঘরে ফিরে যান তিনি। দলীয় ১৮ রানে ১৪ বলে মাত্র ৪ রান করে ফিরে যান রনি। মার্ক অ্যাডায়ারের বলে উইকেটের পেছনে ক্যাচ দিয়ে ফিরে যান রনি।

এরপর ক্রিজে আসেন আগের ম্যাচের সেঞ্চুরি করা নাজমুল হাসান শান্ত। শান্তকে সঙ্গে নিয়ে শুরুর ধাক্কা সামাল দেন তামিম। কিছুটা মারমুখী ব্যাটিং করতে থাকেন শান্ত। তবে দলীয় ৬৭ রানে আউট হন শান্ত। ৩২ বলে ৩৫ রান করে সাজঘরে ফিরে যান তিনি।

শান্তর বিদায়ের পর ক্রিজে আসেন লিটন দাস। লিটনকে সঙ্গে নিয়ে রানের চাকা সচল রাখেন তামিম। সাবলীল ব্যাটিং করতে থাকেন লিটন। তবে ইনিংস বড় করতে ব্যর্থ হন তিনি। দলীয় ১৩৭ রানে ৩৯ বলে ৩৫ রান করে সাজঘরে ফিরে যান লিটন। তবে অন্যপ্রান্তে কিছুটা দেখেশুনে খেলে ৬১ বলে ফিফটি তুলে নেন তামিম।

তামিমের ফিফটির পর পরই সাজঘরে ফিরে যান তাওহিদ হৃদয়। দলীয় ১৫৯ রানে ১৬ বলে ১৩ রান করে ফিরে যান তিনি। হৃদয়ের বিদায়ের পর ক্রিজে আসেন মুশফিকুর রহিম। মুশফিককে সঙ্গে নিয়ে ব্যাট করতে থাকেন তামিম। তবে নিজের ইনিংস বড় করতে পারেননি তিনি। দলীয় ১৮৬ রানে ৮২ বলে ৬৯ রান করে আউট হন তামিম। তামিমের বিদায়ের পর ক্রিজে আসেন মেহেদী মিরাজ। মিরাজকে সঙ্গে নিয়ে রানের চাকা সচল রাখেন মুশফিক। ষষ্ঠ উইকেট জুটিতে ৭৫ রান সংগ্রহ করেন এই দুই ব্যাটার। তবে দলীয় ২৬১ রানে ৫৪ বলে ৪৫ রান করে আউট হন মুশফিক।

মুশফিকের বিদায়ের পর দ্রুতই সাজঘরে ফিরে যান মিরাজ। দলীয় ২৬৫ রানে ৩৯ বলে ৩৫ করে ফিরে যান তিনি। এরপর দ্রুতই আরও তিন উইকেট হারায় টাইগাররা। শেষ পর্যন্ত নির্ধারিত ৫০ ওভারে ২৭৪ রানে অলআউট হয় বাংলাদেশ।

২৭৫ রানের টার্গেটে ব্যাট করতে নেমে শুরুতেই উইকেট হারায় আয়ারল্যান্ড। বাংলাদেশকে প্রথম সাফল্য এনে দেন মুস্তাফিজ রহমান। দলীয় ১৭ রানে স্টিফেন ডোহেনিকে আউট করেন তিনি। ১৬ বলে ৪ রান করে সাজঘরে ফিরে যান ডোহানি।

এরপর ক্রিজে আসেন অধিনায়ক অ্যান্ডি বালবির্নি। বালবির্নিকে সঙ্গে নিয়ে শুরুর ধাক্কা সামাল দেন পল স্টার্লিং। টাইগার বোলারদের সুযোগ না দিয়ে রানের গতি বাড়াতে থাকেন এই দুই ব্যাটার। সাবলীল ব্যাটিংয়ে ৫৮ বলে অর্ধশতক পূরণ করেন স্টার্লিং। স্টার্লিংয়ের পর ৭১ বলে অর্ধশতক পূরণ করেন বালবির্নি।

এরপর দলীয় ১২৬ রানে বাংলাদেশকে ব্রেকথ্রু এনে দেন এবাদত হোসেন। এরপর দ্রুতই উইকেট হারায় আয়ারল্যান্ড। ২২৫ থেকে ২৪২ রানের মধ্যে ৪ ব্যাটারকে হারিয়ে ম্যাচ থেকে ছিটকে যায় আইরিশরা। শেষ ওভারে জয়ের জন্য ১০ রান প্রয়োজন হয় আয়ারল্যান্ডের। শেষ ওভারে বোলিংয়ে এসে মাত্র ৫ রান দিয়ে ২ উইকেট তুলে নিয়ে বাংলাদেশকে জয় এনে দেন হাসান।

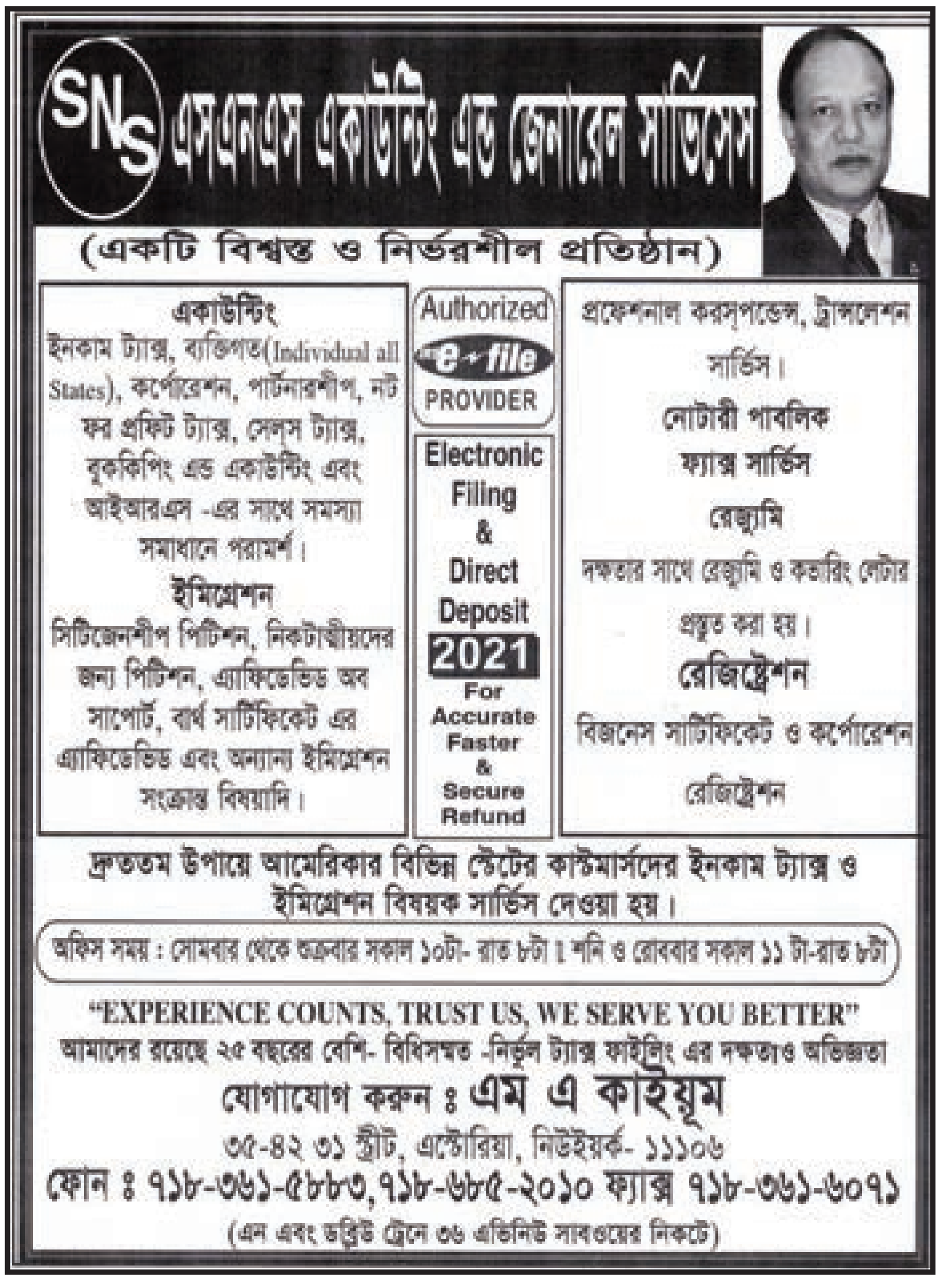

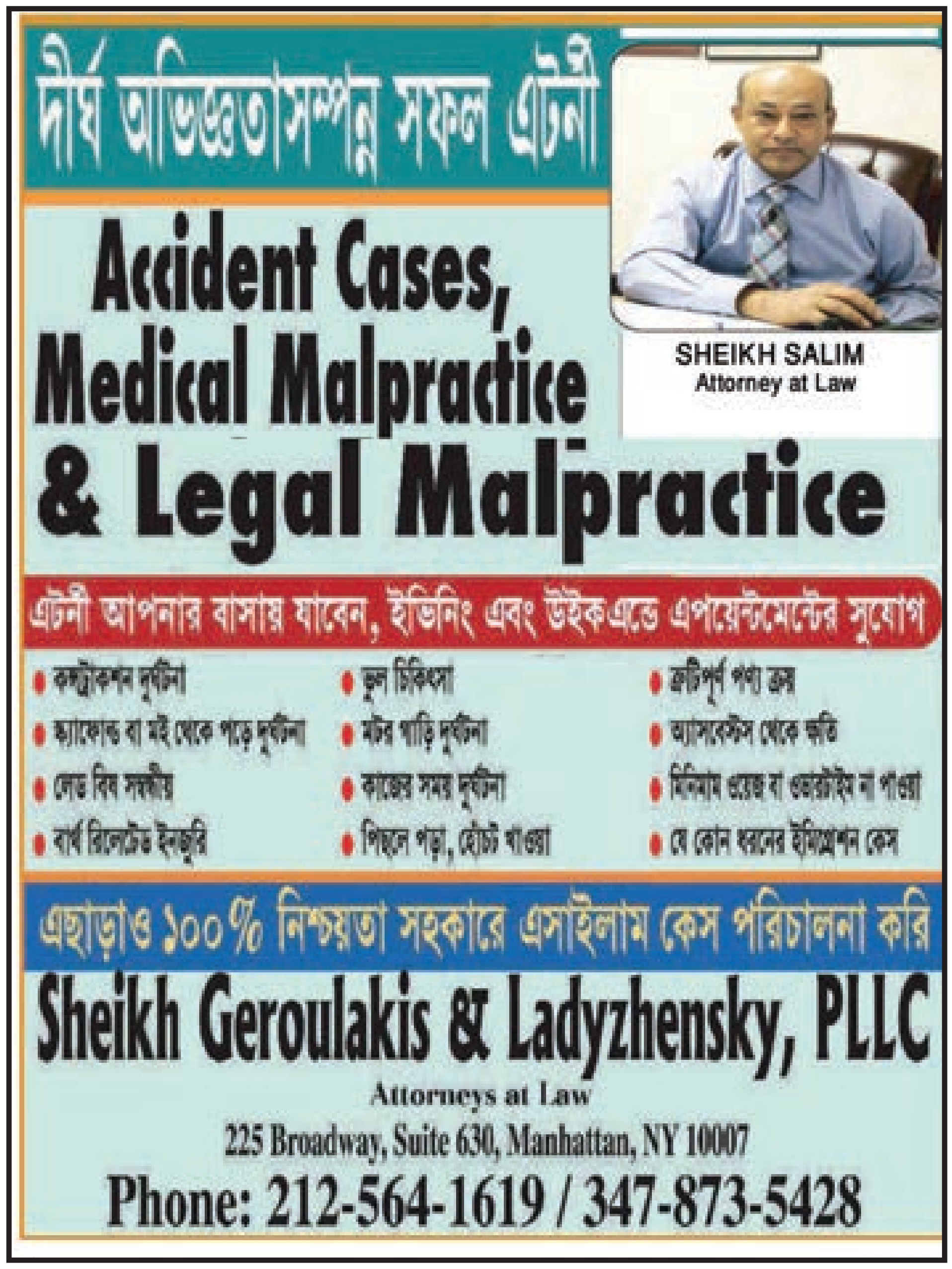

Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!

এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত

ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক

Umra Hajj-এর টিকেট ও Vissa-এর জন্য যোগাযোগ করুন

ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম

UNITED TRAVELS INC.

37-22 73rd Street, Suit#1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030

নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন

After office Please Con Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-

Biman, Emirate, Eithihad Kuwait, Qatar & Soudia সহ বিশ্বের সকল সকল এয়ার লাইন্সের টিকেট বিক্রয় হয়।

বিরাট মূল্যহ্রাস

নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট

Concorde Travels

কনকর্ড ট্রাভেল

২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

আসন সংখ্যা সীমিত

আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ

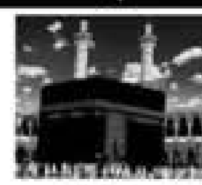

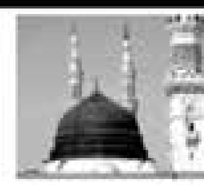

সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে

সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়

TURKISH AIRLINES

QATAR AIRWAYS

37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372

Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com

SE CI

বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন?

সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন

ছুটির দিনে যুক্তরাষ্ট্রে সোনালী এক্সচেঞ্জ হাউজ খোলা

- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ এক্সচেঞ্জ রেট
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ রেটও সমান
- আমাদের বিকাশ সার্ভিসের রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি আড়াই শতাংশ সরকারী প্রণোদনা পাবার নিশ্চয়তা

blaze ব্লেজ নামীয় সার্ভিসের মাধ্যমে ২৪/৭/৩৬৫ ভিত্তিতে মাত্র ৫ সেকেন্ডের মধ্যে রেমিট্যান্স প্রেরণ করুন।

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-829-3875	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইনক

SONALI EXCHANGE CO. INC.

(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)

LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE NY DFS, NJ DB&I, MI DIFS, GA DB&F AND MD OCFR

সদাচারী ব্যক্তিই সফলকাম

॥ প্রফেসর তোহুর আহমদ হিলালী ॥

সদাচারী ব্যক্তি অর্থাৎ উত্তম আচরণকারী ব্যক্তি দুনিয়া ও আখিরাতে সফল হন। এখানে সদাচরণ বলতে আল্লাহর প্রতি, নিজের প্রতি, পরিবারের প্রতি, মানুষের প্রতি ও পুরো সৃষ্টির প্রতি উত্তম আচরণ করা বোঝাচ্ছে। আল্লাহর প্রতি সদাচার অর্থ আল্লাহ সম্পর্কে সুধারণা পোষণ, তার নাফরমানি না করা ও অনুগত হয়ে চলা। ইসলাম ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদে বিশ্বাসী। আল্লাহর দরবারে ব্যক্তিকে এককভাবে দাঁড়াতে হবে। কারো বোঝা কেউ বহন করবে না। ইসলামের দাবি- নিজে বাঁচো ও তোমার পরিবারকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও। নিজেকে ধ্বংস করে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণ সাধন করতে ইসলাম বলে না; বরং পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণ সাধনের মাধ্যমে নিজের মর্যাদা উন্নীত করার কথাই বলে। নিজেকে বাঁচাও বলতে নিজের শরীর-স্বাস্থ্যের প্রতি যত্ন নেয়ার পাশাপাশি নৈতিক মান সমুন্নত রাখা বোঝায়। মানুষ প্রায়ই নিজের সন্তান-সন্ততি ও আত্মীয়স্বজনের কারণে দুর্নীতি করে থাকে। এমন আচরণ ব্যক্তির নিজের প্রতি সদাচার নয়; বরং সুস্পষ্ট জুলুম। আবার ইবাদত-বন্দেগির নামে নিজের ওপর কাঠিন্য চাপিয়ে নেয়া ইসলামে পছন্দ নয়। ইসলাম মধ্যমপন্থা পছন্দ করে।

ব্যক্তির পাশাপাশি পরিবারের প্রতি সুবিচার করার জোর তাগিদ ইসলাম তার অনুসারীদের প্রদান করে। পরিবারে সদাচরণ পাওয়ার সবচেয়ে বড় হকদার মা-বাবা, দাদা-দাদী, নানা-নানী ও ঊর্ধ্বে যদি কেউ থেকে থাকে। আল্লাহর আনুগত্যের পাশাপাশি মা-বাবার প্রতি সদাচরণ করার তাগিদ আমরা সূরা বনি ইসরাইলসহ কুরআন মাজিদে বিভিন্ন আয়াতে পাই। সবসময় তাদের প্রতি নত হয়ে চলা এবং বার্ধক্যে উপনীত হলে বিরক্তিসূচক একটু উহ্ শব্দও উচ্চারণ না করার জন্য আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন। মা-বাবা ইন্তেকাল করলে তাদের জন্য দোয়া করার কথা আল্লাহর পক্ষ থেকে বলা হয়েছে এবং দোয়া করার ভাষাও তিনি শিখিয়ে দিয়েছেন (রাব্বির হামহুমা কামা রাব্বাইয়ানি ছাগিরা)। যিনি দোয়া কবুল করবেন তিনিই আবার দোয়ার ভাষা শিখিয়ে দিয়েছেন, এ দোয়া কবুল না হয়ে পারে না। মা-বাবার কর্তব্য, সন্তানকে উত্তম খাবার, পোশাক ও ভালো প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া করানোর পাশাপাশি দোয়াকারী নেক সন্তান হিসেবে গড়ে তোলা। রাসূলুল্লাহ সাঃ বলেছেন, 'সন্তানকে নৈতিকতা শিক্ষা দেয়া ছাড়া বাবা-মায়ের বড় কিছু দেয়ার নেই।

একটি পরিবারের ভিত্তি হলো স্বামী-স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি। মানুষ এদের প্রতি খুব দুর্বল থাকে। একজন ব্যক্তির নিজের প্রয়োজন খুবই সীমিত। বেশির ভাগ সময় স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির মনোরঞ্জনের জন্য মানুষ অন্যায় পথে পা বাড়ায়। আল্লাহপাক সূরা তাগাবুনে সতর্ক করেছেন- 'তোমাদের স্বামী-স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির মধ্যে কতিপয় শত্রু, তাদের ব্যাপারে সাবধান থেকো।' আল্লাহপাক সতর্ক করেছেন কিন্তু ঝগড়াঝাটি ও মারপিট করতে বলেননি; বরং ক্ষমা ও সহনশীল আচরণ করার কথা বলেছেন। স্বামী-স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দ্বারা চোখকে শীতল করে দেয়ার জন্য আল্লাহপাক তাঁর কাছে দোয়া করতে বলেছেন। চোখজুড়ানো স্বামী-স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি আল্লাহ তায়ালার বড় নিয়ামত। একটি বয়সে উপনীত হলে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের জন্য অপরিহার্য হয়ে পড়ে। স্বামী-স্ত্রীর এই জুটিকে আল্লাহপাক পরস্পরের বন্ধু ও সাথী হিসেবে উল্লেখ করেছেন। স্বামী-স্ত্রী এবং মা-বাবা ও সন্তানদের মধ্যে সৌহার্দ্য-সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য সবার প্রচেষ্টা থাকা দরকার। কখনো মনোমালিন্য ও রাগ-অভিমান হবে না, এমনটি নয়, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাঃ-এর জীবনেও ঘটেছে। এ ব্যাপারে আল্লাহর নির্দেশনা হলো- ক্ষমা ও সহনশীল আচরণ করা। উদারতা, ক্ষমাশীলতা জীবনটাকে সহজ করে, আনন্দময় করে। পক্ষান্তরে সঙ্কীর্ণতা জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে। আল্লাহপাকের বাণী- 'যে স্বীয় মনের সঙ্কীর্ণতা থেকে নিজেকে রক্ষা করল সেই প্রকৃত কল্যাণ লাভ করল।' (সূরা তাগাবুন) সন্তান-সন্ততিকে সময় দিতে হবে, তাদেরকে সদাচরণ ও নৈতিকতা শিক্ষা দিতে হবে। সন্তানদের নামাজের ব্যাপারে তাগিদ দিতে হবে। নামাজের মাধ্যমে অন্যায় ও অশ্লীল কাজ থেকে দূরে রাখার ব্যাপারে আল্লাহপাক নিশ্চয়তা দান করেছেন। আমরা আমাদের সন্তানদের দ্বীন শেখার ব্যাপারে যত্নশীল হই যাতে সন্তান আমাদের জন্য দোয়াকারী হয়।

আত্মীয়স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী, চলার পথের সাথী সবার সাথে সদাচরণ করা ইসলামের দাবি। দুর্ব্যবহার, জুলুম একজন মুমিনের কাছে অকল্পনীয়। সূরা হুমাজায় আল্লাহপাক বলেছেন- 'নিশ্চিত ধ্বংস তাদের জন্য যারা মানুষকে সামনা সামনি গালাগাল ও পেছনে দোষ প্রচার করে।' একটু গালাগাল ও অসাক্ষাতে নিন্দাবাদ যদি কারো ধ্বংস নিশ্চিত করে তাহলে যারা গুম-খুনের মতো ঘটনা ঘটায় তাদের পরিণতি কী হতে পারে? এক কথায় বলা যায়, জান্নাত রয়েছে সদাচারী ও বিনয়ী লোকদের জন্য। পক্ষান্তরে জাহান্নামের বাসিন্দা হবে দাম্ভিক, অহঙ্কারী ও জালেমরা। দুনিয়ার জীবনে জালেমের অঢেল ধনসম্পদ, ক্ষমতা ও মর্যাদা থাকলেও আখিরাতে সে হবে সবচেয়ে নিঃস্ব ও হতভাগা। মজলুমকে তার সব নেক আমল দেয়ার পরও পরিশোধ হবে না এবং মজলুমের গুনাহ জালেমের ঘাড়ে দিয়ে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

আল্লাহর এক নাম মুমিন এবং আমরাও মুমিন অর্থাৎ নিরাপত্তাদাতা এবং আল্লাহর সব সৃষ্টি আমাদের থেকে নিরাপদ। ইতর প্রাণী ও গাছপালা সব কিছুকে আমরা সুরক্ষা দান করব। এক পিপাসার্ত কুকুরকে পানি পান করানোর বিনিময়ে এক পতিতাকে ক্ষমা করার কথা আমরা জানি। ভারবাহী পশুকে অতিরিক্ত বোঝা না চাপানোর কথা বলা হয়েছে। জীব-জানোয়ারকে আটকে রেখে কষ্ট দেয়ার অধিকার কারো নেই।

আল্লাহর এক নাম মুমিন এবং আমরাও মুমিন অর্থাৎ নিরাপত্তাদাতা এবং আল্লাহর সব সৃষ্টি আমাদের থেকে নিরাপদ। ইতর প্রাণী ও গাছপালা সব কিছুকে আমরা সুরক্ষা দান করব। এক পিপাসার্ত কুকুরকে পানি পান করানোর বিনিময়ে এক পতিতাকে ক্ষমা করার কথা আমরা জানি। ভারবাহী পশুকে অতিরিক্ত বোঝা না চাপানোর কথা বলা হয়েছে। জীব-জানোয়ারকে আটকে রেখে কষ্ট দেয়ার অধিকার কারো নেই। সমগ্র সৃষ্টি মানুষের খেদমতের জন্য এবং অবশ্যই তা মানুষের কল্যাণ সাধনে ব্যবহৃত হবে। অপ্রয়োজনে গাছের একটি পাতাও ছেঁড়া যায় না। মোট কথা, আল্লাহর সব সৃষ্টি মুমিনের কাছে নিরাপদ। সমাজের মানুষ কারো কাছ থেকে অসম্মানিত হবে বা শারীরিক বা মানসিকভাবে কষ্ট পাবে, এটি হতেই পারে না। যদি হয়ে থাকে তবে বুঝতে হবে, এমন লোকের মুমিন বা মুসলিম হওয়ার প্রশ্নই উঠে না। মুসলিম মাত্রই সৃষ্টির কল্যাণকামী। আল্লাহপাক একজন মুসলিমকে সেভাবেই উপস্থাপন করেছেন। আল্লাহর বাণী- 'তোমরা শ্রেষ্ঠতম উম্মত, তোমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে মানবজাতির কল্যাণ সাধনের জন্য, তোমরা ভালো কাজের আদেশ দেবে ও মন্দ কাজে নিষেধ করবে।'

কুরআন মাজিদে নানা ভঙ্গিতে বলা হয়েছে, ঈমান ও নেক আমলে সমৃদ্ধ ব্যক্তি জান্নাতে যাবে এবং সূরা নূরের ৫৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে- 'ঈমান ও নেক আমলে সমৃদ্ধ ব্যক্তিদের আল্লাহপাক খেলাফত দান করবেন।' প্রশ্ন উঠতে পারে, কুরআন মাজিদে আল্লাহর পথে সংগ্রাম করার কথা বারবার বলা হয়েছে। সবই ঠিক আছে। তবে জান্নাতে যাওয়ার জন্য ন্যূনতম শর্ত করা হয়েছে নির্ভেজাল ঈমান ও ঈমানের দাবি অনুসারে নেক আমল করা। আল্লাহকে ইলাহ মেনে কিছু মৌলিক ইবাদত পালন যথেষ্ট নয়; বরং তাগুতকে অস্বীকার করে আল্লাহকে মানার কথা বলা হয়েছে। আনিই বুদুল্লাহা ওয়াজতানিবুত তাগুত (আল্লাহর আনুগত্য করো এবং তাগুতকে অস্বীকার করো)। আল্লাহ তায়ালা প্রতিদিন তাঁর অগণিত বান্দাকে ক্ষমা করেন যদি সেই বান্দা শিরক ও হিংসা থেকে মুক্ত থাকে। কোনো ব্যক্তি যদি নিজেকে প্রমাণ করতে পারে যে, সে ইসলামের পক্ষের শক্তি তাহলে তার সামান্য আমল জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্য যথেষ্ট হতে পারে। ইসলামকে পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা হিসেবে মানার ক্ষেত্রে যদি কারো মধ্যে দুর্বলতা থাকে এবং ইসলামের শত্রুদের সাথে তার সখ্য থাকে তাহলে বুঝতে হবে, সে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের সার্থক অনুসারী নিরেট মুনাফিক বৈ আর কেউ নয়।

একজন ছাত্রের তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য হয়তো দৈনিক দুই ঘণ্টা করে পড়া যথেষ্ট হতে পারে; কিন্তু সে তাতে সন্তুষ্ট নয়। সে চায় সবার সেরা রেজাল্ট করতে। ফলে সে প্রাণান্ত প্রচেষ্টা চালায় এবং দৈনিক ৮-১০ ঘণ্টা লেখাপড়া করে। দৈনিক দুই ঘণ্টা করে পড়ে উত্তীর্ণ হওয়া ঝুঁকিপূর্ণও হতে পারে। একজন মুমিনের বিষয়টি এমনই। নিষ্ঠাপূর্ণ ঈমান এবং মৌলিক ইবাদতসমূহ পালন ও সদাচরণের মাধ্যমে জান্নাতপ্রাপ্তির সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু যারা আল্লাহর আনুগত্যের পাশাপাশি দ্বীন কায়েমের মাধ্যমে সবার জন্য আল্লাহর হুকুম পালন সহজ করে দিতে চায় তাদের মর্যাদা আল্লাহর কাছে অতি উচ্চে এবং তাদের জন্যই রয়েছে জান্নাতুল ফেরদাউস।

লেখক: উপাধ্যক্ষ (অব), কুষ্টিয়া সরকারি কলেজ

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ

ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০

ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার
এম.ডি, এফএসিপি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Brooklyn
20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
(Betw. Bedford & Nostrand Ave)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

Jackson Heights
70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

BISMILLAH HALAL LIVE POULTRY MEAT & FISH MARKET

বিসমিল্লাহ হালাল লাইভ পোল্ট্রি, মিট অ্যান্ড ফিস মার্কেট

New Price

বিশাল মূল্যহ্রাস

রেড/ব্লাক চিকেন $3.25/lb

১০টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ৩টি ফ্রি
৬টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ১টি ফ্রি
৩টি হার্ড চিকেন $12.99

প্রতিদিন জবেহ করা হালাল মাংসের মধ্যে রয়েছে-

রেগুলার গোট $4.49/lb বেবি গোট $6.49/lb

বিমানে আসা তাজা মাছসহ আমাদের এখানে পাবেন লাইভ ফিস

বোয়াল, আইড়, কোরাল, পাবদা, স্টার বাইন, লং বাইন, চিতল, কাতলা, বাছা ও শোল

লাইভ তেলাপিয়া	$3.49 lb
লাইভ বাফেলো	$3.49 lb
আমেরিকান ইলিশ	$1.99 lb
দেশী রুই	$1.79 lb
Herring Fish (চাপিলা মাছ)	$2.49 lb
Porgy	$1.49 lb

স্পেশাল

ফ্রি ডেলিভারী
মিনিমাম ৫০ ডলার

EBT & Foodstamp

Open 7 Days: 8:00am to 7:30pm
Direction: R, Q, V train to Northern Blvd

37-15, 55th Street, Woodside, NY 11377 (Bet. 37&38 Ave)
718.205.7200 917.295.4011

ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব

কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!

আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:

● নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (স্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট/কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজ্যুরী/স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য ● বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।

ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং গ্রোসারি স্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।

All Service Provided by Attornys Admittied in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com

ইমরান খান ইস্যুতে বিপাকে পাকিস্তান সরকার

ঢাকা ডেস্ক, ১২ মে : রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যেই আবারও প্রকাশ্যে পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে সুপ্রিমকোর্টের মতবিরোধ। ইমরান খানের গ্রেফতার ইস্যুতে সর্বোচ্চ আদালতের অবস্থান বিপাকে ফেলেছে প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফকে।

ক্ষমতাসীনদের অনেকেই প্রকাশ্যে আদালতের সমালোচনাও করছেন। প্রশ্ন উঠেছে– সরকারের কর্তৃত্ব নিয়েও।

ইমরান খানকে গ্রেফতার ইস্যুতে যখন টালমাটাল পাকিস্তান, তখনই দৃশ্যপটে দেশটির সুপ্রিমকোর্ট। ইসলামাবাদ হাইকোর্ট বৈধ বললেও পিটিআইপ্রধানকে গ্রেফতার বেআইনি বলছেন সর্বোচ্চ আদালত।

এই রায়ে স্পষ্ট হলো– পাকিস্তান সরকার ও সুপ্রিমকোর্টের মতবিরোধ। ইমরান সমর্থকরা বিজয় উৎসব করলেও প্রকাশ্যেই সর্বোচ্চ আদালতের সমালোচনা করছেন ক্ষমতাসীনদের অনেকেই। মনে করা হচ্ছে, সুপ্রিমকোর্টের এই রায়ে প্রশ্নের মুখে পড়েছে পাক সরকারের কর্তৃত্ব, চাপে ফেলবে দেশটির সামরিক বাহিনীকেও।

পাকিস্তানের রাজনৈতিক অস্থিরতা নিরসনে, সুপ্রিমকোর্টের হস্তক্ষেপ এই প্রথম নয়। এর আগেও কয়েকবার সরকারের মুখোমুখি দাঁড়ায় সর্বোচ্চ আদালত। যদিও কেউ কেউ বলছেন, এতে স্পষ্ট হয়েছে– দেশটির বিচার বিভাগের স্বাধীনতা।

গত বছর পাঞ্জাব ও খাইবার পাখতুনখোয়ার প্রাদেশিক নির্বাচন নিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে অবস্থান নেন প্রধান বিচারশসসসসসসসসরররড়ঁরলররর-র-ড়ররর-০ড়রর০ড়৯রর০৯রপতি। অর্থনৈতিক সংকটের অজুহাতে সরকার নির্বাচন পিছিয়ে দিতে চাইলেও বাধা হয়ে দাঁড়ান সুপ্রিমকোর্ট। স্বপ্রণোদিত হয়ে ১৪ মে নির্বাচন আয়োজনের নির্দেশ দেন সর্বোচ্চ আদালত।

ওয়াশিংটন উড্রো উইলসন সেন্টার মাইকেল কুগেলম্যান বিশ্লেষক বলেন, পাকিস্তানের সাম্প্রতিক বিভিন্ন রাজনৈতিক সংকটে সুপ্রিমকোর্ট স্বাধীনভাবে ও স্বপ্রণোদিত হয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর আগে সরকারের প্রাদেশিক নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনাকেও থামিয়ে দিয়েছে। এবার ইমরান খানের গ্রেফতারের বৈধতা নিয়ে তুলল প্রশ্ন।

অবশ্য সুপ্রিমকোর্টের সঙ্গে দ্বন্দ্ব লুকাননি প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফও। সর্বোচ্চ আদালতের বিরুদ্ধে দেশজুড়ে রাজনৈতিক অস্থিরতা ছড়ানোর অভিযোগ তোলেন পাক প্রধানমন্ত্রী। এমনকি সংসদে আদালতের ক্ষমতা হ্রাসে বিলও পাস হয়।

এর আগে ইমরান খান সরকারেরও মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিলেন পাকিস্তানের সর্বোচ্চ আদালত। তৎকালীন ডেপুটি স্পিকার, বিরোধীদের অনাস্থা ভোটের প্রস্তাব বাতিল করলে তা বেআইনি ঘোষণা করেন আদালত।

বাখমুতে ইউক্রেনের পাল্টা হামলার বিষয়ে যা বলল রাশিয়া

(ছবি আছে ইন্টার পিকচার নং-০২)

ঢাকা ডেস্ক, ১২ মে : বাখমুত শহরে ইউক্রেনীয় বাহিনীর অগ্রগতির খবর প্রত্যাখ্যান করেছে রাশিয়া। শহরটির চারপাশে রুশ বাহিনীর কয়েকটি ফ্রন্ট লাইন ভেঙে পড়েছে, এক বিবৃতিতে বিষয়টি অস্বীকার করেছে রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়।

বৃহস্পতিবার টেলিগ্রাম চ্যানেলে গভীর রাতের রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এ তথ্য নিশ্চিত করেন। খবর সিএনএনের।

রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানায়, বাখমুতে অগ্রগতির বিষয়ে যে খবর প্রকাশিত হয়েছে সেটি সত্য নয়।

রুশ বাহিনীর ছত্রভঙ্গ হয়ে যাওয়ার পরিস্থিতি ঘুরে দেখে জানিয়েছেন দুই রুশ সামরিক বগার। যেখানে ৯ মাস ধরে রুশ ও ইউক্রেনীয় বাহিনীর তীব্র লড়াই চলছে। গত কয়েক দিন ধরে বিভিন্ন সূত্র দাবি করেছে, বাখমুতে পিছু হটছেন মস্কোর সেনারা। এমনকি তাদের ভাড়াটে গোষ্ঠী ওয়াগনার প্রধানও দাবি করেছেন, একটি ব্রিগেডের সেনারা পালিয়ে গেছেন।

এই খবর অস্বীকার করে রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় দাবি করেছে, বিমান ও কামানের সহায়তায় অ্যাসল্ট ইউনিটগুলো বাখমুতের পশ্চিম অংশে আরও অগ্রগতি করছে। তারা ইউক্রেনীয় সেনাদের মলোইলিনোভকার দিকে বের করে দেওয়ার জন্য লড়ছে।

শত্রুরা উল্লেখযোগ্য ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে বলে দাবি রুশ মন্ত্রণালয়ের।

ইউক্রেনের সেনাবাহিনীর জেনারেল স্টাফের এক প্রতিবেদন বৃহস্পতিবার বাখমুতে একটি অগ্রসরের পরিস্থিতি বর্ণনা করে। এতে দাবি করা হয়েছে, ইউক্রেন বাহিনী রুশ যোদ্ধাদের ওপর চাপ তৈরি করছে এবং তাদের লাইনে দুর্বল জায়গাগুলো অনুসন্ধান করছে।

ইউক্রেনীয় এক সামরিক কর্মকর্তা দাবি করেন, কয়েক মাস অপেক্ষার পর তারা বাখমুতে শত্রুপক্ষের অবস্থানে পাল্টা আক্রমণ চালাচ্ছে।

ইরানে নিয়োগ দিতে রাষ্ট্রদূতের নাম ঘোষণা করল সৌদি

ঢাকা ডেস্ক, ১২ মে : সৌদি আরব সরকার ইরানে নিয়োগের জন্য নতুন রাষ্ট্রদূতের নাম ঘোষণা করেছে। এ তথ্য জানিয়েছেন ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হোসেইন আমির আব্দুল্লাহিয়ান। সেই সঙ্গে ইরানও দ্রুত সময়ের মধ্যে সৌদিতে নিয়োগের জন্য রাষ্ট্রদূতের নাম প্রস্তাব করবে বলেও জানান তিনি।

রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা ইরনাকে আব্দুল্লাহিয়ান বলেন, সৌদি আরব মঙ্গলবার ইরানে নিয়োগের জন্য তাদের নতুন রাষ্ট্রদূতের নাম ঘোষণা করেছে। আমরাও শিগগিরই সৌদি সরকারের কাছে আমাদের নতুন রাষ্ট্রদূতের নাম প্রস্তাব করব।

চীনের মধ্যস্থতায় দেশটির রাজধানী বেইজিংয়ে গত মার্চ মাসে ইরান এবং সৌদি আরবের মধ্যে সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠার বিষয়ে একটি চুক্তি সই হয়। এর দুই মাস পর সৌদি আরব তেহরানে নিয়োগের জন্য নতুন রাষ্ট্রদূতের নাম ঘোষণা করল।

গত ১০ মার্চ সই হওয়া চুক্তিতে বলা হয়েছে, আগামী দুই মাসের মধ্যে ইরান ও সৌদি আরব উভয় দেশে নিজ নিজ রাষ্ট্রদূত নিয়োগ করবে। ওই চুক্তির মধ্য দিয়ে রিয়াদ ও তেহরানের মধ্যে সাত বছর কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়।

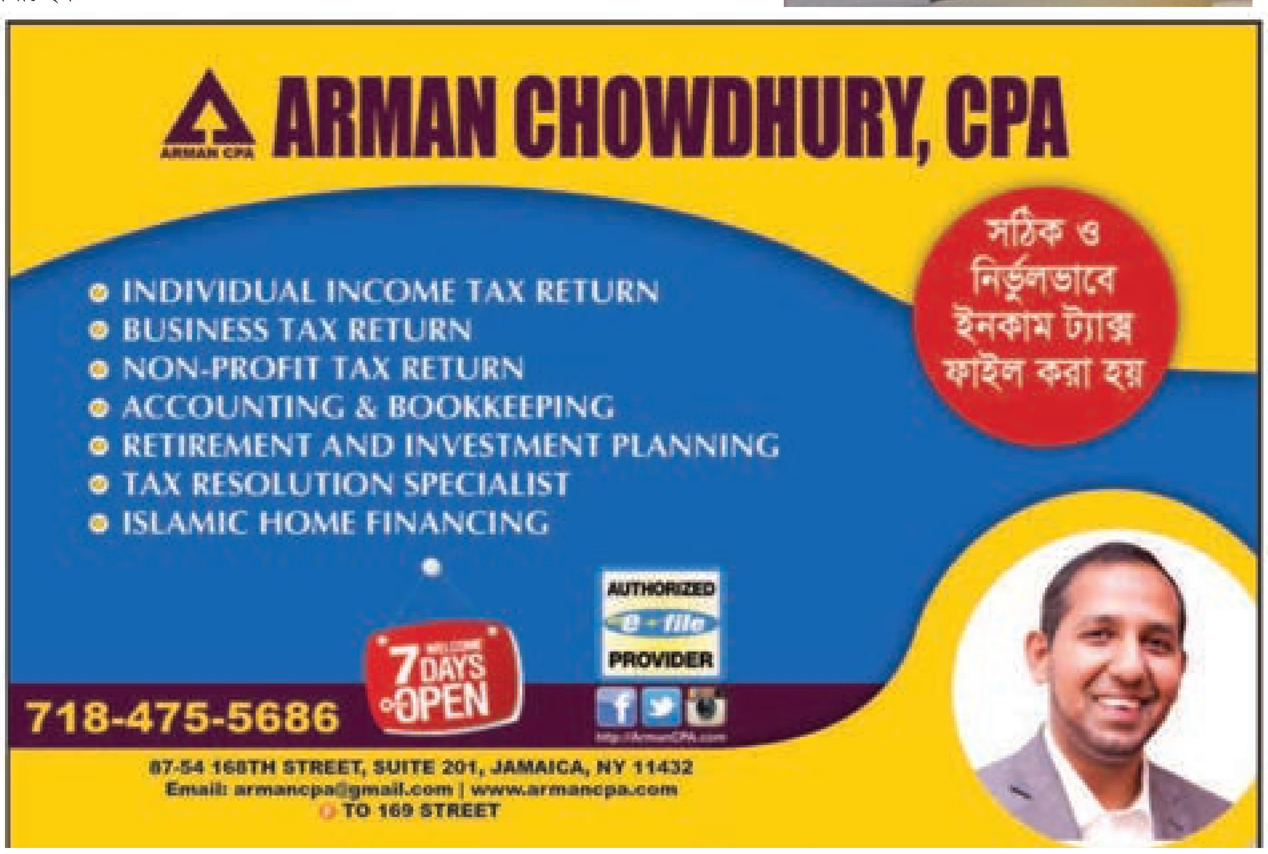

পীর সাহেবরা কি যা ইচ্ছা বলতে পারেন!

(শেষের পাতার পর)

এ ব্যপারে সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলেন না। মদিনায় রাসুলাল্লাহর (স:) রওজা মোবারকের পাশে গিয়ে রাসুলের কাছে দিশা চাইলেন, রাসুল (স:) তাকে বললেন তুমি আওয়ামী লীগের সাথে থাকো বা তাকে সমর্থন দাও (নাউজুবিল্লাহ)। যদি বলতেন রাসুল (স:) তাকে স্বপ্নে এ নির্দেশ দিয়েছেন তাহলেও নাহয় বুঝতাম। স্বপ্নে মানুষ অনেক কিছুই দেখে, এসব নিয়ে কেউ প্রশ্ন তোলে না। তা না, একেবারে বাস্তবে তিনি রাসুলের (স:) হুকুম পেয়েছেন! বুঝি না, মানুষ কি এখনও এত বোকা!

ভিডিওতে দেখা গেল মঞ্চে আরও অনেক পাজামা পাঞ্জাবীপরা দাড়িটুপীধারী ব্যক্তি ছিলেন, কেউ তার এ বক্তব্যের প্রতিক্রিয়া জানালেন না। কিছুই বললেন না। আমি ইসলাম বিষয়ে কোন পন্ডিত লোক নই, তবে এটুকু জানি রাসুল (স:) বাস্তবে এসে বা গায়েবী আওয়াজে কাউকে কোন হুকুম নির্দেশ বা ফায়সালা দিয়ে যান না। অথচ পীর মৌলানা শায়খ পরিচয়ের অনেককে দেখা যায় অবলীলায় স্বয়ং আল্লাহ বা রাসুলের নাম ভাঙিয়ে বা কোরআন হাদিসের মনগড়া ব্যখ্যা দিয়ে যাচ্ছেন। ওই পীর মহোদয় দলবিশেষকে সমর্থন করার জন্য কোন জাগতিক যুক্তি দিতে পারতেন। খোদ রাসুলের (স:) ফায়সালা যখন এনে হাজির করেন নিষ্ঠাবান ধর্মবিশ্বাষীদের অসহায় হয়ে পড়া ছাড়া আর কি করার থাকে!

এটা বলার অপেক্ষা রাখে না সরলমনা মানুষদের ধর্মাববেগকে ব্যবহার করে বেশ কিছু কথিত 'পীর'কে দেখা যায় নিজেদের মতলব হাসিল করতে। চট্টগ্রাম অঞ্চলের এক জন-প্রিয় পীর সম্পর্কে জানতাম তিনি নাকি প্রায় সময় কাপড়চোপর ছাড়া বা স্বল্প বসনা থাকতেন, মুখে থাকতো অশ্রাব্য গালি। নামাজ কালামের বালাই ছিল না। একবার তার এক মুরীদকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম আপনার পীর নামাজ পড়েন না কেন। উত্তরে তিনি বলেছিলেন, পীর বাবাজী কামেলিয়াতের এমন উচ্চ পর্যায়ে চলে গেছেন যে তাকে আর নামাজ না পড়লেও চলে। আমি বলেছিলাম, রাসুলাল্লাহ (স:) তো জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত নামাজ পড়েছেন। কামেলিয়াতে পীর বাবাজী রাসুলের ওপর দিয়েও চলে গেছেন! ভক্ত এর কোন উত্তর দেন নাই। ফরিদপুর অঞ্চলের এক পীর সম্পর্কে প্রচারণা ছিল তিনি সরকারের কাছে নানাজনের জন্য তদ্বিরও করতেন। এরশাদ আমলে এক নেতার সাথে সেই পীরের দরবারে গিয়ে দেখেছিলাম বিশেষ এক চিকিৎসক জাতীয় অধ্যাপক হওয়ার জন্য তদ্বিরের জন্য সকাল থেকে সেখানে বসে আছেন। পরে তিনি হয়েওছিলেন। ঢাকার মোহাম্মদপুর এলাকার এক কথিত পীর বা বাবার ছিল বিশাল ভক্তবাহিনী। তাকে কেউ কোনদিন নামাজ পড়তে দেখে নাই। জানা যায় গোসলও নাকি করতেন না। একদিন কেউ একজন তাকে এ ব্যপারে জিজ্ঞাস করলে বলেছিলেন, হাম আবে জমজমসে নাহাতা হুঁ! এক পীর তো নাকি নিজেকে মাহবুবে খোদা বা আল্লাহর বন্ধুই দাবী করতেন।

দুই/তিন হাজার বছর আগে রোমান-গ্রীক নগর সভ্যতায় বা জেরুলালেম ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলে কিছুদিন পরপরই এক বা একাধিক ইশ্বর বা সৃস্টিকর্তার প্রতিনিধির আবির্ভাব ঘটতো। কয়েকজন ভক্ত সমর্থক জোগাড় করে কেউ একদিন নিজেকে সৃষ্টিকর্তার প্রতিনিধি বলে দাবী করতেন। রাস্তায় রাস্তায় ঘুড়ে বক্তৃতা ভাষন দিতেন। পাবলিক কেউ পাগল বলে এড়িয়ে যেতো কাউকে ভূয়া ভন্ড বলে ধাওয়া দিতো। একবার একই সময়ে ১৩ জনের মত এই ধরনের প্রতিনিধি বা নবীর আবির্ভাব ঘটেছিল বলে জানা যায়। এদের কেউ কিছুদিন পর নিজেরাই চুপ হয়ে যেতেন, কাউকে পাবলিক সমাজ থেকে বের করে দিতো, শাষকের চক্ষুশূল হয়ে কেউ কেউ প্রাণও হারাতেন। ইসলামের নবীকে শেষ নবী ঘোষনার পর থেকে ওই অঞ্চলে এ ধরনের ইশ্বর-প্রতিনিধিদের আবির্ভাব বন্ধ হয়। তারপরও রাসুলের (স:) ওফাতের পরপর একজন নিজেকে নতুন নবী বলে দাবী করেছিলেন। বেশ বিরাট এক সমর্থকগোষ্ঠীও গড়ে তুলেছিলেন। মুসলমানদের তৎকালীন নেতৃত্ব সৈন্য পাঠিয়ে কঠোরহস্তে সেই কথিত নবীকে দমন এবং হত্যা করেছিলেন। ইতিহাসবিদরা বলেন সেদিন যদি ওই ভূয়া নবী টিকে যেতেন তাহলে ইসলামের ইতিহাস অন্যভাবে লেখা হতো।

নতুন নবীর আবির্ভাব বন্ধ হলেও যুগে যুগে খলিফা পীর মুর্শিদ সুফী দরবেশ নামে পথ প্রদর্শকরা এসেছেন। অস্বীকার করার উপায় নাই এদের মতভিন্নতার কারনে মুসলমানদের মধ্যে নানা বিভক্তি এসেছে। সৃস্টি হয়েছে নানা তরীকা ফেরকা মাজহাব। কেউ কেউ নিজেকে ইমাম মাহাদী দাবী করেছেন এমনও দেখা গেছে। কেউ দাবী করেছেন তিনি নতুনরূপে ঈসাহ মসীহ।

হাল আমলে ভূয়া বা লেবাশধারীদের ভীড়ে প্রকৃত জ্ঞানী বা আলেম যে নাই তা নয়। কিন্তু ভন্ড বা মতলববাজদের দাপটে এরা নিরব নিভৃতে থাকতেই পছন্দ করেন। তবে গত দেড়/দুই দশক ধরে যেন মেকিদের বাজার রমরমা হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে ইদানীং ইউটিউব ফেসবুক পেজের কারনে নানা বাহারী হুজুর বেশ পপুলার হয়ে উঠেছেন। কেউ কেউ দর্শক শ্রোতাদেরকে বেশ আমোদিতও করে থাকেন। এদের কেউ নিজেকে এখন পর্যন্ত আল্লাহর প্রতিনিধি দাবী করেন নি। তবে রাসুলের (স:) কাছ থেকে দিশা পাওয়ার দাবীর মধ্যে এক ধরনের ধৃষ্টতার প্রকাশ ঘটে যা কখনও সমর্থনযোগ্য হতে পারে না। ধর্মপ্রাণ কেউ একে রাসুলের (স:) অবমাননা বলেও মনে করতে পারেন। প্রশ্ন যখন উঠেছে, সংশ্লিষ্ট পীর এ ব্যপারে একটা ব্যখ্যা দিলে ভাল হয়।

বাংলা পত্রিকা
পড়ুন, লিখুন এবং
বিজ্ঞাপন দিন
718-482-9923

কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিসের র‍্যাফেল ড্র বিজয়ী ১৫ জনের মাঝে চেক বিতরণ

(শেষের পাতার পর)

প্রতিষ্ঠানটির প্রেসিডেন্ট অ্যান্ড সিইও মোহাম্মদ হাসেম র‍্যাফেল ড্র বিজয়ীদের হাতে প্রাইজ মানি হস্তান্তর করেন।

প্রাইজ মানি প্রাপ্তরা হলেন: শেখ এম আলী, মোহাম্মদ এ চৌধুরী, মাহবুব হোসাইন, মিথিলা তাবাস্‌সুম, নাহিয়ান খান, আবু এম নোমান, পারিসা ইসলাম, শাহিন সুলতানা, আব্দুর রাজ্জাক, পার্থিব গোস্বামী, সোহেল চৌধুরী, মোহাম্মদ এ সরদার, এমডি এ তালুকদার এবং মহিউদ্দিন। অনুষ্ঠানে কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিস থেকে ট্যাক্স রিটার্নে সেবা গ্রহণকারী, প্রতিষ্ঠানটির কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, নিউইয়র্কের কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিসের মাধ্যমে এ বছর ইনকাম ট্যাক্স ফাইল দাখিলকারীদের জন্য বিশেষ র‍্যাফেল ড্র গত ১৯ এপ্রিল জ্যাকসন হাইটস কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। বিপুল সংখ্যক ট্যাক্স ফাইল দাখিলকারীদের মধ্য থেকে লটারির মাধ্যমে ১৫ জন ভাগ্যবান বিজয়ীর নাম ঘোষণা করেন মোহাম্মদ হাসেম। সেবা ও পেশাদারিত্বের বিবেচনায় প্রতিষ্ঠানটি নিউইয়র্কে কমিউনিটিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে সকলের আস্থা অর্জনে সক্ষম হয়েছে।

অনাড়ম্বর প্রাইজ মানি বিতরণী অনুষ্ঠানে মোহাম্মদ হাসেম বলেন, ইনকাম ট্যাক্স রিটার্নে কমিউনিটির মানুষকে উৎসাহিত করার অংশ হিসেবে আমরা এ উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। এতে কিছু মানুষ এই অর্থ তাদের পছন্দমত কেনা-কাটায় বা ব্যক্তিগত কাজে ব্যয় করতে পারবেন।

প্রাইজ মানি প্রাপ্তরা বলেন, কর্নফুলী ট্যাক্স সার্ভিস কমিউনিটিতে বেশ সুনাম ও বিশ্বস্ততার সাথে কাজ করে যাচ্ছে।

Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary

Mohammad Pier
Lic. Realestate Asso. Broker
EA, IRS, RTRP & Notary Public
Cell: 917-678-8532

Income Tax
Income Tax Service & Direct Deposit
Quick Refund & Electronic Filling

Immigration Services
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

IRS e file

Real Estate
For Buying & Selling Houses
Mortgage Services

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

জ্যাকসন হাইটসে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ বাংলাদেশী অভিজ্ঞ ডাক্তার

ডা. এটিএম ইউছুফ (স্বপন) এমডি

স্থান পরিবর্তন

অফিস : ৩৭-২৯
৭২ স্ট্রিট, ১ম তলা
জ্যাকসন হাইটস
নিউইয়র্ক

- ডায়াবেটিক, উচ্চ রক্তচাপ, থাইরয়েড, এজমা, রাতের ব্যথা, চর্মরোগ, যৌন রোগসহ সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়।
- ফিজিক্যাল এক্সাম, টিএলসি এক্সাম ও স্কুল-কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- সুলভে রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, টিবি ও প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- সকল ধরণের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করাসহ বাংলাদেশী ভাইবোনদের যত্নসহকারে চিকিৎসা ও পরামর্শ দেয়া হয়।
- অনুগ্রহ করে আসার আগে ফোন করে আপনার এপয়েন্টমেন্ট ও সময় জেনে নিন।

ফোন : ৭১৮-৭৭৭-১১১২, ৭১৮-২০৫-৬৬৩৩

ইনকাম ট্যাক্স
ইমিগ্রেশন
ট্রাভেলস্

25th Anniversary

KAKATUA AGENCY

Authorised e-file Provider

কাকাতুয়া এজেন্সী

পারভেজ কাজী, EA
Enrolled Agent
(Admitted to Practice Before the IRS)
ENROLLED AGENT

OUR SERVICES ARE:

Income Tax
Accounting Service
Immigration Form Fill Out
Travel
Insurance

NEW ADDRESS
37-31 77th Street, # 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
Tel: (718) 726-6900 | (718) 397-5004
Email: kakatua@aol.com | Web: www.kakatua.com
যোগাযোগ:
ক্যাপ্টেন লতিফ (মামা), শামসুল আলম, বিন্দু ভালাত
ফারহানা আমিয়ান, সিমি চৌধুরী, মিনারা কাজী

মেঘনা ট্রাভেলস

ঝামেলামুক্ত ও সুলভ মূল্যে টিকেটের একটি বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান

OUR SERVICES
International & Domestic Tickets
Hajj & Umrah Special Package
Visa Processing
Money Transfer

APPROVED IATA

KUWAIT AIRWAYS
ETIHAD AIRWAYS
BRITISH AIRWAYS
Emirates

ওমরা ও হজ্জের যাবতীয় ব্যবস্থা করে থাকি

We Accept
VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS DISCOVER

৩৭-৬৬ ৭৪ ষ্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
ফোন: ৭১৮-৪৭৮-১৯২০,
৭১৮-৯৩০-১৪৯৪, ৭১৮-৪৭৮-১৮৩০
e-mail: meghnacorp@gmail.com

যুক্তরাষ্ট্র জাপা'র মত বিনিময়সভায়

আগামী দিনে জাতীয় পার্টি তৃতীয় শক্তি হিসেবে রাষ্ট্র ক্ষমতায় যাবে ইনশা আল্লাহ-বাবলা এমপি

নিউইয়র্ক: কেন্দ্রীয় জাতীয় পার্টি'র প্রেসিডিয়াম মেম্বার ও কো-চেয়ারম্যান, ঢাকা দক্ষিণের সভাপতি সৈয়দ আবু হোসেন বাবলা এমপি, জাতীয় পার্টির প্রেসিডিয়াম মেম্বার নাজমা আকতার এমপি ও জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় ভাইস-চেয়ারম্যান মিসেস সালমা হোসেন এর যুক্তরাষ্ট্র আগমনে জাতীয় পার্টি যুক্তরাষ্ট্র শাখার উদ্যোগে এক মতবিনিময় সভা গত ৭ মে রোববার সন্ধ্যায় এস্টোরিয়াস্থ বৈশাখী রেষ্টুরেন্ট মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়।

সংগঠনের সভাপতি হাজী আবদুর রহমানের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক আবু তালেব চৌধুরী চান্দুর পরিচালনায় প্রধান অতিথি ছিলেন সৈয়দ আবুল হোসেন বাবলা এমপি, বিশেষ অতিথি ছিলেন কেন্দ্রীয় নেত্রী মিসেস নাজমা আকতার, মিসেস সালমান হোসেন, জাতীয় পার্টির উপদেষ্টা এডভোকেট শাহজাদী নাহিনা নূর, সাবেক সংসদ সদস্য লিয়াকত আলী বীরবিক্রম ও উপদেষ্টা গিয়াস মজুমদার। সভায় আরো আরো বক্তব্য রাখেন যুক্তরাষ্ট্র জাপার সিনিয়র সহ-সভাপতি জসিম চৌধুরী, সহ-সভাপতি এডভোকেট হারিস উদ্দিন আহমেদ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোঃ আবদুল করিম, যুগ্ম সম্পাদক মোঃ গোলাম জাহির করিম, সাংগঠনিক সম্পাদক ওসমান চৌধুরী, মহিলা সম্পাদিকা জেসমিন আকতার চৌধুরী, যুগ্ম মহিলা বিষয়ক সম্পাদক ফার-জিন স্বর্ণা, যুব বিষয়ক সম্পাদক শফি আলম, প্রচার সম্পাদক মীর জাকির, কোষাধ্যক্ষ জি.এম ইলিয়াস, সদস্য আজিজ চৌধুরী জুটি, ডাঃ মনজুরুল ইসলাম, নিউইয়র্ক ষ্টেট জাপা'র সভাপতি এডভোকেট মোহাম্মদ হানিফ, নিউইয়র্ক সিটি জাপা'র সভাপতি শুভংঙ্কর গাঙ্গুলী, মহিলা পার্টির সভানেত্রী শাহানাজ বেগম।

সভায় সৈয়দ আবু হোসেন বাবলা এমপি বলেন, আমরা সবাই এরশাদ সৈনিক, আগামী দিনে বাংলার মেহনতি মানুষ জাতীয় পার্টিকে তৃতীয় শক্তি হিসেবে আবারও ক্ষমতায় দেখতে চায়। সেই লক্ষ্য নিয়ে আমাদেরকে কাজ করে যেতে হবে।

তিনি প্রবাসের দলীয় নেতা-কর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেন, যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় পার্টির সকল পরীক্ষিত নেতা-নেত্রী নিয়ে কমিটি হবে। যারা দীর্ঘ দিন জাতীয় পার্টির সাথে কাজ করেছেন তাদেরকে মূল্যায়ন করা হবে। জাতীয় পার্টি থেকে কেউ বাদ যাবেন না। আমরা কেন্দ্রীয় সকলেই যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় পার্টির খবরাখবর জানি। আমি আপনাদেরকে কথা দিচ্ছি দেশে গিয়ে আপনাদের সকল কর্মকান্ডের বিষয়ে দলীয় চেয়ারম্যান জি.এম কাদের ও মহাসচিব মুজিবুল হক চুন্নুকে অবগত করব। আমি বুঝতে পরেছি জাতীয় পার্টি যুক্তরাষ্ট্র শাখার বিষয়। আপনারা আমাদের জন্য দোয়া করিবেন, আমি আমাদের নেতা প্রয়াত পল্লীবন্ধু হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ এর আদর্শ নিয়ে বাংলার জনগণের ভোটে আগামী দিনে জাতীয় নির্বাচনে ক্ষমতায় যাব আমরা। এজন্য তিনি আগামী নির্বাচনে দেশে অবস্থানরত আত্মীয়-স্বজনকে টেলিফোনে লাঙ্গল মার্কায় ভোট দেওয়ার আহ্বান ও দোয়া কামনা করেন। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

ATTORNEY
M. MUSTAFA
(A full service Law Firm)
LLB Honors (1st Class)
LLM (1st Class), Bangladesh
Barrister-At-Law, London
Attorney-At-Law, NY
718-487-4873

PERSO AL INJURY & DEATH DAMAGES CLAIMS
- Lead Poisoning
- Construction Work
- Slip and Fall
- Medical & dental Malpractice
- Hospital Negligence
- Delayed Treatment
- Failure to Diagnose
- Cancer & other fatal diseases
- Anesthesia & Gynecologic Surgery Malpractice
- Defective Child Birth
- Nursing Home Neglect and abuse etc.
- Wrongful Death Claim
- Car and Bi-cycle Accident and injury
- Taxi, Bus- Subway, and Train accidents
- Elevator and Escalator Accident
- Explosion and Fire Accident
- Defective product and electrical shock

IMMIGRATION MATTERS
- Green Card through "EB1 TO EB5"
- Political Asylum
- Detention and Bond
- All immigration court issues and cases
- Cancellation of Removal
- Adjustment of Status
- Condition Removal
- Business Immigration HB, L1, E2
- Green Card Replacement /Renew
- Complex Citizenship
- Re-entry permit
- Collection of Immigration Record
- Waiver
- Deportation
- Family Petitions
- Green card through Adoption or Orphan
- Immigration Appeals and Motions
- Canadian Immigration
- Student Visa process for USA,
- Canada, UK

GENERAL PRACTICE AREAS
- Divorce and Family Matter
- Child Support and Modification
- Domestic Violence
- Real Estate and Business Closing
- Foreclosure
- Bankruptcy
- All civil Matters
- Landlord-Tenant
- Incorporation
- Power of Attorney
- Wills, Trust, and Estate Planning
- Overtime and Wages Issue
- All Criminal Matters

148-45 Hillside Ave, Suite 203, Jamaica, NY 11435
Phone : 718-487-4873 Text : 917-285-6247 Email : abmostofa1@gmail.com

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার
MOHAMMAD M RAHMAN MD

Board Certified in Internal Medicine
Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু, হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সু রেন্স গ্রহণ করি।
Appointment:
718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:
30-04, 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500

JAMAICA OFFICE:
170-12 Highland Avenue
Jamaica Estates, NY- 11432
www.drmrahman.com

Hillside Accounting Services Inc.
Tax, Accounting, Immigration & Multi Services
Tax
Accounting
Immigration
*বিনা পরীক্ষায় ও বিনা ফিতে সিটিজেনশীপ
*Tax Amendment/ITIN
*সকল প্র কার ইমিগ্রে শন ফরম ফিলআপ

Shafi Chowdhury
Consultant
167-13 Hillside Ave 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
Cell: 646-403-6500, Tele/Fax: 917-775-7357
e-mail: hillsideaccounting@gmail.com
F to 169 St, Station than close to Apnar Pharmacy

নন ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান
B1 / B2 ভিসায় আমেরিকায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ফ্রি পরামর্শ এবং সোসাল সিকিউরিটি কার্ড, ওয়ার্ক পারমিট, ব্যাংক একাউন্ট, সিটি আইডি, চিকিৎসা বেনিফিট ও হেলথ ইন্সুরেন্স পেতে সার্বিক সহযোগিতা করা হয়।
- L1A / E2
- ASYLUM
- RE-ENTRY PERMIT
- AFFIDAVIT OF SUPPORT
- REMOVE CONCILIATION TO GREEN CARD
"আমেরিকায় অবস্থানরত বৈধ কাগজ-পত্রহীনদের যে কোন আইনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেকে আপডেট রাখা জরুরী"

যোগাযোগ ঃ
917-982-5682
Email: radninmahamood@yahoo.com

৫ জুন বাংলাদেশ সোসাইটির বিশেষ সাধারণ সভা

(শেষের পাতার পর)

সাধারণ সম্পাদক মো. রুহুল আমিন সিদ্দিকীর পরিচলনায় সভায় অন ্যান্যের মধ্য উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র সহ-সভাপতি মোঃ মহিউদ্দিন দেওয়ান, সহ-সভাপতি ফারুক চৌধুরী, সহ-সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম চৌধুরী, কোষাধ্যক্ষ মোঃ নওশেদ হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক- আবুল কালাম ভূঁইয়া, সাংস্কৃতিক সম্পাদক ডা. শাহনাজ আলম লিপি, জনসংযোগ ও প্রচার সম্পাদক রিজু মোহাম্মদ, সমাজকল্যাণ সম্পাদক মোঃ টিপু খান, সাহিত্য সম্পাদক ফয়সল আহমদ, ক্রীড়া ও আপ্যায়ন সম্পাদক মাইনুল উদ্দিন মাহবুব, স্কুল ও শিক্ষা সম্পাদক প্রদীপ ভট্টাচার্য, কার্যকরী সদস্য ফারহানা চৌধুরী, মোঃ আখতার বাবুল, আবুল বাশার ভূঁইয়া, সুশান্ত দত্ত, মোঃ সাদী মিন্টু, শাহ মিজানুর রহমান।

সভার শুরুতেই দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সভাপতি মোহাম্মদ রব মিয়া। সভাপতির বক্তব্যের পর একে একে কার্যকরী কমিটির সকল কর্মকর্তারা সংগঠনের আগামী দিনের পরিকল্পনা নিয়ে নানা মতামত তুলে ধরেন। এ সময় সংগঠনের নতুন ট্রাস্টি বোর্ড গঠনও নিয়ে আলোচনা হয় এবং আগামী কার্যকরী পরিষদের সভায় এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হবে বলে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

সভায় অন্যান্য সিদ্ধান্তের মধ্যে আগামী ৫ জুন সোসাইটির গঠনতন্ত্র সংশোধনের লক্ষ্য বিশেষ সাধারণ সভার আয়োজনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ইতিমধ্যে গঠতন্ত্রের বিভিন্ন ধারা উপধারা সংশোধনের মাধ্যমে গঠনতন্ত্রকে আরো যুগোপযোগী এবং শক্তিশালী করার লক্ষ্যে গঠনতন্ত্র সংশোধনী কমিটির গঠন করা হয়েছে। আগামী ২৫ মে এর মধ্যে গঠনতন্ত্রের সংশোধনের জন্য যেকোনো মতামত বা পরামর্শ বাংলাদেশের সোসাইটির আজীবন সদস্য বা বর্তমানে অ্যাক্টিভ মেম্বারবৃন্দ গঠিত সংশোধনী কমিটি বা সোসাইটির কার্যকরী পরিষদের কর্মকর্তার কাছে লিখিতভাবে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। ইমেলেও পাঠানো যাবে পরামর্শ বা মতামত। ই-মেইল ন ম ব র info@.info@bangladeshsocietyinc.com। কার্যকরী পরিষদ ও গঠনতন্ত্র সংশোধন কমিটি কেবলমাত্র ২৫ মে'র মধ্যে লিখিতভাবেপ্রাপ্ত পরামর্শ এবং মতামত বিবেচনায় নিলে তা খসড়া আকারে বিশেষ সাধারণ সভায় উপস্থাপন করা হবে। বিশেষে সাধারণ সভাটি সংরক্ষিত থাকবে কেবলমাত্র ২৫ মে মধ্যে যারা সোসাইটির আজীবন সদস্য বা নিয়মিত সাধারণ সদস্যপদ গ্রহণ করবেন তাদের জন্য। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।
)

বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি

(শেষের পাতার পর)

নূন্যতম জানা থাকা প্রয়োজন। তানাহলে আর্থিক ক্ষতির সমস্যা সহ নানা সমস্যায় পড়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। একজন বাড়ীর মালিককে অন্তত ড্রিল মেশিন চালানোর যোগ্যতা থাকলেই তিনি বাড়ী ক্রয়ের জন্য প্রস্তুত বলেই ধরে নেয়া যায়। মনে রাখতে হবে ছোট-খাটো অনেক কাজ থাকে যা মালিক নিজেই করতে পারেন। তানাহলে একদিকে বাড়ীর যেমন সঠিকভাবে খাকবে না, তেমনী বাড়ীর মূল্যও কমে যাবে।

হঠাৎ ঘরের তালা নষ্ট হয়ে যেতে পারে, বাথরুমে সমস্যা দেখা দিতে পারে। বৈদ্যতিক কানেকশনে সমস্যা দেখা দিতে পারে। ইত্যাদি ছোট-খাটো সমস্যাগুলো বড় সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। তাই সংশ্লিস্ট বাড়ীর মালিককে ছোট-খাটো কাজ নিজেকেই করতে হতে পারে। এক্ষেত্রে ইউটিউবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। প্রয়োজনে বন্ধু-বান্ধবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। তবে সর্বোত্তম হচ্ছে বাড়ী ক্রয়ের অগে বা বাড়ীর মালিক হওয়ার পূর্বে বাড়ী সুন্দর ও ভালো রাখার ছোটখাটো সমস্যাগুলো আগেভাগেই জেনে নেয়া ভালো।

নিউইয়র্কে আপনার ক্রেডিট স্কোর, ক্রেডিট রিপেয়ার, মর্টগেজ সহ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয়ে আমরা পরামর্শ দিয়ে থাকি। প্রয়োজনে কল করুন: ৭১৮-৫০৭-লোন (৫৬২৬)

Highland Medical Care, PLLC

Nazmul H. Khan, MD, FACP
Board Certified in Internal Medicine

Address
87-30, 167th St. Jamaica, NY 11432
Phone: 718-262-8991
Fax: 718-262-8992

বাংলা পত্রিকা পড়ুন, লিখুন এবং বিজ্ঞপিন দিন।
ফোনঃ ৭১৮-৪৮২-৯৯২৩

Vital Accounting Inc.
File your Tax with experienced professional.

* Income tax:
* Individual/ Personal Tax (All states)
* Business Tax (Corporation, Partnership)
* Sales tax (Food Vendor, Corporation)
* Payroll Tax
* Business Incorporation
* Immigration Services

Atikur Rahman
Masters in Economics
MBA (Accounting), MAFM
Tel: 718-820-2212

37-22 73rd Street, 2nd Fl (Suite # 2D), Jackson Heights, NY 11372

দালাল দ্বারা প্রতারিত হবেন কেন?
বাফেলোতে বাড়ি কেনা-বেচায়

নতু ন প্রজন্মের বিশ্বস্ত লাইসেন্সড সেলস পার্সন
রাফি সাফওয়ান
ঝামেলামু ক্ত সহযোগিতা দিচ্ছে
সিদ্ধান্ত নেয়ার পূ র্বে যোগাযোগ করুন :
267-992-3201
Park Realty
of Western New York
155 Summer St
Buffalo, NY 14222

ব্রুকলীনে বাফস ও ৬৬ প্রিসেক্ট কমিউনিটি কাউন্সিলের পথমেলা ২১ মে

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): বাংলাদেশী আমেরিকান ফ্রেন্ডসশীপ সোসাইটি (বাফস) ও ৬৬ প্রিসেক্ট কমিউনিটি কাউন্সিল-এর উদ্যোগে ৮ম বারের মতো অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে পথমেলা। আগামী ২১ রোববার বাংলাদেশী অধ্যুষিত ব্রুকলীনের লিটল বাংলাদেশ এলাকা চার্চ এভিউনিতে (ম্যাকডোনাল্ড এভিনিউ ও চার্চ এভিউর মাঝে)। মেলায় প্রধান অতিথি থাকবেন সিটি মেয়র এরিক অ্যাডামস। খবর ইউএনএ'র।

মেলা আয়োজক কমিটির প্রধান, বাফস সভাপতি কাজী সাখাওয়াত হোসেন আজম উপরোক্ত তথ্য জানিয়ে বলেছেন, পথমেলা আয়োজনের সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে। অতীতের মতো এবারের মেলাও এবছরর প্রথম বৃহত্তম মেলা হবে। মেলায় থাকবে রকমারী স্টল, সঙ্গীতানুষ্ঠান। এছাড়াও মেলায় কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিকে তাকের কর্মকান্ডের স্বীকৃতি স্বরূপ অ্যাওয়ার্ড/প্ল্যাক প্রদান করা হবে। মেলায় প্রধান অতিথি সিটি মেয়র এরিক অ্যাডামস। এছাড়াও ষ্টেট ও সিটির জনপ্রতিনিধি সহ কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ অতিথি থাকবেন। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মেলার কার্যক্রম চলবে। মেলাটি সফল করতে বাফস সভাপতি কাজী সাখাওয়াত হোসেন আজম ও সাধারণ সম্পাদক মাকসুদুল হক চৌধুরী সকল প্রবাসীর সার্কিক সহযোগিতা কামনা করেন।

এদিকে বাফস ও ৬৬ প্রিসেক্ট কমিউনিটি কাউন্সিলের পথমেলা সফল করতে এটর্নী মঈন চৌধুরীকে প্রধান উপদেষ্টা, মনির অহমেদকে উপদেষ্টা, সৈয়দ এস এম রেজাকে চেয়ারম্যান, শাহ নেওয়াজকে আহ্বায়ক ও ফিরোজ আহমেদকে সদস্য সচিব, আবছার উদ্দিনকে কো-চেয়ারম্যান, নুরুল আজীম ও আহসান হাবিবকে চীফ কো-অর্ডিনেটর, এস এম ফেরদৌসকে সাংস্কৃতিক চেয়ারম্যান এবং জাহাঙ্গীর আলম জয় ও ইকবাল হায়দারকে যুগ্ম সাংস্কৃতিক চেয়ারম্যান করে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।

কাজী অফিস
সিটি কর্তৃক রেজিষ্ট্রিকৃত
কাজী ইমাম মাওলানা আব্দুল মুকিত
পেশ ইমাম, দারুস সালাম মসজিদ, জ্যামাইকা
148-16 87 Road
Jamaica, NY-11435
বিবাহ পড়ানো, মেরিজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা প্রদান করা হয়।
পরামর্শ ও এপয়েন্টমেন্টের জন্য যোগাযোগ করুনঃ
917-428-1519

ক্ষত অবহেলায়

(শেষের পাতার পর)

ধারণার বদলে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ক্ষতের চিকিৎসা করানোর পরামর্শ দিচ্ছেন চিকিৎসকরা। শরীরের বেশির ভাগ সাধারণ ক্ষত উদ্বেগের কারণ হয় না। তবে কোনো ক্ষতের চিকিৎসা নিজে করা সম্ভব, আর কোনো ক্ষেত্রে ডাক্তারের কাছে যাওয়া উচিত, তা জানা জরুরি। জেনারেল প্র্যাকটিশনার হিসেবে ডা. ইলকার আয়দিনের চেম্বারে নিয়মিত এমন রোগী আসেন। যেমন- এক নারী সিঁড়ি থেকে পড়ে চোট পেয়েছেন। তিনি বলেন, তিনি এমন আঘাত পেয়েছেন, যার ক্ষত বন্ধ করতে হবে। তবে প্রথমে আমরা কমপ্রেস করছি। সেই লক্ষ্যে চার দিকে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিচ্ছি। এভাবে রোগীকে নিশ্চিন্ত মনে হাসপাতালে পাঠানো যায়, যেখানে ক্ষতের চূড়ান্ত চিকিৎসা হয়। বেশির ভাগ দুর্ঘটনা সাধারণত এমন জায়গায় ঘটে, যেখানে কোনো ডাক্তার থাকেন না। যেমন শিশুদের ত্বক ঘষে গিয়ে ক্ষত সৃষ্টি হলে কী করা উচিত? ইলকার আয়দিনের পরামর্শ হলো, হাতে কিছুই না থাকলে কলের পানি দিয়ে ধুইয়ে ফেলা উচিত। এভাবে জীবাণু দূর করা যায়। পরিষ্কার করার পর জীবাণু দূরে রাখতে ক্ষত ঢেকে দিতে হবে। বাসায় কমপ্রেশন প্যাড বা প্লাস্টার থাকলে সেটাই ব্যবহার করা উচিত। অর্থাৎ ক্ষতের চিকিৎসার আগে হাত ভালো করে ধুতে হবে। জীবাণুমুক্ত গ্লাভস পরতে হবে। দ্বিতীয়ত. ক্ষত পরিষ্কার করে ডিসইনফেক্ট করতে হবে। অর্থাৎ পরে ক্ষতের প্রদাহ এড়াতে নোংরা দূর করতে হবে। সবার শেষে প্লাস্টার বা ব্যান্ডেজ দিয়ে বেঁধে দিতে হবে।

ক্ষতের ওপর ফু দেয়া কিন্তু মোটেই ভালো আইডিয়া নয়। কারণ আমাদের মুখের লালার মধ্যে অনেক ব্যাকটেরিয়া থাকে, যা ক্ষতে প্রদাহ সৃষ্টি করতে পারে। ফলে ফু দেয়া একেবারেই চলবে না। কাটাছেঁড়া আরো বিপজ্জনক হতে পারে। এমন ক্ষত দিয়ে অতিরিক্ত রক্ত বের হলে অবিলম্বে ডাক্তারের কাছে যাওয়া উচিত।

ডা. ইলকার আয়দিন বলেন, কেটে গেলে ক্ষত কতটা গভীর, তা দেখতে হবে। ত্বকের নিচে মাংস বা হাড়ও কি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে? টেন্ডন বা শিরা কি আহত হয়েছে? রক্ত পড়া বন্ধ করতে এমন ক্ষত কমপ্রেস করা অত্যন্ত জরুরি। কমপ্রেস করে শক্ত করে জায়গাটা বেঁধে দিলে কাজ হতে পারে। ক্ষত নিরাময় সম্পর্কে অসংখ্য ধারণা চালু আছে। যেমন কোনো ক্ষতের ওপর নাকি যতটা সম্ভব বাতাস চলাচল করতে দেয়া উচিত। সেটা কি ঠিক? ড. আয়দিন বলেন, সত্যিকারের ক্ষত সাধারণত বন্ধ রাখা উচিত অথবা সেটার প্রয়োজন মতো চিকিৎসা করা উচিত। প্রথমত. আরো জীবাণুর প্রবেশ বন্ধ করতে হবে। দ্বিতীয়ত এমন আর্দ্রতা সৃষ্টি হবে, যা ক্ষত নিরাময়ে সাহায্য করতে পারে।

FREE CONSULTATION!!!
I am a tax specialist directly licensed by the IRS

ENROLLED AGENT
Authorized IRS e-file Provider
IRS
MIR KASHAM
IRS Enrolled Agent, CMA (INT), BBA (Accounting), Baruch CUNY
TAX - ACCOUNTING - NOTARY PUBLIC
IMPUESTOS - CONTABILIDAD - NOTARIO PÚBLICO
ট্যাক্স-একাউন্টিং-নোটারী
Tax Preparation, Tax Planning
& Solving Tax Problems
Business Tax & Accounting
Sales Tax
Payroll & Bookkeeping Services
Typing Services:
Contract Papers
Resumès, Fax, E-mail, Scan etc.

Moon
Multi Services
701 Church Avenue
Brooklyn, NY11218
Tel: 347-533-9030
Cell: 917-501-5750
Fax: 347-533-6703
Email: mirkasham@aol.com

হাউজ কিপিং জব করতে চাই
হাউজ কিপিং জব (যেমন- সুইপ ও মপ করা, রান্নায় সাহায্য করা) করতে ইচ্ছুক। ঘন্টায় ৫/১০ ডলার বেতন পেলেই চলবে। যোগাযোগ: গডফ্রে রোজারিও (প্রাক্তন অফিস সহকারী, বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট)।
ফোন: ৩৪৭-৮৪৯-৭৫৪৯
৩৪৭-৮৪৯-৭৫২৩

ভ্রমণ
নায়াগ্রা ফলস, অরল্যান্ডো ডিজনি, মায়ামি, কী ওয়েস্ট, গ্রান্ড ক্যানিয়ন, লাস ভেগাস সহ আমেরিকার যে কোন স্টেটে ভ্রমণের জন্য যোগাযোগ করুন:
বাংলা ট্যুর
৩৪৭ ২৮০ ৭২৬৯

* সম্পূর্ণ হালাল খাবার
* ক্যাটারিং
* লাঞ্চ ডিনার
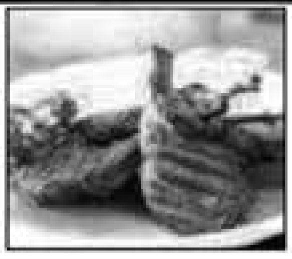
Joy
পিকনিকসহ বিভিন্ন উৎসব আয়োজনে জয় রেস্টুরেন্টের বিশেষ ঘোষণা
জয় ক্যাটারিং মেন্যু

প্যাকেজ -১
প্লেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 7.00

প্যাকেজ-২
প্লেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 8.00

প্যাকেজ-৩
প্লেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$10.00

প্যাকেজ-৪
মটর পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$11.00

148 E 46th Streets, (Between Lexington & 3rd Avenue), New York, NY 10017
Tel: 212-490- 1277, (212) 490-1278, Fax: (212) 490-1977
32 West 39 Street (Between 5th and 6th Avenue),New York, NY- 10018.
Tel: 646-559-7527

থেরাপিস্ট আবশ্যক

চিকিৎসক কর্তৃক প্রেসক্রাইবকৃত একজন রোগীর জন্য থেরাপিস্ট আবশ্যক।
যোগাযোগঃ ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩, ৭১৮-৩৭১-৮৮৯৮

ড্রাইভিং শিখতে চান?

সহজ পদ্ধতিতে এবং ফেক্সিবল সময়ের মধ্যে ড্রাইভিং শিখার জন্য যোগাযোগ করুন।
যোগাযোগঃ উদ্দিন
929-519-5139

NOTICE

Ibne Studios, LLC, filed Articles of Organization with the NY Secretary of State ("NYSOS"), on 12/06/2022. Office location: Queens County. NYSOS is designated as agent of the LLC upon whom process against it may be served. NYSOS shall mail copy of process to: 187-11 Wexford Terrace, 1st Floor, Jamaica, NY. Purpose: Any lawful purpose.
Please confirm receipt of this email and if you have any questions or concerns.
Contact: Sanan Ibne. **Cell: 347-849-0006**

আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Dr. Tahera Nasreen, MD
Board Certified in Internal Medicine
Affiliated with Brooklyn Hospital Center

Dr. Ataul Osmani, MD
Board Certified in Family Medicine
Affiliated with Interfaith & Kings County Hospital Center

জেনারেল চেক আপ, শারীরিক পরীক্ষা, ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন, হাই কোলেস্টরল এজমা, ইকেজি, বয়স্ক ভেক্সিনেশান, ব্লাড টেস্ট,
TLC/Motor Vehicle Exam,
মহিলা স্বাস্থ্য সহ সবধরনের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

আমরা প্রায় সকল ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করি

20 Arlington Pl.
Brooklyn NY 11216
Tel: 718-636-0100
718-636-0112

2668 Pitkin Avenue
Brooklyn. NY 11208
Tel: 718-484-3960
Fax: 718-484-3960

MAMUN'S TUTORIAL

: Directed by :
SHEIKH AL MAMUN, Certified School Teacher
MS Math Ed, MA Pure Math, Principal, Mamun's Tutorial

Our Programs:
Summer Program will start from July 5th

SAT	8 Weeks Course 4 Hours Each Class Total 32 Classes (4 days/week) Total Cost : $2000.00 Time : 2 pm to 6 pm	Get **25%** Discount sign up by 4th July
SHSAT	8 Weeks Course 5 days/week Total Cost : $2000.00 Time : 2 pm to 6 pm	
COMMON CORE MATH & ENGLISH	1st Grade to 6th Grade 8 weeks course 3 Hrs./day, 4 days/week Cost : 600.00	

Admission going on
K-6 & Common Core Regents Classes

Bronx Branch:
1504 Olmstead Avenue, Bronx, NY 10462
Phone : 347-657-0530, 917-561-1090

Jackson Heights Branch:
37-21 72nd Street, Jackson Heights, NY 11372
Phone : 718-507-2113, 917-561-1090

Congratulations to all our Students who made into Specialized High School

Quality Education Is Our Priority!

Mohammed M. Alam
M.Com (Management), LL.B

জ্যামাইকা হিলসাইড ট্যাক্স অফিস

167-11 Hillside Ave. 2nd Floor Jamaica, NY 11432
Tel: 718-480-3313, Cell: 917-600-4937
Email: mahbubtax@yahoo.com

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

ট্যাক্স • ইমিগ্রেশন ফরম পুরন • নোটারী

আমাদের সেবা সমূহ

- ফেডারেল এবং সকল স্টেট ট্যাক্স
- বিজনেস ট্যাক্স, করপোরেশন ট্যাক্স
- সেল্‌স ট্যাক্স, পে-রোল ট্যাক্স
- ওপেন নিউ বিজনেস
- ওপেন সেল্‌স ট্যাক্স আইডি
- ফ্যামিলী পিটিশন
- স্পন্সরশীপ ফরম পুরন
- সিটিজেনশীপ ও পার্সপোর্ট
- ডুয়েল সিটিজেনশীপ প্রোসেস
- পাওয়ার অব এ্যাটর্নী ড্রাফট

সকল ষ্টেটের ট্যাক্স এবং ফরম পূরনে সহায়তা করা হয়।

বাসা ভাড়া

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকা হিলসাইড এভিনিউ এবং ১৮৩ স্ট্রীট সাবওয়ের সন্নিকটে ৪ বেডরুমের বাসা ভাড়া হবে। নতুন রিনোভেটেড।
যোগাযোগঃ
৭১৮-৬০৭-৯৫৫১
৩৪৭-৮৭০-০৭৪০।

বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা ১৮৩ স্ট্রীট, হিলসাইড এভিনিউ-এর মধ্যে সাবওয়ের সন্নিকটে ২ বেডরুমের বেসমেন্ট বাসা ভাড়া হবে। নতুন রিনোভেটেড।
যোগাযোগঃ
৭১৮-৬০৭-৯৫৫১
৩৪৭-৮৭০-০৭৪০।

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার ৯৪-৩০ ১৯৯ স্ট্রীট হলিসে দুই ও এক বেডরুম এবং ৯০-৩৭ ১৯৮ স্ট্রীট হলিসে এক বেডরুমের বাসা ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৭১৮-২৮৮-৬৩৮২
মে-০৮

বাসা ভাড়া

ব্রঙ্কসের ক্যাসিল হিলের গ্রিভ এভিনিউতে ৪ বেডরুমের বাসা ভাড়া হবে। যোগাযোগ: আহমেদ।
ফোন: ৯১৭-৪৪৪-৯৭০৭
অথবা ৩৪৭-২০৮-৪৭৪১

বাসা ভাড়া

বাঙালি অধ্যুষিত পার্কচেস্টার সাবওয়ের সন্নিকটে একটি মনোরম বাসা ভাড়া হবে। তিন বেডরুম, ১ বাথরুম (১ম তলা)। ঠিকানাঃ ১৪৫৯ লোল্যান্ড এভিনিউ।
ফোনঃ ৬৪৬-৬৮৪-০৯০৯।

বাসা ভাড়া

এস্টোরিয়ায় দুই বেডরুমের একটি বাসায় স্বামী-স্ত্রী অথবা একজন মহিলার কাছে ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৮৯৮-৮৩৮৩
মা-১৩

বাসা ভাড়া

এস্টোরিয়ায় দুই বেডরুমের একটি বাসায় স্বামী-স্ত্রী অথবা একজন মহিলার কাছে ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৮৯৮-৮৩৮৩
মা-১৩

রুম ভাড়া

সুন্দর ভদ্র পরিবেশে কর্মজীবী পুরুষদের জন্য বেড বিছানাসহ এক রুম, কিচেনের সাথে ডাইনিং রুমের চেয়ার টেবিল ও ইন্টারনেটের সুবিধায় ভাড়া হবে। সি ট্রেনে শেফার্ড এভিনিউর পাশে ৪৩০ এসেক্স স্ট্রীট, ব্রুকলীন।
যোগাযোগঃ
৬৩১-২৩০-০২৩০
৭১৮-৩৪৮-৮৪২২।

বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকার ১৭৯ স্ট্রীট হিলসাইড এভিনিউর এফ ট্রেন সাবওয়ে থেকে এক ব্লক দূরত্বে ১৮০ স্ট্রীটে একটি প্রাইভেট হাউজের বেসমেন্ট এপ্রিল মাসের এক তারিখ থেকে শুধুমাত্র স্বামী-স্ত্রীর জন্য ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৪৬৮-০০৬৯
মা-০৬/২৭

ন্যানী আবশ্যক

মিজুরী রাজ্যের সেন্টলুইসে বসবাসকারী ছয় মাসের বাচ্চা আন্তরিকভাবে দেখাশুনা এবং সপ্তাহে তিনদিন রান্না করা সহ অন্যান্য কাজে (পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা) সহযোগিতা করার জন্য ন্যানী আবশ্যক। থাকা খাওয়া সহ মাসে বেতন ১,৫০০ ডলার। প্রতি ছয় মাসে একবার নিউইয়র্কে যাতায়াতের সুযোগ থাকবে এবং যাতায়াতের খরচ বহন করা হবে। যোগাযোগ: ৭১৮-২৯৯-৯০৩৯
ডি-০৫/১২

আবশ্যক

Law Office of Shiva Khanal, PC-এর জন্য লীগ্যাল এ্যাসিসটেন্ট/প্যারালীগ্যাল (মিডটাউন) পদের জন্য পার্ট টাইম লোক আবশ্যক। আগ্রহী প্রার্থীকে চৌকশ, দায়িত্ববান, পরিশ্রমী, স্বাধীনচেতা এবং বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় ভালোভাবে কথা বলা ও লেখার যোগ্যতা থাকতে হবে। অভিজ্ঞ প্রার্থীর অগ্রাধিকার। বেতন আলোচনা সাপেক্ষ।
যোগাযোগ:
khanalaakash435@gmail.com
Contact Phone:
646-669-7202
ফে-১৩

টাঙ্গাইল শহরের প্রান কেন্দ্রে বাড়ি বিক্রয়

টাঙ্গাইল শহরের বিশ্বাস বেতকা এলাকায় সৃষ্টি কোচিং সংলগ্ন ১০ শতাংশ জমির উপর ৫তলা ফাউন্ডেশনের (৩৩টা পিলারের) বাড়ি, নীচতলায় ৩ বেড, ৩ বাথ, ২টা ইউনিট এবং দোতলায় দুই বেড এবং একটি বাথরুমের ৪টা ইউনিট। প্রতিমাসে আয় সর্বমোট ৪৫ হাজার টাকা। জমির মালিক নিউইয়র্ক প্রবাসী বিধায় দলিল হস্তান্তর এবং বাড়ির মূল্য নির্ধারন/পরিশোধ ডলারে করতে হবে।

কেবল মাত্র কিনতে আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন-
দূরালাপনী ঃ ৯১৭-৩০০-৫০০৪

লং আইল্যান্ডে ড্রাইভাভিং স্কুলে ইনস্ট্রাকটর আবশ্যক

লং আইল্যান্ড সাফক কাউন্টি তে ফুলটাইম/পার্টটাইম ড্রাইভিং স্কুলের জন্য অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ইনস্ট্রাকটর আবশ্যক। বেতন ২০ ডলার-২৫ ডলার /প্রতি লেসন্
যোগাযোগঃ ৬৩১-২৭৫-৪০০৭

মেডিকেয়ার ইন্স্যুরেন্স

মেডিকেয়ার ইন্স্যুরেন্স এর যাবতীয় তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন: **মোহাম্মদ তুহিন**
☎ ৭১৮-৩১০-০৪১৩

TDS INSURANCE এর প্রতিবাদ

কতিপয় ব্রোকারেজ প্রতিষ্ঠানের অপপ্রচারের পরিপ্রেক্ষিতে TDS INSURANCE BROKERAGE CORP. -এর পক্ষ থেকে আমরা সোচ্চার প্রতিবাদ জানাচ্ছি। আমাদের কোন শাখা অফিস, সাব এজেন্ট নিউইয়র্কের কোথাও নেই। আমাদের কার্যক্রম আমরা আমরা শুধুমাত্র ব্রুকলীন অফিস থেকেই পরিচালনা করছি। ধন্যবাদ-
f-06/14
TDS INSURANCE BROKERAGE CORP.

পাত্রী চাই

ইউএস সিটিজেন, বয়স ৫৫, উচ্চতা ৫ফুট ৬ইঞ্চি। শিক্ষাগত যোগ্যতা: ইঞ্জিনিয়ার, সরকারি চাকুরীজীবী, সুপ্রতিষ্ঠিত মুসলিম ধার্মিক পাত্রের জন্য বিধবা, ডিভোর্স (বৈধ কাগজপত্র না থাকলেও চলবে) পাত্রী চাই।
যোগাযোগ: ৬৪৬-৭০৭-৯৬১৪ সে-০৫/০৬

One Bedroom CONDOMINIUM FOR SALE

1510 Union Port Road,Bronx ,NY-10462.Asking Price $199,000.00
Common Charge $ 804.69 . Living area Sqft 613.more Info please contact

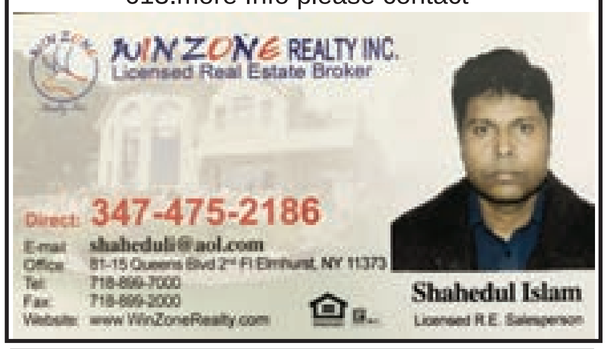

LOOKING FOR A NURSE PRACTITIONER TO JOIN A BUSY MEDICAL PRACTICE IN THE BRONX. NY.

COMPETITIVE COMPENSATION.
PLEASE CONTACT ME AT (267)342-1481.

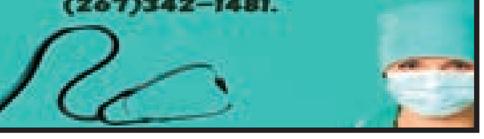

ঢাকায় জমি/প্লট ক্রয়

আমরা ঢাকায় গুলশান, বারিধারা, উত্তরা, পূর্বাচল এবং বসুন্ধরায় যে কোন সাইজের জমি/প্লট ক্রয় করে থাকি।
যোগাযোগ করুন:
আমেরিকা: Omar Chowdhury Tel: (+1) 404-610-4002
e-mail: omarchowdhury@hotmail.com
লন্ডন: Foyzul Islam Tel: (+44) 794-9533089
e-mail: foyzul.islam@hotmail.co.uk

বিনামূল্যে হেলথ ইন্স্যুরেন্স চান

আপনি কি বিনামূল্যে নিউইয়র্ক ষ্টেট অনুমোদিত হেলথ ইন্স্যুরেন্স পেতে চান? তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা আপনাকে হেলথফাস্ট, ফিডালিস কেয়ার, মেট্রোপ্লাস, ইউনাইটেড হেলথ কেয়ার সহ অন্যান্য ইন্স্যুরেন্স প্লান পেতে সহায়তা করব!
শেখ সিরাজ, বাংলাদেশ সেন্টার
Bangladesh Center Inc
ফোন: ৯১৭-৫৪৭-৬৮৩২

আবশ্যক

অ্যাপোলো ইমিগ্র্যান্ট ম্যানেজমেন্ট (এলমহার্স্ট, এনওয়াই ১১৩৭৩)-এর জন্য একজন ফুল টাইম ইঞ্জিনিয়ার আবশ্যক। বেতন ঘন্টায় ৪১ ডলার ২ সেন্ট। আগ্রহীকে এমপ্লয়ীদের সুপারভাইজিং সহ মেশিন অপারেট, হার্ডওয়ার এবং নেটওয়াকিং প্রভৃতি দায়িত্ব পালন ছাড়াও ব্যবসায়িক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় দেখাশোনা ও পর্যবেক্ষণ করতে হবে। যোগ্যতা ব্যাচেলর ডিগ্রিসহ ইংরেজী, বাংলা ও হিন্দি ভাষায় অনর্গল কথা বলা জানতে হবে।
যোগাযোগ: ৭১৮-৪২৬-৬৬০০

HELP WANTED

Seeking for an Office Assistant for Real Estate Company, Queens, NY. Must be fluent in English and Expert in Computer. Contact: Mr. Kamal. Ph: 917-523-4451. e-mail: mkskarn@gmail.com
f-06/14

মুসলিম কাজী অফিস

Imam & Khatib
Bangla Bazar Jame Masjid
1351 Odell St, Bronx, NY 10462
ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো হয় এবং নিউইর্ক সিটি ল অনুযায়ী ম্যারিজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা দেয়া হয়।

Quazi Moulana Abul Kashem Eahea
Ba (Hons), MA (Bangla)- Kamil-Hadith, Tafsir, Fiqh
Marriage Registrar New York State
(Muslim Nikah & Marriage Solemnization NYC)
Tel: 347-208-9055
Email:abuleahea@gmail.com

بسم الله الرحمن الرحيم

পাত্র চাই

New York- এ পিতা-মাতার সঙ্গে বসবাস করেন। (U.S.A. Citizen) পাত্রী Bachelor in Biomedical Engineer, From City College, CUNY, and Master in Biomedical Engineer, From Penn Univercity, Philadelphia বর্তমানে পেশাগত কাজে কর্মরত। পাত্রীর জন্য ৩২+ বয়সের যোগ্য পাত্র যোগাযোগ করুন।
Mobile Tel. No 646-591-4696
Res: 718-931-2509
e-mail: moondhs@gmail.com

MATRIMONIAL SERVICE

কাজী অফিস (NYC Registered)

GET MARRIED ISLAMIC WAY BY
KAZI MOWLANA MD. ABUL KHAIR
IMAM & KHATUB
MASJID AL-ABRAR CULTURAL CENTER USA INC.
70-50, Broadway (Basement), Jackson Heights, NY 11372.
Phone: 646-732-7125, 929-277-7444

নিউইয়র্কে রবীন্দ্র উৎসবে মানুষের ঢল

নিউইয়র্ক: হাজারো মানুষের উপস্থিতি আর উৎসব মুখর পরিবেশের মধ্যদিয়ে নিউইয়র্কে শেষ হয়েছে দু'দিনব্যাপী (৬-৭ মে) উত্তর আমেরিকা রবীন্দ্র উৎসব। রবীন্দ্র সম্মিলন পরিষদ ইউএসএ আয়োজিত প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত এ উৎসবের সহযোগী যুক্তরাষ্ট্রের ভারতীয় বাঙালীদের সর্ববৃহৎ সংগঠন বঙ্গ সংস্কৃতি সংঘ-সিএবি ও পশ্চিম বাংলা'র বাংলা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড। গত ৬ মে শনিবার উৎসবের উদ্বোধন করেন বাংলাদেশের কিংবদন্তী রবীন্দ্র সঙ্গীত শিল্পী ড. রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক। শারীরিক অসুস্থতার কারণে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে না পারলেও এক ভিডিও বার্তায় তিনি বিদেশে পড়াশোনা করা নতুন প্রজন্মের কাছে আরও বেশি বেশি রবীন্দ্রনাথকে তুলে ধরার আহ্বান জানিয়েছেন।

রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা বলেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নিয়ে এমন আয়োজন সত্যিই অতুলনীয়। এই অনুষ্ঠান থেকে আমাদের সবার শিক্ষাগ্রহণ করা উচিত। তিনি বলেন, মানুষ যত রবীন্দ্রনাথকে জীবনে ধারণ করবে ততই বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন ভারতের রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ড. পবিত্র সরকার, নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশ কনস্যুলেটে নিযুক্ত কনসাল জেনারেল ড. মো: মনিরুল ইসলাম, ভারতের কনসাল জেনারেল রনধীর জয়সুয়াল, বিশ্বখ্যাত বাঙালী বক্তা চন্দ্রিল ভট্টাচার্য, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের সাধারণ সম্পাদক আহকাম উল্লাহ, টিভি ব্যক্তিত্ব ও বিতার্কিক হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরণ, অধ্যাপক ডা. জিয়াউদ্দিন আহমেদ, হাসান ফেরদৌস, রণদেব সরকার, রাহাত হোসেন নাজু, এটর্নি মঈন চৌধুরী ও উৎসবের আহ্বায়ক হাসানুজ্জামান সাকী।

উদ্বোধনী এ পর্বে আয়োজক কমিটির নেতৃবৃন্দের মধ্যে ছিলেন সমন্বয়কারী গোপাল স্যানাল, স্বীকৃতি বড়ুয়া, আবদুল হামিদ, সুখেন গমেজ, অনুষ্ঠান সহযোগীদের মধ্যে ড. সাহানা ভট্টাচার্য্য, শুভ রায়, শুভদীপ ঘোষ, কৃশ ঘোষ বাপ্পা, শিল্প নির্দেশনায় জাহেদ শরীফ ও মিডিয়া ব্যবস্থাপনায় পিনাকী তালুকদার।

উৎসবের উদ্বোধনী সঙ্গীত শতকণ্ঠে রবীন্দ্রনাথ পরিবেশিত হয়। বিশেষ উপস্থিতি ছিলেন রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা, পরিচালনা করেন মহিতোষ তালুকদার তাপস। নীলা জেরীন ডান্স একাডেমির শিল্পীরা উদ্বোধনী নৃত্য পরিবেশন করেন। এর আগে সকাল ১১টা থেকে রবীন্দ্র সাহিত্য সম্মেলন শুরু হয় উৎসব। উৎসবের প্রথম পর্বটি ছিল লেখক, কবি, সাহিত্যিকদের অংশগ্রহণে মুখর। দুদিনে প্রায় একশ লেখক অংশ নেন। সাহিত্য সম্মেলনের উদ্বোধন করেন বাংলাদেশের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মাননা একুশে পদকপ্রাপ্ত কথাসাহিত্যিক ড. জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত। উপস্থিত ছিলেন বাংলা একাডেমী পুরস্কারপ্রাপ্ত ড. পূরবী বসু ও ভারতীয় লেখিকা আলোলিকা মুখোপাধ্যায়। নিউইয়র্ক সাহিত্য একাডেমীর পরিচালক মোশাররফ হোসেনের সঞ্চালনায় শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন সাপ্তাহিক ঠিকানা'র প্রধান সম্পাদক মুহম্মদ ফজলুর রহমান।

নিউইয়র্কে বাঙালীদের জন্য শনি ও রোববার দুটি দিন ছিল অবিস্মরণীয়। এমন দৃশ্য কেউ কোনোদিন দেখেনি নিউইয়র্কে। জ্যামাইকা পারফরমিং আর্টস সেন্টারের ভেতর ও বাইরে মানুষের ভিড় সামলাতে আয়োজকদের হিমশিম খেতে হয়। হাজার হাজার মানুষের ঢলে আয়োজকরা ভেন্যুর তিনটি স্থানে অনুষ্ঠানটিকে ভাগ করতে বাধ্য হন। এমনকি অনুষ্ঠান স্থলের বাইরে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে 'শতকণ্ঠে রবীন্দ্রনাথ' শীর্ষক সমাপনী পর্বটি স্থানান্তর করেন। এতে করে বাইরে অপেক্ষায় থাকা হাজারো মানুষের ঢল কিছুটা হলেও অনুষ্ঠান উপভোগ করার সুযোগ পায়।

সকাল থেকেই উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে চলে 'শিল্পীর চোখে রবীন্দ্রনাথ' শীর্ষক চিত্রপ্রদর্শনী। শিশুরা আঁকে রবীন্দ্রনাথকে। এ পর্বের উদ্বোধন করেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চিত্রশিল্পী খুরশিদ আলম সেলিম। এসময় বাংলাদেশী আমেরিকান আর্টিস্ট ফোরামের সভাপতি আর্থার আজাদ ও সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ চৌধুরী বক্তব্য রাখেন।

ঠিক একই সময় জ্যাপেক বেইজমেন্টে শুরু হয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আঁকা চিত্রপ্রদর্শনী ও ড. ওবায়দুল্লাহ মামুনের আলোকচিত্র প্রদর্শনী। প্রদর্শনীতে ওহাইয়ো থেকে আগত সিলভিয়া পান্ডিতের তিনটি চিত্র স্থান পায়। প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউটের সাবেক ডিন অধ্যাপক মতলুব আলী। তিনটি প্রদর্শনী ঘুরে দেখেন শিল্পী রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা, বাংলাদেশ ও ভারতের কনসাল জেনারেল।

উৎসবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে সত্যজিৎ রায়ের তথ্যচিত্র, রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলার ওপর সনাৎ মহান্তের পরিচালনায় নির্মিত তথ্যচিত্র 'রুপের অতীত রূপ' ও সুমন মুখোপাধ্যায় পরিচালিত চলচিত্র 'শেষের কবিতা' প্রদর্শিত হয়।

প্রথম দিনের উৎসবে অনুষ্ঠান সূচিতে ছিল আমার রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞান চিন্তা, রবীন্দ্রনাথের গানে বাউল প্রভাব, গীতাঞ্জলি ও নোবেল পুরস্কার আমেরিকায় রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র এবং রবীন্দ্রনাথ ও প্রবাসে নতুন প্রজন্ম শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। কবিতা পাঠের আসরে অর্ধশতাধিক কবি রবীন্দ্রনাথের লেখা ও রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে লেখা কবিতা পাঠ করেন।

উৎসবে হাসানুজ্জামান সাকীর সম্পাদনায় স্মারক গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচনে অতিথি ছিলেন মোর্শেদ আলম, ড. সিদ্দিকুর রহমান, রেখা আহমেদ, জাফর ফেরদৌস, শিতাংশু গুহ, হুসনে আরা ও খাইরুল ইসলাম পাখি। ভিনভাষীর চর্চায় রবীন্দ্রনাথ পরিবেশন করে শ্রী চিন্ময় (নিউইয়র্ক)। প্রথম দিন দুটি মঞ্চনাটক শিরীন বকুল ও ড. নজরুল ইসলাম অভিনীত ও শিল্পাঙ্গণ পরিবেশিত 'রক্ত করবী' এবং গোলাম সারওয়ার হারুন নির্দেশিত ও ঢাকা ড্রামা পরিবেশিত 'মিছে কোলাহল' নাটক মঞ্চস্থ হয়।

শনিবার সন্ধ্যায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মেলবন্ধন শীর্ষক একটি অনুষ্ঠান উপস্থাপন করেন অভিনয়শিল্পী লুতফুন নাহার লতা ও মার্ক ওয়াইনবার্গ দম্পতি। ভার্জিনিয়া থেকে আগত আশীফ এন্তাজ রবির গ্রন্থনায় শিল্পী দিনার মণি ও নাজিয়া নওশাদ শাওন পরিবেশন করেন গীতিকথা ওরা সন্ধ্যার মেঘমালা। অনুপ দাস ডান্স একাডেমি-আড্ডা পরিবেশন করে ভানুসিংহের পদাবলী। ভার্জিনিয়ার ভারতীয় সংগঠন তা থৈ ও বাংলাদেশী সংগঠন 'ধ্রুপদ' পরিবেশন করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ফিকশন-নন ফিকশন প্রেমের আখ্যান–কার মিলন চাও বিরহী।

নৃত্যনাট্য তাসের দেশ (ইংরেজি) পরিবেশন করে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব পারফরমিং আর্টস-বিপা। প্রথম দিনে রাতে একক সংগীত পরিবেশন করেন ভারতীয় শিল্পী শ্রেয়া গুহঠাকুরতা।

উৎসবের দ্বিতীয় দিন রোববার যথারীতি সাহিত্য সম্মেলনের মাধ্যমে রবীন্দ্র উৎসব শুরু হয়। এতে আমার রবীন্দ্রনাথ শীর্ষক আলোচনায় অংশ নেন জ্যোতি প্রকাশ দত্ত, সৈয়দ মোহাম্মদ উল্লাহ্, তমিজ উদ্‌দীন লোদী ও ফকির ইলিয়াস। সঞ্চালনা করেন হাসান ফেরদৌস।

কবিতা, শ্রুতি নাটক শীর্ষক অনুষ্ঠানে ছিলেন আলোলিকা মুখোপাধ্যায়, অবন্তিকা মুখার্জী, সঞ্চালনা করেন সুদীপ্তা চট্টোপাধ্যায়।

আবীর আলমগীরের সমন্বয়ে নিউইয়র্ক ও নিউজার্সীর শিল্পীরা আবৃত্তি পরিবেশন করেন। এদিন দুটি তথ্যচিত্র বরেণ্য সাংবাদিক সৈয়দ মোহাম্মদ উল্লাহ'র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বইয়ের বিরল সংগ্রহশালা নিয়ে 'স্টাডি রুম' এবং অধ্যাপক ডা. জিয়াউদ্দীন আহমেদ পরিচালিত 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী : প্রবাসে রবীন্দ্র চর্চা' শীর্ষক ডক্যুমেন্টারি প্রতিবেদন প্রদর্শিত হয়।

এরপর চারুশিল্পীরা মঞ্চে আসেন এবং মতলুব আলীর সদ্য প্রকাশিত গ্রন্থ কবির ছবি ও ছবির কবি-এর মোড়ক উন্মোচন হয়। এসময় বক্তব্য রাখেন সাপ্তাহিক বাঙালী সম্পাদক কৌশিক আহমেদ ও শিল্পী কায়সার কামাল। রবীন্দ্রনাথ : তর্কে বিতর্কে শীর্ষক আলোচনায় অংশ নেন ড. পবিত্র সরকার, মনজুর আহমদ, ড. পূরবী বসু ও ড. আবেদীন কাদের। সঞ্চালনা করেন হাসান ফেরদৌস।

এদিন নিউজার্সীর এপিকস এক্টরস ওয়ার্কশপের পরিবেশনায় রবি ঠাকুরের স্ত্রীর পত্র গল্প অবলম্বনে ইংরেজি মঞ্চনাটক মৃণালের পত্র মঞ্চস্থ হয়। রচনা, পরিচালনা ও অভিনয়ে ছিলেন গার্গী মুখার্জী।

রবীন্দ্র সংগীতে শাস্ত্রীয় ধারা শীর্ষক অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সংগীত পরিষদের কাবেরী দাশ। 'ওই মহামানব আসে' সংগীতানুষ্ঠান পরিবেশন করে প্রকৃতি নিউইয়র্ক। রবীন্দ্র সংগীতে কীর্তন ধারা পরিবেশন করে ড. সাহানা ভট্টাচার্য্য (মেরিল্যান্ড) ও ড. উদিতা মুখার্জী (উইসকনসিন)।

বিকেলে আমেরিকায় রবীন্দ্রনাথের বসবাস করা বাড়ির ক্রেতা বাঙালী দম্পতি কাজল মুখোপাধ্যায় ও মৌসুমী দত্ত রায়ের সংবর্ধনায় উপস্থিত ছিলেন প্রবীর রায়, মিলন আওন, বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী, নজরুল মিন্টো, এ্যানি ফেরদৌস, কাজী আজিজ মামুন, তাপস সান্যাল, পার্থ চক্রবর্তী ও পার্থ সারথী মুখোপাধ্যায়।

শিল্পী রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা উপস্থিতিতে তাঁর প্রতিষ্ঠিত সুরের ধারা (নিউইয়র্ক) পরিবেশন করে মনোজ্ঞ সঙ্গীতানুষ্ঠান। পরিচালনা করেন বিদিশা দেওয়ানজী (কানেকটিকাট)।

এন জে বুটিকের পরিবেশনায় ও ইন্টারলিংক নেটের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হয় ভিন্নধর্মী রাবীন্দ্রিক ফ্যাশন শো–বসনে ভূষণে রবির চয়নে। আমিই রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি শীর্ষক আরও একটি ভিন্নধর্মী পরিবেশনা প্রীতি বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। রবি ঠাকুরের অমিত-লাবণ্য, মহেন্দ্র-বিনোদনী ও রমেশ-হেমনলিনী চরিত্রে বিতর্কে অংশ নেন যথাক্রমে অ্যাটর্নি রাজু মহাজন (মেরিল্যান্ড) ও সামছুন নাহার নূপুর (নিউইয়র্ক), মোহিত প্রধান (টেক্সাস) ও সাঈদা সাথী (ভার্জিনিয়া) এবং মোস্তাফিজ খান (টেক্সাস) ও ড. তারান্নুম শায়লা জামান প্রত্যাশা (নিউইয়র্ক)। সঞ্চালনায় ছিলেন বাংলাদেশ থেকে আগত টিভি ব্যক্তিত্ব ও বিতার্কিক হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরণ।

আন্তর্জাতিক রবীন্দ্রনাথ নিয়ে আলোয় ভুবন ভরা পরিবেশন করে সৃষ্টি (নিউজার্সী)। পরিচালনায় ছিলেন সূবর্ণা খান, বিচিত্রা, তমা ও অহনা।

রাতে সমাপনী অনুষ্ঠানে দেড় শতাধিক শিল্পী প্রাঙ্গণের বাইরে 'শতকণ্ঠে রবীন্দ্রনাথ' পরিবেশন করেন। আর ভেন্যুর অভ্যন্তরে বিশেষ সমাপনী নৃত্য পরিবেশন করে নৃত্যাঞ্জলী। পরিচালনা করেন চন্দ্রা ব্যানার্জী।

উৎসবে দেবব্রত বিশ্বাসের ছাত্র অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায় (ভারত) ও বিপার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সেলিমা আশরাফকে (বাংলাদেশ) আজীবন সম্মাননা তুলে দেন ড. পবিত্র সরকার, অধ্যাপক ডা. জিয়াউদ্দীন আহমেদ ও রাহাত হোসেন নাজু। এসময় টিবিএন টোয়ান্টিফোরের সিইও পুলক ভূঁইয়া ও কানাডার দেশে-বিদেশে পত্রিকার প্রধান সম্পাদক নজরুল মিন্টো উপস্থিত ছিলেন।

এরআগে সন্ধ্যায় স্মারক বক্তৃতা দেন চন্দ্রিল ভট্টাচার্য। চল্লিশ মিনিটের টানা বক্তৃতার সময় পিনপতন নিরবতা নেমে আসে অনুষ্ঠান স্থলে। সবশেষে রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে শেষ হয় দুদিনের অনুষ্ঠান।

উৎসবে ভারত, বাংলাদেশ, ব্রিটেন, জার্মানী, মেক্সিকো ছাড়াও যুক্তরাষ্ট্রের অন্তত: ২৫টি অঙ্গরাজ্য থেকে কবি, লেখক, সাহিত্যিক, শিল্পী, কলাকুশলী ও রবীন্দ্র অনুরাগীরা অংশ নেন।

-প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

বদলে দেই পৃথিবী
ধাঁপে ধাঁপে
শুভকাজে

RENAISSANCE
HOME HEALTH CARE

নিউইয়র্ক সিটির সর্বশ্রেষ্ঠ হোমকেয়ার প্রতিষ্ঠান রেঁনেসা হোম এন্ড হেলথ কেয়ার
সর্বোচ্চ সম্মানীতে রেঁনেসা হোম এন্ড হেলথ কেয়ারে যোগ দিন

আপনার মর্যাদা, সম্মান ও সহানুভূতির সাথে সর্বোচ্চ গুণগত পরিসেবা প্রদানই আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- আমাদের রয়েছে আকর্ষণীয় ক্ষতিপূরণ প্যাকেজ
- ছুটির দিনে দ্বিগুণ বেতন
- বিনামূল্যে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা
- গুগল-এ ৪.৫ স্টার রেটিং

রেনেসাঁয় কাজ করতে চান? আজই যোগাযোগ করুন

(718) 649-3670

1959 WESTCHESTER AVE.
BRONX, NY 10462

www.renaissancehomehc.com

জার্মানি ৩ বিলিয়ন ডলারের সামরিক সহায়তা দিচ্ছে ইউক্রেনকে

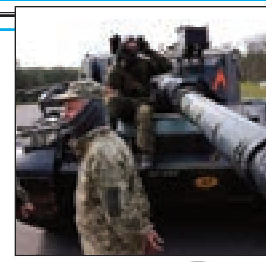

ঢাকা ডেস্ক, ১৪ মে : জার্মানি শনিবার ইউক্রেনকে বড় অঙ্কের সামরিক সহায়তা দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে। রাশিয়ার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আরও শক্তিশালী করতে ইউক্রেনকে প্রায় তিন বিলিয়ন ডলারের সামরিক সহায়তা দিচ্ছে জার্মানি। ইউক্রেনে রাশিয়া বিশেষ সামরিক অভিযান শুরুর পর থেকে বার্লিন যে সহায়তা দিয়ে আসছে, এর মধ্যে সবচেয়ে বড় সামরিক সহায়তা এটি। জার্মানির প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় শনিবার এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানিয়েছে। এ সামরিক সহায়তার মধ্যে অন্যান্য সমরাস্ত্রের মধ্যে রয়েছে ৩০টি অত্যাধুনিক লিওপার্ড ট্যাংক, র্যানেসান্স ড্রোন ও গোলাবারুদ। জার্মানির প্রতিরক্ষামন্ত্রী বরিস পিসটোরিয়াস বলেছেন, ইউক্রেনের এ মুহূর্তে সমরাস্ত্র কতটা জরুরি তা আমরা উপলব্ধি করতে পেরেছি এবং দ্রুত কিয়েভকে সহায়তার উদ্যোগ নিয়েছে বার্লিন।

‘লিবার্টি রেন্যুভেশন’ -এর স্বত্তাধিকারী মোহাম্মদ এ আজাদ

(শেষের পাতার পর)

অতিরিক্ত অর্থ আদায় ও কাজের নামে হয়রানী সহ নানা প্রতারণার অভিযোগ করেছেন কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ। বুধবার (১০ মে) সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন পার্টি হলে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এসব অভিযোগ তুলে ধরা হয়। সংবাদ সম্মেলনে অভিযোগকারীরা প্রয়োজনে আইনের আশ্রয় গ্রহণের পাশাপাশি ‘লিবার্টি রেন্যুভেশন’ কর্তৃক কমিউনিটির কেউ যাতে প্রতারণা বা হয়রানীর শিকার না হন তার জন্য সবাইকে সচেতন থাকার আহ্বান জানানো হয়। খবর ইউএনএ’র।

বিশিষ্ট ব্যবসায়ী বারী হোম কেয়ারের সিইও আসেফ বারী টুটুল আহুত এই সংবাদ সম্মেলনে কমিউনিটির পরিচিত মুখ ডা. মাসুদুর রহমান, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী শাহ নেওয়াজ ও ব্রঙ্কসে বসবাসকারী লোকমান হোসেন।

সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশ সোসাইটির সিনিয়র সহ সভাপতি মহিউদ্দিন দেওয়ান ও সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমীন সিদ্দিকী, জেবিবিএ’র একাংশের সভাপতি গিয়াস আহমেদ এবং অপরাংশের সভাপতি হারুন ভূইয়া ও সাধারণ সম্পাদক ফাহাদ সোলায়মান, বাংলাদেশী-আমেরিকান লায়ন্স ক্লাবের সভাপতি আহসান হাবীব, নর্থ বেঙ্গল ফাউন্ডেশনের সভাপতি রাফেল তালুকদার উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ সম্মেলনে অভিযোগকারীরা বলেন, আমরা ‘লিবার্টি রেন্যুভেশন’-এর স্বত্তাধিকারী মোহাম্মদ এ আজাদ কর্তৃক ভিক্টিমাইজ হয়েছি। আমাদের সাথে চিট (প্রতারণা) করা হয়েছে। আমরা একে অপরের পরামর্শে তাকে কাজ দিয়েছিলাম। কিন্তু তিনি আমাদের সম্মান রাখেননি।

সংবাদ সম্মেলনে ডা. মাসুদুর রহমান তার অভিযোগের স্বপক্ষে বিভিন্ন ডকুমেন্ট সহ বিস্তারিত তুলে ধরে বলেন, আমার একটি বাড়ী রেন্যুভেশন করতে গিয়ে এক লক্ষ ডলার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি। তিনি কথা দিয়ে কথা রাখেননি, চুক্তি মোতাবেক কাজ করেননি এবং তার সম্পর্কে নানা মিথ্যা তথ্য দিয়েছেন। তার কাজ করার মতো কোন লাইসেন্সধারী লোক নেই।

আসিফ বারী টুটুল তার বক্তব্যে বিস্তারিত তুলে ধরেন এবং বিভিন্ন ডকুমেন্ট উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন, মোহাম্মদ এ আজাদ কমিউনিটিতে ব্যবসা করতে চাই এজন্য কাজ দরকার। আমার দুটি প্রজেক্টের (ব্রঙ্কসে সুপার মার্কেট আর লং আইল্যান্ডে বাড়ী রেনোভেশন) জন্য তাকে ৯ লাখ ৩৫ হাজার ডলার দিয়েছি। দফায় দফায় তাকে অর্থ দিয়েছি। অথচ সম্পূর্ণ কাজ শেষ করেননি। বরং বকেয়া হিসেবে আরো অর্থ দাবী করছেন এবং কমিউনিটির বিভিন্নজনকে মিথ্যা তথ্য দিয়ে আমাদের মান সম্মান নষ্ট করছেন। তিনি অভিযোগ করেন যে তার বাড়ী কাজ যেভাবে করা হয়েছে তা সম্পূর্ন নিয়ম বহি:র্ভূত হয়েছে। এজন্য আমি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি। অথচ তিনি পাল্টা ৬৫০ হাজার ডলার পাওনা দাবী করছেন বলে লোকমুখে শুনছি।

লোকমান হোসেন বলেন, আমি মোহাম্মদ এ আজাদকে দুই লাখ ডলার ক্যাশ পেমেন্ট করেছি, অথচ তিনি আমার কাজ করেনি এবং হঠাৎ করেই কাজের চুক্তি বাতিল করেন। যা অযৌক্তিক। তিনি আরো অভিযোগ করে বলেন যে, বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমে কমিউনিটি নেতৃবৃন্দের সাথে ছবি তুলে তার অপব্যবহার করছেন।

শাহ নেওয়াজ বলেন, আমি তাকে একাধিক কাজ দিয়ে অর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি। তবে ২০২২ সালে তার কাছ থেকে একটি অফিস ভাড়া পেয়ে উপকৃত হলেও সেই অফিস ভাড়া ও ব্যয় নিয়েও প্রতারিত হয়েছি।

গিয়াস আহমেদ বলেন, অনেকের সুপারিশ থাকার পরে যখন মোহাম্মদ এ আজাদ সম্পর্কে জানার কারনেই আমি তাকে কাজ দেইনি। তবে কমিউনিটির লোক হয়ে এক অপরের সাথে প্রতারণা ঠিক নয়। তিনি অভিযোগ করেন যে, আমাদেও কমিউটিতে এমন কিছু লোক যারা অনেককেই মিসগাইড করছেন, মিথ্যা প্রপাকান্ড ছড়াচ্ছেন। তাদের চিহ্নিত করে বয়কট করা দরকার।

রুহুল আমীন সিদ্দিকী বলেন, নিউইয়র্কের বাংলাদেশী কমিউনিটিকে আরো বড় এবং শক্তিশালী করতে বিভেদ-বিভক্তি নয়, সবার সহযোগিতা দরকার। কারো কাছ থেকে প্রতারণা কাম্য নয়।

হারুন ভূইয়া বলেন, আমাদের সবার মধ্যে বিশেষ করে ব্যবসায়ীদের মাঝে সৌহার্দ্য সম্পর্ক বিরাজমান। তাই আমরা একে অপরের আমন্ত্রনে যাই। এই সুসম্পর্ক বজায় রাখা দরকার।

ফাহাদ সোলায়মান বলেন, আমরাই তাকে (মোহাম্মদ এ আজাদ) পেট্রোনাইজ করেছি, প্রোমোট করেছি, তাকে নিয়ে ছবি তুলেছি। তবে জেনে-শুনে আগামীতে আমাদের চলতে হবে, সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।

এক প্রশ্নের উত্তরে জেবিবিএ ও লায়ন্স ক্লাবের নেতৃবৃন্দ বলেন, তার (মোহাম্মদ এ আজাদ) বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে। সংগঠনের গঠনতন্ত্র মোতাবেক তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

‘লিবার্টি রেন্যুভেশন’-এর স্বত্তাধিকারী মোহাম্মদ এ আজাদ-এ বিরুদ্ধ অভিযোগের প্রেক্ষিতে তার সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, আমার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ মিথ্যা। আমার কাছেও ডকুমেন্ট বরয়েছে। আমি অতি শীঘ্রই সংবাদ সম্মেলন করে বিস্তারিত জানাবো।

মেহজাবীন-রাজীবের ‘সম্পর্ক’ ফের

(শেষের পাতার পর)

খবর ভুয়া বলার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু সেই একই ঘটনা ফের আলোচনার জন্ম দিল।

কয়েকটি ছবি অবশ্য সকল রহস্যকে অনেকটাই উন্মোচন করে দেয়! গত বৃহস্পতিবার (১১ মে) ছিল আদনান আল রাজীবের জন্মদিন। এ উপলক্ষে নৌ ভ্রমণের আয়োজন করা হয়। সেখানে যোগ দিয়েছিলেন শোবিজ অঙ্গনের তারকা অভিনয়শিল্পী ও নির্মাতারা। এ ভ্রমণের এক ফাঁকে কেক কেটে জন্মদিন উদযাপন করেন রাজীব। সেখানকার কিছু ছবি নতুন করে আলোচনায় এনেছে মেহজাবীন ও রাজীবের সম্পর্কের বিষয়টি। ছবিতে দেখা মেলে, টেবিলে সাজানো একাধিক কেক। টেবিলটি ঘিরে দাঁড়িয়ে আছেন ছোট পর্দার একঝাঁক তারকা। হাস্যোজ্জ্বল মুখে কেক কাটছেন নির্মাতা রাজীব। তার পাশে দাঁড়ানো মেহজাবীন চৌধুরী।

তাদের পেছনে দাঁড়িয়ে হাততালি দিচ্ছেন তৌসিফ মাহবুব, সাবিলা নূর, নীল হুরেরজাহান, তাসনিয়া ফারিণ, তামিম মৃধাসহ অনেক। সেখানেই ছিলেন গুণী নির্মাতা মোস্তফা সরয়ার ফারুকী, তার স্ত্রী অভিনেত্রী তিশা ও কন্যা।

অভিনেত্রী সাবিলা নূর হাজির হয়েছিলেন তার বর নেহাল তাহেরকে সঙ্গে নিয়ে। আলোচিত ওয়েব সিরিজ মহানগরের নির্মাতা আশফাক নিপুণ ছিলেন, ছিলেন এলিটা করিম।

অনেক দিন ধরে গুঞ্জন, অভিনেত্রী মেহজাবীনের সঙ্গে সম্পর্কে রয়েছেন রাজীব। সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তাদের একসঙ্গে দেখা গেছে। রাজীবের জন্মদিনেও তার ব্যতিক্রম নয়। নেট দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়া একটি ছবি এ জুটিরে প্রেমের গুঞ্জনের আগুনে ঘি ঢেলেছে।

এ ছবিতে দেখা যায়, ফ্রেমে বাঁধা রাজীব ও মেহজাবীনের একটি ছবি উপহার দিচ্ছেন তিশা। আর তা আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করছেন রাজীব-মেহজাবীন। বিটি দেখে নেটিজেনরাও দুয়ে দুয়ে চার মেলাতে ভুল করেননি। এই ছবিই এর আগে নতুন করে মেহজাবীন ও রাজীবের সংসারজীবনের প্রসঙ্গ সামনে এনেছিল। কিন্তু ফ্রেমে বাঁধা ছবিটি যখন রাজীবের বিশেষ দিনের উপহার, আবার অভিনেত্রী নুসরাত ইমরোজ তিশার মতো ব্যক্তিত্ববান মানুষ সঙ্গে তখন এর বিশেষত্ব এমনিতেই গাঢ় হয়ে যায়। শত দ্বিধা-সংশয়ের অবসানের ইঙ্গিত দিয়ে যায়।

বিপিএল অব ইউএসএ-তে যোগদান

(শেষের পাতার পর)

যোগদান করেছেন বাংলাদেশ ক্রিকেটের জাতীয় দলের খেলোয়াড় মোহাম্মদ শরিফ। গত ২৮ এপ্রিল রোববার নিউইর্য়কের কুইন্সের একটি হলে আনুষ্ঠানিকভাবে এই ঘোষনা দেন বিপিএল অব ইউএসএ’র সভাপতি মোহাম্মদ জাসেম।

এসময় বিপিএল অব ইউএসএ’র সাবেক সভাপতি সুমন খান ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন- ক্রিকেটার মোহাম্মদ শরিফ যুক্ত হওয়াতে বিপিএল এর টীম শক্তিশালী হয়েছে। আরোও ব্যাপকভাবে কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি হলো। তিনি মোহাম্মদ শরিফের খেলোয়াড়ী জীবনের সাফল্যের কথা সবার কাছে তুলে ধরেন।

ক্রিকেটার মোহাম্মদ শরিফ সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, খেলোয়াড়ী জীবনে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে বিপিএল অব ইউএসএর জন্য কাজ করতে চান। তাছাড়া তরুণ যুবা, যাদের ক্রিকেটের প্রতি আগ্রহ আছে, তাদেরকে নিয়ে প্রশিক্ষণ ক্যাম্পের আয়োজন করতে চান। পাশাপাশি বিপিএল অব ইউএসএ অংশগ্রহন করা সকল দলের যদি তাদের খেলোয়াড়দেরকে ট্রেনিং দিতে চান তাহলে বিপিএল অব ইউএসএর হয়ে কাজ করবে ক্রিকেটার মোহাম্মদ শরিফ।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক এই ক্রিকেটার ২০০১ থেকে ২০০২ মেয়াদে বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের অন্যতম সদস্য ছিলেন। দলে মূলত: অল-রাউন্ডার হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। ডানহাতে ব্যাটিংয়ের পাশাপাশি ডানহাতে মিডিয়াম-ফাস্ট বোলিং করেছেন তিনি। ঘরোয়া ক্রিকেটে ঢাকা বিভাগ, বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স, বরিশাল বিভাগ ও রংপুর রাইডার্সের প্রতিনিধিত্ব করেছেন মোহাম্মদ শরীফ পাশাপাশি ক্রিকেট কোচিং নিয়েও কাজ করেছেন।

অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন তানভীর ভূঁইয়া, আসাদ সুমন, হাসান, রিমেল, আপেল, তপু, টিটু, রাফী সহ আরো অনেকে।

জেমস-কে হত্যা করা হয়েছে : বাবা তোজা

(শেষের পাতার পর)

সংগঠন বিটিএসপি'র সভাপতি তোজাম্মেল হক তোজার বড় ছেলে জেমসকে নর্থফিলি এলাকা থেকে ফিলাডেলফিয়া পুলিশ গুরুতর আহত অবস্থায় টেম্পল হাসপাতালে ভর্তি করে। জেমসের পরিবারকে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানায়, প্রচুর রক্তক্ষরণ ছাড়াও মাথায় এবং বুকে গুরুতর আঘাতের কারণে জেমসকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি। ফিলাডেলফিয়া শহরের আপার ডারবির বাসিন্দা জেমসের বাবার বাড়ি জয়পুরহাটের আক্কেলপুর উপজেরার তিলক-পুর ইউনিয়নের ভাতকুড়ি গ্রামে। জেমসের মামা-বা ছাড়াও এক ভাই ও বোন রয়েছে। জেমস তার বাবার পরিবারকে সহযোগিতা করার জন্য দীর্ঘদিন ধরে তার বাবার গ্যারেজে কাজ করে আসছিলেন।

এদিকে আপার ডারবি টাউনশীপের কাউন্সিলম্যান, মিলর্বন বরোর মেয়র এবং ৫ জন কাউন্সিলম্যান, ফিলাডেলফিয়া ও আপারডারবি থেকে নির্বাচিত ৩২ জন কমিউনিটি কমিটি মেম্বার এবং আগামী ১৬ মে নির্বাচনে অংশগ্রহনকারী প্রার্থীসহ বৃহত্তর ফিলাডেলফিয়ার সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় সর্বমোট ২৭টি সংগঠনের কমকর্তা, ফিলাডেলফিয়ায় বসবাসরত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, মূলধারার রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং সাধারন মানুষ জানাজায় অংশগ্রহন করেন। জানাজায় অংশগ্রহনকারীরা এই জঘন্য হত্যাকান্ডের সুষ্ঠ তদন্তসহ বিচারের দাবী জানান। উপস্থিত সকলেই ফিলাডেলফিয়ার আইন শৃঙ্খলার অবনতির জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করেন। প্রবাসীরা জেমস হত্যার ন্যায়বিচারসহ বৃহত্তর ফিলাডেলফিয়ায় আইন শৃঙ্খলার উন্নতির জোড়ালো দাবী জানান।

জানাজা এবং দাফনের পর জেমসের পিতা তোজ্জাম্মেল হক তোজা জানান, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এবং গোয়েন্দা সংস্থা প্রাথমিক তদন্তে হত্যাকান্ডের বিষয়টি নিশ্চিত করছে। ঘাতকদের কাউকে গ্রেফতার করা সম্ভব হয়নি। তিনি তার এ দুঃসময়ে যারা পাশে দাঁড়িয়েছেন তাদেরকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান।

মেরিল্যান্ডে অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক নুরুল ইসলামের দাফন সম্পন্ন

বিশেষ প্রতিনিধি: প্রথিতযশা অর্থনীতিবিদ ও বাংলাদেশের প্রথম পরিকল্পনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান অধ্যাপক নুরুল ইসলামের দাফন যুক্তরাষ্ট্রের মেরিল্যান্ড রাজ্যে সম্পন্ন হয়েছে। স্থানীয় সময় গত ১০ মে বুধবার ওয়াশিংটনে মেরিল্যান্ডের রিভার রোডের ইসলামিক কমিউনিটি সেন্টারের মসজিদে তার জানাজায় ছেলে নাঈম ইসলামসহ পরিবারের সদস্য, বন্ধু ও শুভাকাঙ্খীরা উপস্থিত ছিলেন। অধ্যাপক নূরুল ইসলাম হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে গত ৮ মে সোমবার দিবাগত রাত ১২টার দিকে ওয়াশিংটনে অধ্যাপক নুরুল ইসলাম (৯৪) মারা যান। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, এক ছেলে ও এক মেয়ে রেখে গেছেন। তার মেয়ে রুমিন ইসলাম বিশ্ব ব্যাংকে অর্থনীতিবিদ হিসেবে কাজ করছেন।

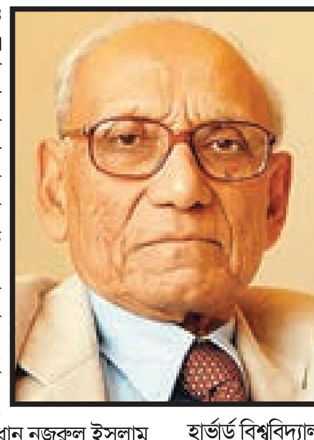

অধ্যাপক নুরুল ইসলামের জানাজায় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে ওয়াশিংটনে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ ইমরান, সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ফখরুদ্দিন আহমেদ, জাতিসংঘের উন্নয়ন-গবেষণা টিমের প্রধান নজরুল ইসলাম, বিশ্বব্যাংকের অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও লেখক আব্দুন নূর, লেখক বীর মুক্তিযোদ্ধা আশরাফ আহমেদ, সাবেক শিক্ষামন্ত্রী ওসমান ফারুক, বিশ্বব্যাংকের সাবেক কর্মকর্তা সিদ্দিক, বিএএআই'র সাবেক প্রেসিডেন্ট আবু সোলায়মান, কম্যুনিটি লিডার ও লেখক ওয়াহেদ হোসেনী, মিজানুর রহমান, সোয়েব চৌধুরী, ওয়াশিংটনের ক্যাথলিক ইউনিভার্সিটি অব আমেরিকার অধ্যাপক আদনান মোর্শেদ, বীর মুক্তিযোদ্ধা ইকবাল বাহার চৌধুরী, মাসুমা খাতুন, ওয়ালি ফাহমি, মহসিন সিদ্দিকী, হাসান ইমাম প্রমুখ অংশ নেন।

জানাজার পর আডেলফির রিগস রোডে জর্জ ওয়াশিংটন সিমেট্রিতে প্রখ্যাত এই অর্থনীতিবিদের মরদেহ দাফন করা হয়। এরপর সবাই তার আত্মার মাগফিরাত কামনা করে বিশেষ দোয়ায় অংশ নেন।

উল্লেখ্য, ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশ ছাড়ার পর বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থায় কাজ করেন নুরুল ইসলাম। অধ্যাপক নুরুল ইসলাম মৃত্যুর আগপর্যন্ত খাদ্য নীতিবিষয়ক সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল ফুড পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের (ইফপ্রি) ইমেরিটাস ফেলো হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন তিনি। ১৯৮৭ সালে তিনি সংস্থাটির মহাপরিচালকের জ্যেষ্ঠ নীতি পরামর্শক হিসেবে যোগ দেন।

তিনি বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে অর্থনীতিবিদ নুরুল ইসলামের নাম নিবিড়ভাবে জড়িয়ে আছে। স্বাধীনতার আগে ছয় দফা ও ১৯৭০ সালের নির্বাচনী ইশতেহার প্রণয়নে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি ছিলেন বঙ্গবন্ধুর অন্যতম পরামর্শদাতা। স্বাধীনতার পর দেশের প্রথম পরিকল্পনা কমিশনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন অধ্যাপক নুরুল ইসলাম।

সুদীর্ঘ কর্মজীবনে অধ্যাপক নুরুল ইসলাম জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (এফএও) অর্থনীতি ও সামাজিক নীতি বিভাগের সহকারী মহাপরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। এ ছাড়া তিনি বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (বিআইডিএস) চেয়ারম্যান ছিলেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষক ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শেষ করে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি করেন। এছাড়াও তিনি বিশ্বের বিভিন্ন স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিজিটিং অ্যাকাডেমিক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ইয়েল, অক্সফোর্ড, কেমব্রিজ এবং লন্ডন স্কুল অব ইকোনমিক্স।

পাঁচ বছর আগে ঢাকায় নুরুল ইসলামের আত্মজৈবনিক গ্রন্থ 'অ্যান অডিসি জার্নি অব মাই লাইফ' এর প্রকাশনা অনুষ্ঠানে রেহমান সোবহান বলেছিলেন, নুরুল ইসলাম একজন পরিপূর্ণ অর্থনীতিবিদ। আমি মনে করি, বাংলাদেশের অমর্ত্য সেন হতে না পারার কোনো কারণ তার ছিল না। অর্থনীতিবিদ ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদও সেই অনুষ্ঠানে বলেছিলেন, আমি উনাকে দেখি আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাত দেশের প্রধান অর্থনীতিবিদ হিসেবে।

অধ্যাপক নুরুল ইসলামের প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ২৫টির বেশি। তার মধ্যে রয়েছে করাপশন, ইটস কন্ট্রোল অ্যান্ড ড্রাইভারস অব চেঞ্জ, ইন্ডিয়া, পাকিস্তান, বাংলাদেশ : এ প্রাইমার অন পলিটিক্যাল হিস্ট্রি। তাত্ত্বিক এবং প্রায়োগিক উন্নয়ন অর্থনীতিতে অবদানের জন্য তিনি ২০০৯ সালে বাংলাদেশ ব্যাংক পুরস্কার পেয়েছিলেন।

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

MEADOWBROOK FINANCIAL MORTGAGE BANKERS
Direct Lender
Low Closing Cost Good Rate
Call 718-507-LOAN for Approval
70-17, 37th Ave. Suite# 2F, Jackson Heights, NY 11372
Licensed Mortgage Banker of New York
M. Kamal, MLO CPA

জেমস-কে হত্যা করা হয়েছে : বাবা তোজা

ফিলাডেলফিয়ায় দুর্বৃত্বের হাতে নিহত বাংলাদেশী

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: ফিলাডেলফিয়ায় দুর্বৃত্বের হাতে নিহত বাংলাদেশী যুবক আরিফুল হক জেমসের (৩১) জানাজা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ১৩ মে শুক্রবার বাদ জুমা ফিলাডেলফিয়ার আপার ডারবির আল মদিনা মসজিদে জেমসের জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। সর্বস্তরের হাজারেরও অধিক মানুষ জানাজায় অংশগ্রহন করেন। জানাজার পর জেমসকে আপারডারবি মসজিদের পাশে ফ্রেন্ডস কবর স্থানে দাফন করা হয়।

জানা যায়, বাংলাদেশী আরিফুল হক জেমস গত ৮মে দুর্বৃত্তেদের আঘাতে মর্মান্তিকভাবে নিহত হন। স্থানীয় (বাকি অংশ ৪৭ পাতায়)

ফিলাডেলফিয়ায় জেমসের জানাযার দৃশ্য। ইনসেটে জেম্‌স।

ঢাকাবাসীর আয়োজনে গিয়াস আহমেদ সংবর্ধিত

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): বিএনপি'র স্থায়ী কমিটির সদস্য, সাবেক মন্ত্রী ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন সহ কেন্দ্রীয় বিএনপি নেতৃবৃন্দ যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র (বাকি অংশ ১৯ পাতায়)

সাঈদ তারেকের কলাম

পীর সাহেবরা কি যা ইচ্ছা বলতে পারেন!

ফেসবুকে এক পীর সাহেবের একটা ভিডিও ক্লিপিং দেখে বেশ অবাক হলাম। উনি সেখানে বলছেন, আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি- দুই দলের মধ্যে কোনটাকে সমর্থন করবেন বা কার সাথে থাকবেন (বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)

জান্নাতী, জাহান্নামী ও শয়তান

জাফর আহমাদ

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আল-কুরআনের কয়েকটি স্থানে জাহান্নামের অধিবাসী দুটি শ্রেনীর তর্ক-বিতর্ক, জাহান্নামবাসী বনাম জান্নাতবাসী এবং শয়তান বনাম জাহান্নামীদের (বাকি অংশ ২৩ পাতায়)

পার্কচেষ্টার জামে মসজিদের নির্বাচন

জয়নাল-মুর্শেদ পরিষদের সংবাদ সম্মেলন

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্ক সিটির ব্রঙ্কসের পার্কচেষ্টার জামে মসজিদের স্থগিতকৃত নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী 'জয়নাল-মুর্শেদ' পরিষদের নেতৃবৃন্দ অপর প্রতিদ্বন্দ্বি 'সহিদ-সাব্বির' প্যানেলে মিথ্যাচারের (বাকি অংশ ২০পাতায়)

কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিসের র‍্যাফেল ড্র বিজয়ী ১৫ জনের মাঝে চেক বিতরণ

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: নিউইয়র্কের কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিসের মাধ্যমে ট্যাক্স ফাইল দাখিলকারীদের র‍্যাফেল ড্র বিজয়ী ১৫ জনকে ১ হাজার ডলার করে প্রদান করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির জ্যাকসন হাইটস কার্যালয়ে গত ৮ মে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে (বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)

কার্যকরী পরিষদের সভায় সিদ্ধান্ত

৫ জুন বাংলাদেশ সোসাইটির বিশেষ সাধারণ সভা

নিউইয়র্ক: বাংলাদেশ সোসাইটির কার্যকরী কমিটির মাসিক সভা গত ৬ মে বিকেলে বাংলাদেশ সোসাইটির নিজস্ব কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি মোহাম্মদ রব মিয়া। (বাকি অংশ ৪০ পাতায়)

খেলার খবর

বিপিএল অব ইউএসএ-তে যোগদান করলেন মোহাম্মদ শরিফ

বিশেষ প্রতিনিধি: নিউইর্য়কে বাংলাদেশী প্রিমিয়ার লীগ অফ ইউএসএ (বিপিএল)-এ অফিসিয়ালী (বাকি অংশ ৪৬ পাতায়)

হেলথ টিপস

ক্ষত অবহেলায় বিপদ

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: দৈনন্দিন জীবনে শরীরে কাটাছেঁড়া ও ক্ষত বিরল ঘটনা নয়। বিশেষ করে শিশুরা ঘনঘন আহত হয়। প্রচলিত ভুল (বাকি অংশ ৪১ পাতায়)

বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি

এম. কামাল: নিউইয়র্কে বাড়ী ক্রয় করা যতনা সহজ বাড়ী রক্ষা বা বাড়ীর রক্ষণাবেক্ষণ তত কঠিন। তবে এজন্য বাড়ীর মালিককে শিল্পী হওয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এ সম্পর্কে (বাকি অংশ ৪০ পাতায়)

বর্ণাঢ্য আয়োজনের নিউজার্সীর মৌলভীবাজারবাসীদের ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠিত

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: বর্ণাঢ্য আয়োজনে নিউজার্সীর মৌলভীবাজারবাসীদের ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠিত হলো। এ উপলক্ষ্যে মৌলভীবাজার ইউনাইটেড সোসাইটি অব নিউজার্সী শনিবার সন্ধ্যায় স্থানীয় পেটারসন ফায়ারম্যান্স হলে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সিটি অব প্যাটারসনের মেয়র আন্দ্রে সারা। বিশেষ অতিথি ছিলেন সিটি অব প্যাটারসনের কাউন্সিল প্রেসিডেন্ট শাহিন খালেক, কাউন্সিল এট লার্জ ফরিদ উদ্দিন এবং সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা'র সম্পাদক (বাকি অংশ ১৪ পাতায়)

'লিবার্টি রেন্যুভেশন'র স্বত্তাধিকারী মোহাম্মদ এ আজাদের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): নিউইয়র্কের বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান 'লিবার্টি রেন্যুভেশন'-এর স্বত্তাধিকারী মোহাম্মদ এ আজাদ-এর বিরুদ্ধে চুক্তি মোতাবেক বিভিন্ন বাসা-বাড়ী ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কাজ না করে অর্থ গ্রহণ এবং তা পরিশোধ না করা, (বাকি অংশ ৪৬ পাতায়)

বিনোদন

মেহজাবীন-রাজীবের 'সম্পর্ক' ফের আলোচনায়

বিনোদন ডেস্ক: ফের আলোচনায় এলো মেহজাবীন ও রাজীবের সম্পর্ক। কিছুদিন আগেই গুঞ্জন ছড়িয়েছিল রাজীব ও মেহজাবীন বিয়ে করে সংসার পেতেছেন। সে সময় রাজীব খুব কৌশলী হয়ে সংবাদমাধ্যমের (বাকি অংশ ৪৬ পাতায়)

GOLDEN AGE HOME CARE
সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেলথ কেয়ার এজেন্সী
HHA/PCA & CDPAP SERVICE
Call: 718-775-7852
646-591-8396

ডায়াগনস্টিক এর জন্য লোক আবশ্যক
ব্রঙ্কসের পার্কচেস্টারে অবস্থিত স্বনামধন্য স্টারলিং ডায়াগনস্টিক এর জন্য জরুরী ভিত্তিতে Nurse Practitoner, Physician Assistant, Medical Assistant এবং Mammogram Technician আবশ্যক। বেতন আলোচনা সাপেক্ষ। শুধুমাত্র আগ্রহী প্রার্থীগণ যোগাযোগ করুন।
M.Ali: 267-342-1481
Email: info@starlingdiagnostics.com
starling diagnostics

বাংলা পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিন

ট্রাভেল ব্যবসায় দীর্ঘদিন অভিজ্ঞতার আলোকে ওজনপার্কের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস আপনাকে দিচ্ছে নিরাপদ এবং ঝামেলামুক্ত আকাশ ভ্রমণের সুযোগ
গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস
GAS GLOBAL AIR SERVICE
Your Trusted Travel Guide...
Call Now
718-296-8996
718-296-8787
718-296-5875
76-01, 101 AVE, OZONE PARK, NY 11416
FAX: 718-296-8259, EMAIL: GLBL001@YAHOO.COM

ZAKIR CPA, PLLC
Certified Public Accountants
Accurate, Fast & Reliable Services
929-207-1516
1506 Castle Hill Ave, 2nd Floor, Bronx, NY-10462
Zakir Choudhury, CPA Founder & CEO
www.zakircpa.com info@zakircpa.com

জ্যাকসন হাইটসে
মেঘনা ট্রাভেলস
718-478-1920
718-930-1494
বিস্তারিত ৩০ পাতায়

Largest & Most Reliable Travel Agent
CONCORDE Travel Inc
Jackson Heights: 347-448-6175
Manhattan: 212-563-2800
Call: 917-355-7374
বিস্তারিত ৩১ পাতায়

Editor : Abu Taher Published By Bangla Patrika Inc. 36-50, 38 Street (2nd Floor), LIC, NY 11101, USA. Tel: 718-482-9923, 718-482-1169. Fax: 718-482-9935. Email: banglapatrikausa@gmail.com